সূচিপত্র।

ইতি সূচিপত্র সমাপ্তঃ।

রসিকরঞ্জন।

মার্কণ্ডেয় মুনির ভণিত।

রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান।

দ্রৌপদী। নমঃ ব্রহ্ম নিরাকার, নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার, পারা-
পর পরাৎপর, পরমা প্রকৃতি। তেজঃময় সত্যান্তর, বাক্য
অগোচর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, নিরন্তর স্থিতি॥ সর্ব্বভূত
ভূত রত, বেদ বিধি অবর্ণিত, আত্মারূপে দেহে স্থিত, অলক্ষ্য
আকৃতি। একে পঞ্চ পঞ্চে এক, বিশ্ব বিঘ্ন বিনাশক, চরাচর
তারক, চনক আকৃতি॥ স্থূলাধিক স্থূলাতর, ক্ষীণাধিক
নাকর, অধো ঊর্দ্ধ নিরন্তর, চমৎকার গতি। নচক্ষে দৃষ্টির
র্য্য, নকরে কারণ ধার্য্য, সদেহে ব্যাপীত রাজ্য, বিশ্বপুজা
ত॥ ভাঙ্গিতে ভক্তের খেদ, ভবে মাত্র ভাব ভেদ, অভেদ
ইক ভেদ, সাকার মুরতি। শাক্তের শক্তির আশ, শৈবে
শিব দাস, সৌরে সূর্য্য সুপ্রকাশ, ভাবেতে ভকতি॥ অ-
নি জনিত জন্ম, ব্রহ্মে জন্মে ব্রহ্মকর্ম্ম, গানপত্যে ভাবি
, কহে গণপতি। ঘুচাতে ভবের ভার, বহুমত অবতার,
বারে শক্তিকার, এ সব ভারতী। পঞ্চভূত সুবিকাশ, স্বর্গ
জলাকাশ, বহ্নি বায়ু সুপ্রকাশ, রূপে প্রজাপতি। সত্ত্ব
তমত্রয়, ইঙ্গিতে বিশ্বের লয়, অনায়াসে সৃষ্টি হয়, যে
য় স্থিতি॥ সরস্বতী শাকম্ভরী, মা রাধা মা ক্ষেমঙ্করী,
মাতা বেদধারী, দক্ষকন্যা সতী। লোকপাল সহস্রাক্ষ

দেব নর যক্ষ রক্ষ, ঐক্যভাবে হয় মোক্ষ, অনন্যো অগতি ॥ কি কহিব চমৎকার, কালেং অবতার, নাশি ভার বার বার, উদ্ধারিলে ক্ষিতি। করে যেবা ভেদ জ্ঞান, ভবে তার নাহি ত্রাণ, কালে করে অপমান, না পায় নিষ্কৃতি। কি করিবে পুণ্য তাহে, এ কুল ও কুল যায়, অকূলে আকূল তায়, উপায় বিস্মৃতি ॥ একপক্ষে পক্ষ যেন, যথা ছিন্ন নবঘন, সমীরণে স্থির নন, নাহি যেন গতি ॥ শুন তবে সারতত্ত্ব, অন্তরে ভাবিয়া সত্য, গুরুদত্ত পরমাত্ম, চিন্ত দিবা রাতি। না হইবে ভূলে ভুল, ভবার্ণবে পাবে কূল, গুরু হৈলে সানুকূল, নির্ব্বাণ সুকৃতি ॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

পয়ার। ভাগীরথী তীরে ধাম শাণ্ডেশ্বহাট গ্রাম। শিষ্ট জাতি অনেক বসতি অনুপাম ॥ মহারাজা তেজচন্দ্র চন্দ্র জিনি তেজে। বিরাজিত রাজধানী বর্দ্ধমান মাঝে ॥ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম যত খ্যাত এ সংসারে। বর্ণিতে বাহুল্য হয়ে কি কব বিস্তারে ॥ বিপ্র কুলোদ্ভব রাজ অধিকার বাসী। ধন্য মান্য পুণ্যে বিনাশিলে পাপরাশি ॥ শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ঘোষাল নাম খ্যাত। দীন দ্বিজে অন্নদানে তোষে অবিরত ॥ তাহার তনয় শ্রীগোপালচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। সাক্ষাৎ গোপাল তুল্য দান্ত শান্ত শিষ্ট ॥ মধ্যম শ্রীশিবচন্দ্র শিব সম মতি। অসন্তোষ নাহি রোষ সদাচার স্থিতি ॥ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত শাস্ত্রেতে বিদ্বান। সদা মন সদালাপে সহ জ্ঞানবান ॥ ইষ্ট নিষ্ঠ মিষ্টবাক্য সদা তুষ্ট মন। দয়া দানে দীন জনে তোষে অনুক্ষণ ॥ তার অনুগত দ্বিজ দীন হীন ক্ষীণ। জল হীন জলাশয়ে যেন বাস মীন ॥ বারেন্দ্র কুলেতে জন্ম ধর্ম্ম হীন অতি। আছে মাত্র শিবপদ অগতির গতি ॥ অগ্রদ্বীপ নবদ্বীপ জম্বুদ্বীপ মাঝে। তার মধ্যে মধ্যদ্বীপ অধিক বিরাজে ॥ উত্তর পূর্ব্বে ভাগীরথী শোভা চমৎকার। অতুলা তুলনা তুল্য নাহি দেখি আর ॥

াদ্বীপ মাজিদা নামেতে আছে খ্যাতি। তথা, বাস দ্বিজ
ত্র গাঙ্গ অনুগত ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীহরচন্দ্র দ্বিজশুদ্ধানন্দ। তার
ত অকিঞ্চন রাজনারায়ণ ॥ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে আছয়ে
কাশ। এই গ্রন্থ প্রকাশিতে হৈল অভিলাষ ॥ শিবচন্দ্র
াষাল দিলেন অনুমতি। তস্যাদেশে রচিলাম ভাবি সরস্-
তী ॥ অতএব এই মাত্র মম নিবেদন। বিবেচনা পূর্ব্বক
িখিয়া গুণীগণ ॥ স্বীয়জ্ঞানে শুধিবেন যথা আছে ভুল।
গ্রজ্ঞানে অকিঞ্চনে হবে অনুকুল ॥ জ্ঞানীগণ গুণ মাত্র করে
রীক্ষণ। যথা হংসে নীরে ক্ষীর করয়ে ভক্ষণ ॥ এইমাত্র
বেদন বুঝিবা পণ্ডিত। ভাষায় কবিকা নাহি জগতে
িদিত ॥

গ্রন্থ সূচনা।

ত্রিপদী। রসিক রঞ্জন নাম, গ্রন্থ রস গুণধাম, মিষ্টতর
ধুর অধিক। রসিকের রসে মত্ত, করে রস উদ্দীপন, অরসি
কে হইবে রসিক ॥ নবরস অপূর্ব্ব, আছে পরমাত্মা জ্ঞান,
ন্ধকার এম যায় দূরে। গ্রন্থরূপ শশধরে, প্রেমচন্দ্র দীপ্ত
রে, গ্রন্থদৃষ্টে মনোদুঃখ হরে ॥ রত্নপুর রাজ্যে ধাম, রাজা
শিখীধ্বজ নাম, অনুপম অন্যের সংসারে। পুত্র তাম্রধ্বজ
র, সান্তমতি সদাচার, দান্ত শান্ত কৃতান্তে না ডরে ॥ ধর্ম্ম
র্ম্মে সদা মত্ত, রাজকার্য্যে অযতন, দেখি শিখীধ্বজ নরপতি।
ত্র বিভা দিতে চায়, পুত্র অসম্মত তায়, আইলা মার্কণ্ড মহা-
তি ॥ শিখীধ্বজ তদন্তরে, মুনিরে প্রণাম করে, কহে নিজ
ঃখ বিবরণ। শুনি মুনি রাজসুতে, ডাকি কহে আনন্দেতে,
াজসুত কহে ততক্ষণ ॥ নারী বহু দোষযুতা, কহে নারী দোষ
থা, শুনি মুনি কহে পুনর্ব্বার। রমণীর গুণ যত, বেদেতে
াছে অবর্ণিত, কেন বুদ্ধি কে দিলে তোমার ॥ এত বলি
নিরাজ, কহিছে নারীর কাজ, সাবিত্র্যাদি রম্ভা দময়ন্তী।
ার সংসার মাঝে, নারী সার কিজ কাজে, এ বিষয়ে নাহি

ন্য ভ্রান্তি॥ যে জানে নারীর মর্ম্ম, সেই সাধে সর্ব্বকর্ম্ম, তবে এক শুন বিবরণ। পূর্ব্বে ছিল এই দেশে, কহি শুন সবিশেষে, নারী কার্য্য সাধে যেই জন॥ অচিন্ত্য নগরে ধাম, রাজা চন্দ্রসেন নাম, রাজ্য তার অতুল্য অসীমা। তার পুত্র দৈবগতি, বনে গিয়া মহামতি, হেরে এক নারী মনোরমা॥ ধরিবারে ধায় রায়, কন্যা অন্তর্ধান হয়, তার রূপে হয়ে উচাটন। নিশি অবসান হৈলে, বন্ধুগণে ডাকি বলে, চল সেই কন্যা অন্বেষণ॥ দৈব দৈত্য উপদেশে, কন্যা কথা সবিশেষে রাজপুত্র শুনিয়া গোপনে। সখা তিন জন সঙ্গে, কন্যার প্রসঙ্গে রঙ্গে, নন্দ্রদেশে ভ্রমে চারি জনে॥ দৈব কর্ম্ম অপগুণ, পথে সখা তিন জন, তিন কন্যা বিবাহ করিল। এক মরে সর্পাঘাতে, নিশাচর গন্ধর্ব্বেতে, আর দুই কন্যারে হরিল॥ নিজ নিজ নারী শোকে, দিগদশ শূন্য দেখে, একা একা করিল গমন। রাজপুত্র সুচিন্তিত, ভাবি আত্ম সুবিহিত, কান্যকুব্জে গেল ততক্ষণ॥ এক মালিনীর ঘরে, তথা গিয়া বাস করে, তথা এক কন্যা বিভা করে। মালিনীর রূপ আর, সাধ কুমারীর বিস্তার, যে প্রকার বর্ণনা বিস্তারে॥ আর তার তিন সখা, ভ্রমে দেশ একা একা, করি নিজ নারী অন্বেষণ। ত্রিনেত্র বিবস্ত্র দেশ, নারী রাজ্যে সবিশেষ, মৎস্যদেশ করিছে বর্ণন॥ পুণ্য বলে ভার্য্যা পেয়ে, শ্বশুর আলয় গিয়ে ভার্য্যা রাখি রাজপুত্র আসে। একে একে তিনজন, করি বহু অন্বেষণ, মিলিলেন রাজপুত্র পাশে। রাজপুত্র তদন্তরে, আকর্ষণী মন্ত্র জোরে, উপনীত হিমালয় পাশে। শেষে শুন সবিশেষ, চিত্রকর্ণ নামে দেশ, তথা রাজা চিত্রসেন বৈসে॥ গন্ধর্ব্বের রূপমণি, তার কন্যা চিত্রাঙ্গিনী, সেই কন্যা অতি গোপনেতে। রাজপুত্র করি পতি, উপপতি রূপে স্থিতি, অন্য কেহ না পায় দেখিতে॥ এ কথা প্রকাশ হৈলে, সুকৌশলে কলে ছলে, রাজপুত্রে দিল কারাগারে। কুমার মনেতে ভেবে, কন্যা-

বাদি রূপে তবে,সকাতরে কালী স্তব করে ।। ভক্ত দুঃখে ভগ-
বতী, সাজে সবে শীঘ্রগতি, পথে দেখা দেবঋষি সনে । শান্ত-
করে কালীকারে, মুনি গিয়া রাজপুরে, পূর্ব্বকথা কহিল
রাজনে ।। শুনিয়া নৃপতি তবে, আপন মনেতে ভেবে, কন্যার
সহিত বিভা দিল । কিছু দিন তথা রয়ে, আপন যুবতী লয়ে,
কান্যকুব্জে নারী সথা নিল ।। এই রূপে চারিজন, লয়ে নিজ
নারীগণ, নিজ দেশে করিল গমন । মুনি দিলা উপদেশ,
তাম্রধ্বজ অবশেষ, করিলেন রমণী গ্রহণ ।। কালীনাথ ইতি-
হাস করিলেন সুপ্রকাশ, বহুমত রসের পদ্ধতি । দোষ গ্রহ
হবে ক্ষোভ, না লইবে কোন দোষ, এই মাত্র আমার মিনতি ।।

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ।

ত্রিপদী । রত্নপুর রাজ্যে ধাম, রাজা শিখীধ্বজ নাম, রাম
সম প্রজার পালনে । সর্ব্ব গুণে গুণধাম, রূপ শোভা যেন
কাম, যম সম দুষ্টের দমনে । ধর্ম্মে ধরা সম ধীর, স্নিগ্ধগুণে
যেন নীর, সুগভীর বুদ্ধে সিন্ধু সম । যুদ্ধে কালদণ্ড প্রায়, না
ডরে কালের দায়, বহু রাজ্য গণিতে অসীম ।। কলি কুলোদ্-
ভব রাজ, রাজ্যে রাজ্যে শুভ প্রজা, মহাতেজা যেন দশানন ।
পুণ্যকর্ম্মে ধন্য ধন্য, নল সম অগ্রগণ্য, সত্যে সত্যবাদের
সমান ।। সদাশিব সেবা শক্ত, পরম বৈষ্ণব ভক্ত, সর্ব্ব গুণযুক্ত
সেই ভূপ । তার রাণী লজ্জাবতী, সাবিত্রী সমান সতী, গুণ-
বতী রতী জিনি রূপ ।। সদা ধর্ম্ম মতী সতী, পতি প্রতি স্তুতি
গতি, রতী জিনি পতি পরায়ণা । দুঃখী দীন দ্বিজগণে, তুষে
সদা স্বর্ণ দানে, পুণ্যে যেন নলের ললনা ।। তার গর্ভে ভূপ-
তির, তিন পুত্র হৈল ধীর, জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম তাম্রধ্বজ । বুদ্ধে
বৃহস্পতি সম, যুদ্ধেতে দ্বিতীয় যম, সদা আশ দ্বিজ পদরজ ।।
আদ্যোপান্ত শিষ্টশান্ত, রূপবন্ত গুণবন্ত, সদা কান্ত যত্নবান্
হৈতে । গুরুজন্ত তত্ত্ব জ্ঞান, দীন দ্বিজে দয়া দান, নাহি মন
রাজ্যাভিলাষেতে ।। উপযুক্ত দেখি তারে, শিখীধ্বজ কুমা-

ভট্ট, কন্যা অন্বেষণ করি আনে। উৎসাহ কি কব তার, রাজ্যে দিলা সমাচার, নিমন্ত্রণ দ্বিজ কাজিগণে ॥ নৃপবর হরষিতে, আজ্ঞা দিল অন্তঃপুরে, পুত্রে হরিদ্রাদি মাখাইতে। শুনি বিবাহের কথা, পেয়ে পুত্র মর্ম্মব্যথা, কহে কথা পিতার অগ্রেতে ॥ শুন শুন মহারাজ, কহিতে শুনিতে লাজ, এ কি অবিচার তাহা কহ। অন্য চিন্তা নাহি আর, চিন্তা চিন্তামণি সার, না করিব দার পরিগ্রহ ॥ অনিত্য সংসার ছার, মিছ মায়া মাত্র সার, আমার আমার বলে সবে। অধিক কি ক আর, পাপার্ণবে নাহি পার, নিজসুতে বদ্ধ যুক্ত ভেবে ॥ শিখি ধ্বজ যত বলে, তাম্রধ্বজ নাহি ভুলে, ভূপ বলে হৈল এ কি দায়। হিতে হৈল বিপরীত, জ্ঞাতিগণ বিমর্ষিত, মুনি নিকটে ক দেখি উপায় ॥ তবে যত মুনিগণ, পায়ে নৃপ নিমন্ত্রণ, আগ মন কৈল রাজপুরে। ভাবিয়া না পায় স্থির, নৃপবর নত শির প্রণিপাত দিল সবাকারে ॥ তুষ্ট হয়ে দ্বিজগণ, নৃপতির প্রতি কন, কেন হে রাজন দুঃখ মতি। তবে নৃপ যোড়করে, দুঃখ ভরে সবাকারে, কহে সব দৈবাধীন গতি ॥ শুনি মুনিগণ ক চিন্তা কর কি কারণ, আনহ নন্দন তাম্রধ্বজে। হিতে বি বিপরীত, কোথা পেলে হেন নীত, নীত শিক্ষা দিব যু বরাজে ॥ শুনি মুনিগণ বাণী, তদন্তরে নৃপমণি, আজ্ঞা দি আনিতে নন্দনে। আজ্ঞা পায়ে দাসগণ, রাজপুত্রে ততক্ষ আনিলেন সভা বিদ্যমানে ॥ তাম্রধ্বজ নত শিরে, প্রণমি সবাকারে, যোড়করে দাণ্ডায়ে রহিল। মুনিগণ সম্ভাষিল, ন বর আজ্ঞা দিল, রাজসুত সভায় বসিল ॥ মার্কণ্ড নামে মুনি, সর্ব্ববেত্তা অতি জ্ঞানী, যুবরাজে জিজ্ঞাসা করিল। শি ভুজ আজ্ঞা মতে, সুললিত ত্রিপদীতে, রাজনারায়ণ বিরচি

মার্কণ্ডের প্রশ্নান্তর রাজপুত্রের নারী নিন্দা বিবরণ।

পয়ার। যুবরাজ এক ভাষ কহে তপোধন। পিতৃ আ

অবিজ্ঞা করেছ কি কারণ ॥ এত শুনি মুনি বাণী উত্তর
কয়। কি আজ্ঞা হেথায় করিয়াছ মহাশয় ॥ মুনি কন বিবরণ
কই শুন আমি। কি কারণ স্ত্রী গ্রহণ নাহি কর তুমি ॥ পুনঃ
কন মহাশয় কই শুন তবে। অনিত্য ঐহিক সুখ বোধিয়াছি
জেনে ॥ কর্ম্ম ভূমি মাত্র আসি যাইয়া সংসার। কর্ম ভিন্ন
অন্য কর্ম্ম চেষ্টা অবিচার ॥ থাকিতে নয়ন দিলে অন্য কর্ম্মে
মন। যথা ধ্রুব ইক্ষু বনে তৃণ অন্বেষণ ॥ যেন কাচ লইয়া ত্যজে
কাঞ্চন বালে। সেই রূপ অন্যে মন এ মহীমণ্ডলে ॥ আশার
কুনার নহে আসার আমার। তারা স্বরূপে মজে আনন্দ
অপার ॥ দেখিয়া বিষয় স্পৃহা পৃথ্বী পুলকিত। শিবরে শমন
সদা নানন্দে মোহিত ॥ আমি কার কে আমার মজি কার
আশে। কৌতুক দেখিয়া কাল কেশে ধরি হাসে ॥ জনক
তারক সুতে যেন লয়ে কোলে। কৌতুক করয়ে এত কথা
কুতূহলে ॥ জনক নন্দন দেখি মনে ভাবে তারা। কার সুত
করি কোলে কত কর মায়া ॥ মিছা মাত্র মায়ামোহে মজা-
ইলে মন। মুগ্ধ হৈয়া মায়াপাশে মৈত্র আশে মন ॥ তাহাতে
ইন্দ্রিয় মত্ত করি রূপ ধরি। বিষম বিষয় বনে বাঞ্ছা সদা
ফিরি ॥ অঙ্কুশ প্রবোধ বোধ আছে মাত্র তারে। ধৈর্য্যরূপ
রজ্জু আছে বান্ধিতে তাহারে ॥ বিষম বিষয়ে নষ্ট হৈল এক
বার। আর তার বান্ধিবারে সাধ্য আছে কার ॥ তাহে আর
নারী ছার কর্ম্মে কদাচারী ॥ মুগ্ধ করে মনহরে কটাক্ষেতে
হেরি ॥ সে সুখে হইয়া সুখী হয় যেবা মত্ত। কাম ফাঁসে বান্ধে
শেষে মন ভুকেবর্ত্ত ॥ সেই কালে কাল পেয়ে কালে ধরে
কেশে। মহাক্লেশে অশেষ যন্ত্রণা দেয় শেষে ॥ পাপাচারী
নারী হৈতে পাপের সৃজন। অঘটন ঘটাইতে ঘটনা চিন্তন॥
সর্ব্বদা কপটযুক্তা সর্ব্ব মায়াময়। অবিশ্বাসী পতিনাশী পর
সঙ্গে রয় ॥ সমস্ত সম্ভোগ ইচ্ছা নাহি পারাপার। বন্ধুভেদ
বিচ্ছেদ জন্মায় নিরন্তর। নারী হৈতে কার কোথা কিসুখ

হয়েছে। কেহ ধনে প্রাণে কেহ সবংশে মরেছে॥ শুম্ভ নিশুম্ভাদি করি কত দৈত্যগণ। রাবণাদি রাক্ষস সবংশে নিপাতন॥ ত্রিলোক তারণ কর্ত্তা শ্রীরাম আপনি। জনকনন্দিনী সীতা জগৎজননী॥ কর্ম্মবশে বনবাসে দশানন হরে। ভ্রমিলেন রাম বানরের দ্বারে দ্বারে॥ এই মত অবর্ণিত নারীর কাহিনী। অগোচর নাহি তব জান মহামুনি॥ অতএব। সংসার এই মাত্র সার। দয়া দান দীনে আর পর উপকার অন্ন দান গুরু জ্ঞান শ্রীগুরু মনন। কাদের হইবে কার শ্রীনাথ চরণ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি হইতে নারীর প্রশংসা।

পয়ার। মুনি বলে যে বলিলে সকলি প্রমাণ। কিন্তু নারী বিনা ত্রিভুবনে নাহি স্থান॥ জীবনে মরণে নারী নারী চিরকাল না জানিয়া নারী কেন ভাবিছ জঞ্জাল॥ শক্তি রূপে সৃজ করিলা ত্রিভুবন। ব্রহ্মা বিষ্ণু গিরিশাদি শক্তি হতে হন॥ লক্ষ্মী প্রাপ্তে লক্ষ্মীনাথ হন লক্ষ্মীবন্ত। গণেশ জননী জন্য শিব গৌরীকান্ত॥ নারী রূপে মর সুর রাখে নারায়ণী। নারী রূপে গঙ্গা কলুষ নাশিনী॥ যে কহিলে রাবণাদি মরে নারী দোষে। পরনারী লোভ পাপে মরে কর্ম্ম দোষে॥ পূর্ব্বে রাম সনাতনের সমরে। সীতা সতী হইতে নিজ প্রাণ রক্ষা করে॥ কাহতে নারীর গুণ কি সাধ্য আমার। বাক্যের বাক্য অগোচর গুণ যার॥ শেষ শেষ হয় শেষ কহিতে কথা। পঞ্চমুখে পঞ্চানন চতুর্মুখে ধাতা॥ তথাচ কিঞ্চিৎ ব না হয় বর্ণন। শক্তি প্রতি ভক্তি জানি মুক্তির কারণ॥ সত্য যুগে সত্যবান সাবিত্রীর গুণে। রাজ্য প্রাণ প্রাপ্ত হৈল শমনের স্থানে॥ ত্রিপুরারি হরের কোপে ত্যজিল জীবন। পুনর্ব্বার প্রাণ পায় সতীর কারণ॥ নলরাজা গেল বনে নল দময়ন্তী সঙ্কেতে। দৈবক্রমে ত্যজে তারে অরণ্য মধ্যেতে॥ বৈধবে প্রায় সতী বৈদর্ভেতে গেল। পুনর্ব্বার বিভা হবে মনে

শে। উপনীত হৈল শেষ গন্ধর্ব্বের দেশে।। তথায় লভিল নারী গন্ধর্ব্ব নন্দিনী। রাজপুত্র মুনিবরে কহে এত শুনি। হইয়া মনুষ্য নৃপ কহ কি প্রকারে। বিবাহ করিল গন্ধর্ব্বের কুমারীরে।। মুনি বলে শুন সেই অপূর্ব্ব কথন। পয়ার প্রবন্ধে রচে জয়নারায়ণ।।

রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান।

পয়ার। অচিন্ত্য নামেতে পূর্ব্বে আছিল নগর। মনোহর অনুপম ক্ষিতি চরাচর।। তথায় নিবাস রাজা চন্দ্রসেন নাম। শান্ত মতি নরপতি গুণে গুণধাম।। সর্ব্ব পূজ্য রাজা বীর্য্যবন্ত ধীর। সত্য বাক্যে দৃঢ় যেমন যুধিষ্ঠির। অনিবার্য্য পরকার্য্যে সদা উপকার। সদা ধৈর্য্য ক্রোধে সূর্য্য সম তেজ তার।। সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্ব গুণান্বিত বেদবিদ্যা ধনুর্ব্বেদ সম সুশিক্ষিত।। শিষ্ট জনে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট রাখে মন। দুষ্টজনে কষ্ট দিতে যেমন শমন।। পুত্র জ্ঞানে প্রজাগণে পালে নিরন্তর। দুর্য্যোধন সম মান ধনে যক্ষেশ্বর।। অপরূপ রূপ ভূপ জিনি রতি পতি। বর্ণিতে সৌবর্ণ বর্ণ বর্ণের দুর্গতি।। জীবন্মুক্ত দেব ভক্ত শাক্ত শিরোমণি। শক্তি পদে ভক্তি সদা ভরসা ভবানী।। নাহি অনিষ্ঠ কার শ্রেষ্ঠ গুণে রাজা। ধন ধান্য পরিপূর্ণ রাজ্যে প্রজা।। দান্ত শান্ত নিতান্ত কৃতান্ত সম রণে। দুঃখীজন দুঃখহীন অকাতর দানে।। সুচিদাতা উপকারী ক্ষত্রিকুলে ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা রত জ্ঞাত হয় মর্ম্ম।। দান ধ্যান যজ্ঞ হোম স্থানে স্থানে। শ্রেষ্ঠ মতি সর্ব্ব জাতি রাজ্যের শাসনে।। দুষ্ট শিষ্টে হৃষ্ট মনে করয়ে বসতি। নারীগণে পতির সেবনে মতি।। অন্য অন্য মান্যামান্য আছে পরস্পর। দেবসমাজ তুল্য স্থান মনোহর।। প্রজাগণ অনুক্ষণ নাহি পাপাচার। অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি দেখি আর।। চন্দ্রাব

নামে সেই রাজার রমণী । রূপে গুণে ত্রিভুবনে ধন্যা সেই ধনী ॥ মৃগাক্ষী মৃদ্বঙ্গী মৃগমদ গন্ধ গায় । মধ্যদেশ মৃগেন্দ্র মৃগাঙ্কী মুখ প্রায় ॥ মৃদু মধু মধু হাসে নাশে অন্ধকার । মধু ভ্রমে মধুকর মত্ত অনিবার ॥ চাঁচর চিকুর চমৎকার সুশোভিত । কাদম্বিনী জানি মনে শিখি পুলকিত ॥ নিন্দি ইন্দিবর তার সুন্দর নয়ন । হেরিয়া কুরঙ্গ কৈল অরণ্যে গমন ॥ মনোহর পয়োধর পীনোন্নত বুকে । প্রাণগত পাষাণ পাষাণ হৈল দুঃখে ॥ সুলাবণ্য যৌবন শোভিত সর্ব মতে । অনুপমা মনোরমা উত্তমা জগতে ॥ নিরন্তর নৃপবর লইয়া নারীরে । নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চয়ে অন্তঃপুরে ॥ বহুদিন দুই জন করিল বঞ্চন । দৈব দোষে নৃপতির না হল নন্দন ॥ কি করিব কি হইবে কিসে পুত্র হবে । বিধি যদি নাহি দিবে অন্য কেবা দিবে ॥ পুত্র হেতু নরপতি পরম চিন্তিত । বিধিমত বহুবিধ করিল বিহিত ॥ স্বস্তি শান্তি স্বস্ত্যয়ন সদত আরম্ভিল । যজ্ঞ হোম যাগ জপ যতনে করিল ॥ তথাপিহ তাহে তুষ্ট না হৈল অন্তর । নিরানন্দে নিরন্তর থাকে নৃপবর ॥

রাজার নিকটে সন্ন্যাসীর আগমন ।

পয়ার । পাত্রমিত্র পুরোহিত পুরবাসীগণ । সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ সুচিন্তিত মন ॥ পুত্র বিনে গৃহি জনে নাহি মনে সুখ । এত সুখে নৃপতির সদা মনে দুঃখ ॥ এক দিন নৃপবর মহা সভা করে । তার মধ্যে বসিলেন সিংহাসনোপরে ॥ দেবগণ মধ্যে যেন শোভে পুরন্দর । তারাগণ মধ্যেতে যেমন নিশাকর ॥ পাত্রমিত্র সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত । বসিয়াছে চারি পাশে অতি সুশোভিত ॥ হেনকালে তথা এক আইল সন্ন্যাসী । রাজার সম্মুখে উপনীত হৈল আসি ॥ সূর্য্য সম বীর্য্যবন্ত অতি বড় তেজা । দেখি অতি ভক্তি মনে উঠিলেন রাজা ॥ তৎক্ষণে সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিল । কষ্ট হয়ে তুষ্ট

মনে সন্ন্যাসী বসিল ॥ আশীর্ব্বাদ করি পরে রাজা প্রতি কয়।
কি নাম কি জাতি রাজা দেহ পরিচয় ॥ কয় ভার্য্যা ক
রাজ্য আছে অধিকার। সন্তান সন্ততি কিবা আছয়ে তোমার
রাজা বলে গোসাঞি শুনহ বিবরণ। ক্ষত্রকুলোদ্ভব আ
নাম চন্দ্রসেন ॥ এক ভার্য্যা বহু রাজ্য সংখ্যা অগণন। দৈ
ফলে কিন্তু মোর না হল নন্দন ॥ এ কথা শুনি সন্ন্যা
ছাড়য়ে নিশ্বাস। এ ঐশ্বর্য্য পুত্র বিনা সকলি নৈরাশ
রাজা বলে ইহাতে নরের সাধ্য নাই। অতএব নিরুপা
শুনহ গোসাঞি ॥ এত শুনি সন্ন্যাসীর দয়া উপজিল। মৃ
হাসে প্রিয়ভাষে রাজারে কহিল ॥ শুন শুন নৃপবর আমা
বচন। কহিব কিঞ্চিত আমি হইয়া গোপন ॥ আজ্ঞা অ
সারে মোহে হইয়া গোপন। জিজ্ঞাসিল কহ প্রভু নি
বিবরণ ॥ সন্ন্যাসী বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান। রূপে গু
ত্রিভুবনে না দেখি সমান ॥ পুত্র হীন আছ রাজা জানি
কারণ। সঙ্কোচিত বিষাদিত হৈল মোর মন ॥ ইচ্ছা য
থাকে রাজা পুত্রের কারণ। মোর সঙ্গে সংগোপনে কর
গমন ॥ নগরের পূর্ব্বদিকে আছে এক বন। পশু পক্ষ
বৃক্ষে করে সুশোভন ॥ সেই বনে দুইজনে যাইয়া গোপনে
ফল এক সমর্পণ করিব যতনে ॥ রাণীর হইবে গর্ভ সে
ভক্ষণে। কিন্তু খাওইবে ফল ঋতুস্নান দিনে ॥ এত শু
ভূপতি হইয়া হৃষ্টমতি। সন্ন্যাসীর প্রতি কহে করি স্তু
নতি ॥ অধমের প্রতি যদি এত দয়া হৈল। আজ্ঞা হৈলে য
বনে বিলম্বে কি ফল ॥ সন্ন্যাসী বলেন রাজা যে ইচ্ছা তো
এখনি যাইব বনে হৈল অঙ্গীকার ॥ এত বলি দুই জন ক
গমন। প্রবেশি অরণ্য মাঝে রাজা হৃষ্টমন ॥ পুষ্প
সুশোভন দেখিতে সুন্দর। অনুপম মনোহর বহু সরোব
সুনির্ম্মল সুশীতল সুধা সম জল। মন্দ বায়ু লাগে তায় ব
টলমল ॥ স্থানে স্থানে নানা বর্ণে প্রফুল্ল কুসুম। কু

কল্লার আদি অতি মনোরম।। শত শত কোকনদ বিকসিত হয়ে। তুষ্ট করে মধুকরে মধু দান দিয়ে।। মধু ... মত্ত হয়ে মধুকরগণ। গুণ গুণ স্বরে গান করে অনুক্ষণ।। কি কব জলের শোভা কি শোভা কহায়। হংস হংসী সুখে আদি তাহাতে খেলায়।। পুষ্পবন সুশোভন সরোবর তীরে। মনাগুন নিবারণ পুষ্পগণ হেরে।। বিকসিত শত শত মল্লিকা টগর। যূথী জাতী গোলাপ সেঁউতি নাগেশ্বর।। অশোক কিংশুক বক বকুল বিস্তর। চাঁপা জবা কুরু সেফালিকা মনোহর।। মুচকুন্দ গন্ধরাজ কুন্দ শত শত। মালতী করবী গন্ধরাজ আদি কত।। ফলে ফুলে পূর্ণিত আছয়ে তরুগণ। মন্দ মন্দ বহে গন্ধ মলয় পবন।। কুপোত কপোতী কত ... স্বরে ... । ময়ূরেতে নৃত্য করে সঙ্গ ময়ূরিণী।। নানা রঙ্গে বিহঙ্গ আপন রঙ্গে গায়। খঞ্জনের নৃত্য দেখি নয়ন জুড়ায়।। দেখিয়া বনের শোভা মোহিত ভূপতি। সেকালে সন্ন্যাসী বলিল রাজা প্রতি।। কিছুকাল রহ রাজা এই পুষ্পবনে। আমি যাব অন্য স্থানে ফল অন্বেষণে।। এ কথা বলিয়া তবে চলিল সন্ন্যাসী। পুষ্পবনে নৃপতি রহিল একা বসি।। কত-ক্ষণে দিগম্বর ফল লয়ে হাতে। উপনীত হৈল আসি রাজার সাক্ষাতে।। তদন্তরে নৃপতিরে সমর্পিল ফল। দেখি ফল বাড়ে বল ভূপ টলাটল।। ফল লয়ে হৃষ্ট হয়ে নৃপতি তখন। সমাদরে সন্ন্যাসীরে করয়ে স্তবন।। স্তবে তুষ্ট ভূপতিরে প্রশংসি বিস্তর। তদন্তরে অন্তর্ধান হৈল দিগম্বর।। সন্ন্যাসীরে না দেখিয়ে চন্দ্রসেন রায়। বিস্তর বিলাপি রাজা করে হায় হায়।। সর্বজ্ঞানে মোক্ষ ধনে না পারি চিনিতে। হারালেম মণিরত্ন কাঁচের লোভেতে।। এই মত অন্তরেতে ভাবিয়া বিস্তর। নিকালয়ে লয়ে ফল চলে নৃপবর।।

ফল ভক্ষণে রাণীর গর্ভ ধারণ বিবরণ।

ত্রিপদী। ফল লয়ে নৃপবর, উপনীত তদন্তর, আইলেন

আপন ভবনে। প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, ডাকি নিজ মহিষী
বিবরণ কহে হৃষ্টমনে ।। শুনিয়া ফলের ফল, হস্তেতে লই
ফল, চমৎকৃত হৈল মনে সুখী। উদ্দেশে প্রণাম করে,
করে সন্ন্যাসীয়ে, যত্নে ফল রাখে চন্দ্রমুখী ।। হেনকালে
কালে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে, মহিষী হইল ঋতুবতী। শু
ভূপ এ সংবাদ, ভাবে মনে কি আহলাদ, সুখসাধে দুঃখ অ
হতি ।। তার পরে শশীমুখী অন্তরে হইয়া সুখী, সময়ে ক
ঋতুস্নান। খেয়ে ফল হৃষ্টমতি, রজনীতে গুণবতী, নৃপতি
দিয়া রতি দান ।। নানা রাগ রঙ্গে ভঙ্গে, সুখে ভূপতির স
অনঙ্গে বিহারে মন সুখে। এইরূপে কিছু দিন, হৃষ্টমন
জন, রহিলেন মনের কৌতুকে ।। অপরূপ দৈবগতি, র
হৈল গর্ভবতী, ভূপ অতি তুষ্টমতি শুনে। হয়ে পুলকিত
করে রাজা বিতরণ, দেয় দান দুঃখী দ্বিজ দীনে ।। নিত্য
মনোল্লাস, পূর্ণ হৈল দশমাস, সময়েতে প্রসবে নন্দ
হেরিয়া পুত্রের মুখ, ঘুচিল মনের দুঃখ, মগনা মহিষী হৃষ্টম
নৃপতি সংবাদ পেয়ে, অন্তঃপুরে আসি ধেয়ে, পুত্র হেরে হ
মনানল। কি কব পুত্রের রূপ, সুলাবণ্য অপরূপ, হেরি হৈ
ভূপ চমৎকৃত ।। চন্দ্র জিনি মুখ শোভা, অতি বড় মনোলো
বিনা দীপে রূপে তম আলো। সুরূপের রূপ দূর, কন্দ
দর্পচুর, চাঁদমুখ হেরি চন্দ্রকালো ।। মন পুষ্প বিকশিত,
অতি আনন্দিত, নানা দান করে দ্বিজগণে। নানা
মহোৎসব, বিস্তারিয়া কত কব, অনুভব কর জ্ঞানীজনে
ষষ্ঠীপূজা আদি যত, বর্ণনা করিব কত, নানামত বা
বর্ণিতে। রাজা রাণী মনোল্লাসে, শুভ দিনে ষষ্ঠমাসে,
অন্ন দিল আনন্দেতে ।। বহুবিধ অলঙ্কারে, সাজাইল
ধরে, তাহে করে অঙ্গে দীপ্তছটা। একে অতি সুগঠন, ত
অঙ্গে আভরণ, সুশোভন রূপে রূপ ঘটা ।। এ জগতে অ
পম, সকলের মনোরম, সুগঠন জিনি কাম ঠাম। জো

দৈবজ্ঞগণে ডেকে, রাশি গ্রহগণ দেখে, বিজয়সুন্দর দিল নাম ॥ শশী বৃদ্ধি দিন দিন, নিশাকর কলা যেন, সর্ব্ব জন মন আনন্দিত। হেরিয়া পুত্রের মুখ, দূরে যায় মনোদুঃখ, সদাই নৃপতি পুলকিত ॥ দিনে দিনে দিন গত, এই মতে নৃপসুত, প্রবেশিল পঞ্চম বৎসরে। নৃপবর হৃষ্টমনে, শিক্ষা জন্য শুভক্ষণে, সুশিক্ষকে নিয়োজন করে ॥ প্রথমেতে বর্ণমালা, পরেতে দ্বাদশ কলা, ক্রমাগত বৃদ্ধি দিনে দিনে। নানা কাব্য সুবিধান, ব্যাকরণ অভিধান, পড়িতে লাগিল হৃষ্টমনে ॥ বহুবিধ পরিশ্রমে, বিদ্যা বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে, হয় রাজ্য যতনে রতন। আপনার কর্ম্ম ফলে, নৃপতির অগ্রকালে, মিষ্ট বাক্যে সদা তুষ্ট মন ॥ সর্ব্ব ঠাঁই ধন্য ধন্য, গুণে গুণিগণ মান্য, অগ্রগণ্য পুণ্য কর্ম্মে রত। শিক্ষা কৈল রাজনীতি, হিতাহিত সুরীতি, নৃপতির রীতি নীতি যত ॥ নিতান্ত সে দান্ত শান্ত, গুণবন্ত বলবন্ত, যে ধর্য্যা কৃতান্ত পায় ভয়। ত্রাসিত বিপক্ষদলে, বাহুবলে ভুজবলে, করিল অনেক দেশ জয় ॥ এক দিন ভাবি মনে, ডাকি নিজ বন্ধুগণে, সৈন্যেতে সাজিল সত্বর। সঙ্গে লয়ে নিজগণ, মৃগগণ অন্বেষণ, বিপিনে গমন তার পর ॥ ভাবিতে আপন কার্য, প্রবেশ অরণ্য মাঝ, রাজপুত্র হরষিত মন। শিবচন্দ্র অনুসারে, ত্রিপদী বিস্তার করে, দীন দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

রাজপুত্রের মৃগ অন্বেষণে কন্যা দর্শন।

পয়ার। বহু সৈন্য রাজপুত্র অরণ্যে প্রবেশি। মৃগ ব্যাঘ্র মারিয়া করিল রাশি রাশি ॥ হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন। হেরিয়া হরিণ এক রাজার নন্দন ॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়িলেক শর। না হইল বাণাঘাত ধাইল সত্বর ॥ অশ্বারোহে রাজপুত্র ধাইল পশ্চাতে। প্রবেশ করিল মৃগ দুর্গম বনেতে ॥ সেই বনে হরিণ হইল অদর্শন। হেনকালে

দৈবক্রমে নিশা আগমন ॥ ভ্রমিয়া রাজারপুত্র মৃগ অন্বেষণে। ক্ষুধানলে অঙ্গজলে কাতর জীবনে॥ ভয়ে ভীত সচিন্তিত ভাবিয়া অন্তরে। বৃক্ষতলে অশ্ব বাঁধি উঠে বৃক্ষোপরে॥ বৃক্ষেতে বসিয়া ভাবে রাজার নন্দন। হেনকালে সেই স্থলে শুন বিবরণ॥ আচম্বিতে তথা এক আইল যুবতী। জিনি রতি রতিপতি তার পদে মতি॥ কাম অঙ্গ সুরঙ্গ সে কুরঙ্গ নয়নী। মৃদুহাসে তমোনাশে সহাস্য বদনী॥ কি কব তাহার রূপ কি বর্ণিব আর। পূর্ণ ইন্দু বোধ বিন্দু রূপ হেরি তার॥ হেরিয়া কন্যার রূপ রাজার নন্দন। মদনে মোহিত অঙ্গ পুলকিত মন॥ ধরিবারে কন্যারে ভাবিয়া মনে মন। শীঘ্রগতি হৃষ্টমতি নামে ততক্ষণ॥ রূপবতী সে যুবতী বুঝি তার মন। মৃদুহাসে মিষ্টভাষে কহিল বচন॥ ইচ্ছা হয় মোরে পাবে দেখ অন্বেষণে। হবে মিলনে নানা সুখে থাকিব দুজনে॥ এত বলি ছলে চলি যুবতী তখন। সেই স্থানে ততক্ষণে হৈল অদর্শন॥ রাজসুত দুঃখযুত কন্যারে না হেরি। কাঁদে ফেলে কোথা গেলে নিঠুরা সুন্দরী॥ হায় হায় প্রাণ যায় কি দায় ঘটিল। দিয়া নিধি বিধি বাদী হরিয়া লইল॥ কামানলে দুঃখানলে গিয়া নিজালয়ে। বন্ধুগণে ততক্ষণে কহিল ডাকিয়ে॥ এহি বাথা ওহে সখা মন উচাটন। সখা বলে বল দেখি কি হেতু এমন॥ রাজপুত্র বলে এক হেরিয়া কন্যারে। সুখ সাধে রূপ ফাঁদে পড়িয়াছি ফেরে॥ দেখি হাসি সুখে ভাসি প্রেমফাঁসি গলে। অন্বেষণে পাবে দেখা গেল ইহা বলে॥ অতএব যাব আমি তার অন্বেষণ। মোর সঙ্গে চল হও বন্ধু সেই জন॥ এত শুনি সম্মত হইল তিন জন। মন্ত্রীপুত্র পাত্রপুত্র বিপ্রেরনন্দন॥ চারি জনে তুল্য রূপে গুণে গুণবান। ত্রিভুবনে অন্য জনে না দেখি সমান॥ গোপনেতে চারি অশ্ব করিল সাজন। অতঃপরে নৃপতিরে কহে নিবেদন॥ স্বরাজ্য ভ্রমণে যাব দেহ অনুমতি। এত শুনি অনুমতি দিলেন ভূপতি॥

নায় ।। কেমনে পাইব দেখা, কহ দেখি ওহে সখা, কি করি-
তে, বলহ উপায় । কারেক নয়নে হেরি, নিল মন চুরি করি,
এখন না হেরি প্রাণ যায় ।। সখা বলে মহারাজ, কহিতে শু-
নিতে লাজ, ধৈর্য্য হও অন্বেষণ করি । হয় হেন অনুভব, ঘ-
টিবে অবশ্য তব, অন্বেষণে মিলিবে সুন্দরী ।। দেখ এই ভুম-
ণ্ডলে, যতনে রতন মিলে, কিন্তু তার মূল মাত্র চেষ্টা ।। পাতি-
লে বুদ্ধির ফাঁদ, ধরি আকাশের চাঁদ, পতি ছাড়ি সতী হয়
ভ্রষ্টা ।। অন্বেষণ যেবা করে, অসাধ্য সাধিতে পারে, কি ছার
রমণী তুচ্ছ তার । রাজপুত্র বুদ্ধিমান, আছে সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান,
জ্ঞানী হইয়া না হও উর্ব্বার ।। দিবা হৈল অবসান, দিবাকর
অস্তযান, যাই চল নগর ভিতরে । এত [illegible] বিনাইয়া, রাজ-
পুত্রে বুঝাইয়া, চারি জন চলে ধীরে ধীরে ।। প্রবেশিয়া নগ-
রেতে, দেখে যত চারিভিতে, ইষ্টক রচিত কত পুরী । জল-
কুম্ভ কক্ষে করি, করী কুম্ভ বক্ষে ধরি, কুতূহলে চলে যত নারী ।।
তদন্তরে চারি জনা, মনে করে বিবেচনা, উপনীত এক বিপ্র
দ্বারে । মন্ত্রীপুত্র বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সুলক্ষণ, ডাকে গৃহস্বামী
আছ ঘরে ।। এত শুনি দ্বিজবর, আইলেন সসত্বর, দেখিলেন
পথিক অতিথ । পথশ্রান্তে ক্লান্তমতি, দেখি দ্বিজ শীঘ্রগতি,
সমাদরে বসায় ত্বরিত ।। ডাকি নিজ ভৃত্যগণে, আজ্ঞা দিল
ততক্ষণে, করাইতে পদপ্রক্ষালন । শুনি বিপ্র দাসগণ, হয়ে
হরষিত মন, পদধৌত করিল তখন ।। পথশ্রান্তি দূরে গেল,
চারিবন্ধু যুড়াইল, তদন্তর করিল ভোজন । ভোজনান্তে আচ-
মন, পরে তাম্বূল ভক্ষণ, অবশেষে করিল শয়ন ।। নিদ্রা
আকর্ষণ হৈল, চারিবন্ধু ঘুমাইল, সুখে নিশি বঞ্চিল তথায় ।
নিশি হৈল অবসান, নিদ্রা হৈল সমাধান, পক্ষগণ আহ্লাদে
গায় ।। কোকিল কোকিলাগণ, কুহুস্বরে করে গান, দিবাকর
হইল উদয় । স্মরি হরি শতনাম, করিয়া বিপ্রে প্রণাম, চলি-
লেন আনন্দ হৃদয় ।। দ্বিজ শিব শিবদাস, শিব পদ সদা আশ,

অভিলাষ শিবের চরণ। তার আজ্ঞা দৃঢ় করি, অন্য চিন্তা পরিহরি, রচে দ্বিজ অন্নদাব্রাহ্মণ ॥

চারিবন্ধুর অরণ্যে গমন। 13

পয়ার। প্রাতঃকালে কুতূহলে চলে অশ্বে চড়ি। সদানন্দে নিরানন্দ অন্ধ হারা নড়ি॥ পরিহরি সে নগরি স্মরি হরিনাম। দীন ভনে নিজগুণে না হইবে বাম॥ অভিপ্রায় প্রেমময় প্রাণ নিবেদন। কামিনীর মনচোর কামিনীরঞ্জন॥ প্রেমময় দেহ শীঘ্র কামিনী সন্ধান। এত বলি চারিজন করিল প্রয়াণ॥ এই রূপে চারি জন যাইতে যাইতে। উপনীত হৈল এক দুর্গম বনেতে॥ তার মধ্যে এক পথ করি দরশন। পথ অনুসারে পরে করিল গমন॥ হেনকালে সেই পথে গিয়া কতক্ষণ। পথ হত হয়ে সবে ভীত হৈল মন॥ অন্ধকার ঘোরতর বৃক্ষের সমতা। সূর্য্যের কিরণ রুদ্ধে আচ্ছাদিত লতা॥ দেবতার গম্য নহে মনুষ্য কি ছার। শত শত সিংহ ব্যাঘ্র মহীষ গণ্ডার॥ ভল্লুক ভল্লুক কপী প্রবীণ হরিণ। মত্ত করীগণ আর রহে নিশি দিন॥ বহুমত শিবা কত সংখ্যা নাহি হয়। পিশাচ নিবাস তথা বৃক্ষে মক্কালয়॥ ক্ষণে ক্ষণে মত্তধ্বনি শব্দ কড়মড়। ক্ষণে ক্ষণে বহে বায়ু প্রলয়ের ঝড়॥ হস্তী হস্তী শুণ্ডে শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি। দন্তে ঝম্পে ভূমি কম্পে শব্দ কড়মড়ি॥ দেখি ভয়ে ভীত হয়ে বন্ধু চারিজন। কি করিব কিসে হব এ দায়ে মোচন॥ ভীত হয়ে চারিজন উঠে দাঁড়ালে। দেখিলেন দিবাকর চলে অস্তাচলে॥ নিবিড় তিমির আসি বনে প্রবেশিল। তমো আগমন তৎক্ষণ আসিল॥ মহাভয়ে চারিবন্ধু চিন্তে নারায়ণে। ভগবান কর ত্রাণ ভয় ভীত জনে॥ রাজপুত্র বলে শুন পাত্রেরকুমার। আমার বাক্যে অতঃপর কর অঙ্গীকার॥ প্রথম প্রহরে হও জাগরুক প্রহরী। তিন জন কিছু কাল নিদ্রা পরিহরি॥ যখন তোমার পালা সম্পূর্ণ হইবে। তদন্তর মম নিদ্রা ভঙ্গ করাবে।

হবে ॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র নিযুক্ত হইল। আর তিনজন রক্ষে ঘুমাতে লাগিল ॥ হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন। ভয়ঙ্কর সর্প এক দিল দরশন ॥ ফণীর মণির আলো হৈল বনময়। দেখিয়া পাত্রের পুত্র হইল বিস্ময় ॥ দূরেতে না হয়ে থাকা স্থবিত হইল। কিরূপ সর্পের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল ॥ অন্ত নাহি দৃষ্টি হয় মাথায় বেষ্টিত। দেখে ফণিমণি ফণা অতি সুশোভিত ॥ নাসার নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়। কাটি পশু পক্ষ ভক্ষে শব্দ কড়মড় ॥ পুর্ব্বের প্রহারে মূর্চ্ছা হয় হস্তীগণ। হস্তি সহ হস্তীগণ করয়ে ভক্ষণ ॥ হেনকালে উপনীত সেই রক্ষপাশে। চারি অশ্ব উদরস্থ হইল নিশ্বাসে ॥ হেনমতে ক্ষণকাল করিয়া ভ্রমণ। উদর পূরিয়া সর্প করিল গমন ॥ অন্তরেতে পাত্রপুত্র চিন্তে ভগবান। সর্পহাতে এ দায়েতে রক্ষা কর প্রাণ ॥ এই মতে নিজ পালা পূর্ণিত হইল। অঙ্গীকার মত রাজপুত্রেরে ডাকিল ॥ নিদ্রা হৈতে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল। নিজ প্রহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ॥ সর্প কথা না কহিল পাত্রের তনয়। কি জানি যদ্যপি সখা মনে পান ভয় ॥ অনন্তরে পাত্রসুত করিল শয়ন। প্রহরীর কর্ম্মেতে রহে রাজার নন্দন ॥ দাঞীহাট বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। অভিলাষ এই গ্রন্থ করিতে প্রকাশ ॥ শিবচন্দ্র রক্ষাকর শিবের ঘরণী। এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুনগো জননী। রচিবারে শিব আজ্ঞা হইল যেমন। সেই মত রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

দৈত্য স্ত্রী সহ কথোপকথনে রাজপুত্রের উপদেশ প্রাপ্ত।

লঘু-ত্রিপদী। অন্ধকার নিশি, অপ্রকাশ শশী, ভাবে বসি রাজসুত। করিয়া কেমন, হইব মোচন, অঘটন শত শত ॥ নিজ রাজ্য ত্যজি, ভার্য্যা লোভে মজি, বুঝি শেষে যায় প্রাণ। যাহার কারণ, এত অঘটন, না হৈল তার সন্ধান ॥ ভাবিতে ভাবিতে, হেনকালে আচম্বিতে, মনুষ্যের প্রায় ধ্বনি। হেন জান

য়, পৌঁছে কথা কয়, মনে ভয় হয় শুনি।। কেহ জিজ্ঞাসিলে, এ বনে কে আছে, কহ দেখি বিশেষিয়া। শুনি আর দল, কহিছে তখন, অন্য জনেরে হাসিয়া।। এই বৃক্ষোপরে, আছে চারি নরে, রাত্রি করে জাগরণ। শুন অতঃপর, কহি বিস্তার, আর যত বিবরণ। শুন আদ্য মূল, এই রাজপুত্র, দেখে এক সুবদনী। তার অন্বেষণে, যায় চারিজনে, মনে জ্ঞান অনুমানি।। মিথ্যা আশা তৃষ্ণা, বৃথা তার চেষ্টা, অদৃষ্ট অগম্য স্থান। দৈত্যে যাওয়া তার, মানব কি ছার, না পাবে তার সন্ধান।। শুনি দৈত্য শিরা, বিনয় করিয়া, পুনি দৈত্যেরে কয়। কোথায় বসতি, কাহার যুবতী, কত রূপবতী হয়। দেব কি দানব, রাক্ষস মানব, কি বৈভব কারসুতা। শুনি দৈত্য কয়, কথা গোপ্য নয়, তথাচ শুন সে কথা।। পেয়ে নিমন্ত্রণ, গেলেম যখন, প্রমত্ত দৈত্য ভবন। হেরি বড় শোভা, নিশি যেন দিবা, শোভা মণির কিরণ।। আইল লক্ষ লক্ষ, নানা যত যক্ষ, আর যত অভক্ষ্য প্রাণী। কেহ বা কুঠাম, রূপ অনুপম, নাম ধাম নাহি জানি।। রাক্ষস পিশাচ, দেখি হয় ত্রাস, হীন বাস কত শত। আইল ভূত সব, সঙ্গে নিয়া শব, শবমুণ্ড হস্তগত।। কেহ বা উলঙ্গ, কার নানা ভঙ্গ, দোর্দণ্ড ভয়ঙ্কর। ভূমি কম্পমান, করে আস্ফালন, উড়ে প্রাণ লাগে ডর।। কোন জন কম্পে, করি ঝম্পে লম্ফে, ভূমি কম্পে পদভরে। শব্দ ধুপ ধাপ, ঘন ধুপ দাপ, দেয় লম্ফ বৃক্ষোপরে।। করে ছুটাছুটি, শব্দ চটাচটি, হয় মাটি কম্পমান। ডাকিনী যোগিনী, আর পিশাচিনী, ভৈরবিনীগণ গায়। চৌদিগে ভৈরব, করে মহারব, পড় হীন সব অঙ্গ। ভূত কুষ্মাণ্ড ভাল, প্রলয়ের কাল, হতে নাহি জান ভঙ্গ।। কেহ [illegible] খেলে, চক্ষে অগ্নি জ্বলে, কেলে তুলে শব মাথা।। কেহ [illegible] কিম্ভূত, কেহ বা কুব্জ, নর শির গলে গাঁথা।। [illegible]

হেন শত শত, সংখ্যা মত অগণন্। কেবা কোন জাতি, কো- থায় বসতি, কেবা জানে বিবরণ॥ তবে ভূত ভুপ, ধরি নিজ রূপ, সভা অগ্রে উপনীত। হেনই সময়, চরাচরময়, দেখি আইল এক দূত॥ নিবেদিল যত, অশ্রুত অদ্ভুত, কত কব সব কথা। পরে নিবেদন, করিল সে জন, অপূর্ব্ব এক বারতা॥ হিমালয় পাশে, অগম্য সে দেশে, বৈসে এক মহারাজা। ধন ধান্য যুত, রাজ্য অপ্রমিত, বহু শত শুভ প্রজা॥ আছে এক কন্যা, রূপে মহী ধন্যা, অন্যে অতুলনা তার। বিদ্যুৎ বরণী, স্থির সৌদামিনী, রূপ জিনি নিরুপার॥ কাদম্বিনী জিনি, ঘুতিমির বেণী, ফণী মণি শোভা করে। চাঁচর চিকুর, অতি চমৎকার, বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর॥ দেখি রাজবালা, চপলা চঞ্চলা, অচলা হইল গিরি। তার হৃদিমাঝে, আসিয়া বিরাজে, সাজে কুচ রূপ ধরি॥ দেখি চন্দ্রানন, চন্দ্র দুঃখী মন, গমন গগণোপরে। হেরিয়া বদন, করিছে রোদন, ভাসিছে নয়ন নীরে॥ নেত্রযুগ মীন, হেরিয়া হরিণ, লাজে দৌহে গেল বন। তাহার ভ্রূযুক্ত, দেখিয়া মন্মথ, নিন্দে নিজ শরাসন॥ অতি মনোলোভা, দন্ত শুভ্র শোভা, কুন্দ পুষ্প গেল বন। নব পল্লবের, রেখা সুবিস্তার, তার মধ্যে সুশোভন॥ জিনিয়া ভাস্কর, সিন্দূর বিন্দুর, মনোলোভা শোভা ভালে। কানেতে কুণ্ডল, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠহার দোলে॥ বাহুর গঠনে, ভয় পেয়ে মনে মৃণাল পশিল নীরে। সিংহ ব্যাঘ্র জিনি, ক্ষীণ মাজা খানি, তাহে শোভা চন্দ্রহারে॥ রম্ভাতরু জিনি, উরুদ্বয় বলনী, মরাল গামিনী ধনী। কোটি চন্দ্র আভা, তার নখ শোভা, মনোলোভা দেবে জিনি॥ জগতে উত্তমা, রম্ভা তিলোত্তমা, তার দাসী সম নয়। আর কি কহিব, কর অনু- ভব, বুঝ সব মহাশয়॥ আর এক জানি, শুন নৃপমণি, তার বিবাহের কথা। মর্ত্তেতে ভূপতি, দেব শচীপতি, শুনি রূপের বারতা ... শুভক্ষণে, কন্যার ভবনে, বরিতে কহিল

তারে ॥ যৌবনের ভার, তুচ্ছ জ্ঞান তার, না বরিল দেব বরে। দেখি দেবরাজ, পেয়ে বড় লাজ, বিনা ব্যাজে শাপ দিলে ॥ যে তোমা ইচ্ছিবে, তখনি মরিবে, যৌবন হবে বিফল ॥ শুনি রাজবালা, হইয়া ব্যাকুলা, চঞ্চলা হইলা মনে। করেতে কুকায়, ক্ষম দেবরাজ, দয়া কর নিজ গুণে ॥ বিনয় শুনিয়া, ইন্দ্র বশ হৈয়া, কহিলেন পুনর্ব্বার। শুন কহি আমি, নরলোকে স্বামী, নিশ্চয় হবে তোমার ॥ পুনঃ ধনী কয়, কহ মহাশয়, কেবা হবে মোর পতি। কেমনে এমন, হইবে ঘটন, কিসে যাবে এ দুর্গতি ॥ অচিন্ত্য নামেতে, বিখ্যাত জগতে, তথা রাজা চন্দ্রসেন। তাহার নন্দন, গুণে গুণবান, রূপেতে মদন যেন ॥ মৃগয়া কারণ, আসিবে কানন, তুমি দিবে দরশন। ধরিতে আসিবে, অন্তর্দ্ধান হবে, তবে করিবে সন্ধান ॥ কিছু দিন পরে, পাইবে তাহারে, হইবে সুখে বিবাহ। যাবে সব দুঃখ, পাবে মনোসুখ, এ জ্বালা হবে নির্ব্বাহ ॥ এ কথা কহিয়া, অন্তর্দ্ধান হৈয়া, ইন্দ্র গেল স্বর্গপুর। এই সমাচার, শুন সুবিস্তার, ওহে দৈত্য নৃপবর ॥ শুনিয়া ভূপতি, সবিস্ময় মতি, সভা সহ বিচলিত। পরস্পর মনে, ভাবে সর্ব্ব জনে, সে কন্যা হয়ে বাঞ্ছিত ॥ রজনী প্রভাতে, আপন দেশেতে, চলিলেন সর্ব্বজন। কন্যার সম্বাদ, শুনিবারে সাধ, শুনিলেক বিবরণ ॥ এ কথা শুনিয়া, বিনয় করিয়া, দৈত্যপত্নী কহে পুনঃ। কহ প্রাণনাথ, দিয়া কোন পথ, যাবে এরা চারিজন ॥ কিসে দেখা হবে, কে বল মিলাবে, ঘটাবে হেন ঘটনা। শুনি দৈত্য কহে, শুন প্রিয়ে ওহে, মাহি নর হেন জনা ॥ তবে এক জানি, শুন সুবদনী, কন্যার সন্ধান কথা। কান্যকুব্জ নাম, দেশ অনুপাম, সংবাদ পাইবে তথা ॥ সকলে প্রকাশ, সে দেশে নিবাস, করে এক সদাগর। আছে এক সুতা, সর্ব্ব গুণ যুতা, অতুলা তুলনা তার ॥ সাধুর কুমারী, পোষে এক সারী, কি কব তাহার গুণ। যাহা জিজ্ঞাসিবে, সকল কহিবে, সর্ব্ব

শেষ বিবরণ ॥ যদি সেই নারী, অনুগ্রহ করি, দেয় শারী এই বরে। সকল মঙ্গল, হইবে সফল, পাইলে বাসনা পুরে ॥ কহিতে কহিতে, দেখে আচম্বিতে, নিশি হৈল অবসান। বলি সবিশেষ, পিঞ্জর প্রবেশ, হৈল দোঁহে অন্তর্দ্ধান ॥ রাজার নন্দন, আনন্দিত মন, শুনি সব বিবরণ। আনন্দিত মনে, ত্রিপদী রচনে, রচে রাজনারায়ণ ॥

চারি বন্ধুর অরণ্য হইতে গমন।

পয়ার। হইল ভানুর দীপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। বৃক্ষ হৈতে আনন্দেতে নামিল সত্বর ॥ সেই পথে কাননেতে করিল প্রবেশ। সে পন্থায় পুনরায় মালাকুঞ্জ দেশ ॥ কন্যার প্রসঙ্গে রঙ্গে চলে চারিজন। ভাবে ভোর হয়ে প্রেম আলাপন ॥ কুতূহলে সবে চলে আনন্দ অন্তর। কতদূরে গিয়া এক দেখিল নগর ॥ প্রাচীরেতে চারিভিতে আছয়ে বেষ্টিত। মনোহর চারি দ্বার তাহাতে শোভিত ॥ দ্বারি কত শত শত আছে দ্বারে দ্বারে। পুষ্পবন তরুগণ নগর ভিতরে ॥ দেখিয়া দ্বারের শোভা হরষিত মন। তদন্তরে নগরে প্রবেশে চারিজন ॥ সুশোভন পুষ্পবন মন উচাটন। সংখ্যা মত পুষ্প যত না হয় বর্ণন ॥ মল্লিকা মালতি যূথী অতি মনোহর। অশোক কিংশুক বক প্রফুল্ল টগর ॥ কুন্দ সে আনন্দদায়ী গন্ধ মনোরম। শ্বেত রক্ত জবা মনোলোভা অনুপম ॥ চম্পক তিলক বক বাকস বকুল। যার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল ॥ প্রফুল্ল মাধবী আর কেতকী সুন্দর। মুচকুন্দে গন্ধ আমোদিত মধুকর ॥ চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি দেখি মণি দোলে। কাঞ্চন অর্জ্জুন ঘন ঘন বৃক্ষ দোলে ॥ করবী কেশর প্রফুল্ল তুল্য দিব কিবা। কোকনদ গন্ধামোদ করে অতি শোভা ॥ সেফালিকা সেঁউতী মল্লিকা শ্বেত বক। করে বন সুশোভন শ্বেত সুচম্পক ॥ কদম্ব কুসুম, মনোরম এ জগতে। অনুপমা নাহি সীমা বাঞ্ছা

র্ষিতে॥ তমাল হিন্তাল তাল তাল সুশোভন। আম্র সুপারি সাল তাল অসংখ্য বর্ণন॥ পক্ষগণ অনুক্ষণ করয়ে ভ্রমণ। চক্রবাক চক্রবাকী বক বকীগণ॥ ইহল সুধী দেখি শুক্ল নির্ম্মল জল॥ নানা বর্ণে স্থানে স্থানে প্রফুল্ল কমল॥ মুহুর্ম্মুহু কুহু কুহু ডাকে পীকগণ। মন্দ মন্দ পুষ্প গন্ধ বহে সমীরণ॥ বারমাস নিবাস তথায় রতিপতি। কান্ত সঙ্গে মন রঙ্গে সুখে করে রতি॥ সতত বসন্ত রতিকান্ত সঙ্গে করি। মদন রক্ষিত বন কোকিল প্রহরী॥ দেখি চারি জন মন নন্দনে মোহিত। কিবা সরোবর মনোহর সুশোভিত॥ কুতুহলে রাজপুত্র ফুল তুলি নিল। মনোসুখে কৌতুকে আঘ্রাণ নাকে নিল॥ সেই ছলে ফুল তুলি লইল আঘ্রাণ। ক্রোধ মনে মদন হানিল ফুল বাণ॥ অনঙ্গে জারিল অঙ্গ হইল দলিত। কি হইল কি ঘটিল হিতে বিপরীত॥ ওহে সখা একি লেখা মন উচাটন। সখা বলে গেলে জলে জুড়াবে এখন॥ এতবলি গেল চলি সরোবর তীরে। ভাবি মনে ততক্ষণে প্রবেশিল নীরে॥ পঞ্চ বাণে যার প্রাণে হানে ফুলধনু। গেলে জলে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে পুনঃ পুনঃ॥ হরি হরি মরি মরি কি করি উপায়। মদনানল নিলে জল কভু না নিভায়॥ দুঃখী জন সুখী নন বিধাতা বৈমুখ। ঘরে পরে অন্তরে সদাই বাড়ে দুঃখ॥ দেব নরে সুরাসুরে সমুদ্র মন্থিল। করি বস্ত্র সুধা রত্ন অনেক উঠিল॥ পারিজাত ঐরাবত নিল পুরন্দর। সর্ব্ব ব্যাপ্ত লক্ষ্মী প্রাপ্ত হৈলা দামোদর॥ সুধাপানে ক্ষুধা হীন হৈল দেবগণ। শুনি হর পুনর্ব্বার করিল মন্থন॥ বিধি বশে ভাগ্য দোষে উঠে হলাহল। সুরাসুর দেব নর যায় রসাতল॥ বিষ ভয়ে স্থির হয়ে দেব নিশাকর। নিবারণ হেতু উঠে গগন উপর॥ যেমন যদি গেল বিধি জানিল অন্তরে। ভাবি মনে ততক্ষণে পাঠায় রাহুরে॥ শশধর দুঃখান্তর গেল শিব ভালে। গরল অনল তথা জ্বালায় অনলে॥ কর্ম্মফলে নানা ছলে মতিগতি।

...দি বিধি বাদী দুর্গতি সংপ্রতি ॥ এইরূপ ভুপসুত ...রূপ। মনাগুন দ্বিগুণ বলে বিগুণ বিধাতা ॥ হেনকালে এল একধনী। সখীসঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে অনঙ্গমোহি... ভব্য সব্য দিব্য কাব্যবিলাসিনী। সুপ্রকাশ্য আস্য ... বদনী ॥ সদা মন্দ মন্দ মন্দ গজেন্দ্র গামিনী। ...নি জিনি দীপ্ত নয়নে বাখানি ॥ অবিশ্রাম দেখি চাম ...য় ত্যজে। কলঙ্ক মৃগাঙ্ক হীন সে মুখ সরোজে ॥ ...দ গন্ধ মকরন্দ জ্ঞান করে। সদানন্দ করে দ্বন্দ চ... ভ্রমরে ॥ কাদম্বিনী বেণী ফণী অঙ্গে মণিময়। সুধা ... ভাষা আসা তিলফুল প্রায় ॥ মনোহর ওষ্ঠাধর রক্ত ...শোভা। মুক্তাহারে শোভা করে স্তন মনোলোভা ॥ ...হেম অম্বুপান সম নাহি তার। পীনগিরি দাড়িম্ব কদম্ব ... হার ॥ কেশরী জিনি কাঙ্গালি অলি মধ্যদেশ। বর্ণ ... হৈল নষ্ট দেখি সে সুবেশ ॥ অম্বু সরোবর নাভি ... অম্বুজ। মৃণাল সদৃশ তার জন্মিল দ্বিভুজ ॥ দেখি ... কোটি কোটি কাম ঝুরে মরে। যত চলে তত হেলে ... ভার তরে ॥ রম্ভাতরু উরুর উপমা সম নয়। করী শুণ্ড ... দৃষ্টান্ত কেহ কেহ কয় ॥ পদে পদে পদের বর্ণনা কত ... ভাবিলে ভাবক জনে মনে উঠে ভাব ॥ সুগঠন আভ... অঙ্গের ভুষণ। রহে দুঃখ নিজে মূর্খ না হয় বর্ণন ॥ চুল খো... স্বর্ণঝাঁপা জরির জোলে। মুক্তাযুক্ত নক্ত কুণ্ডল ... দোলে ॥ মুক্তাহার আনিবার শোভিত গলায়। নলক ঝ... আলো মুখ শোভা পায় ॥ হস্তেতে কঙ্কণ ঘন শব্দ সে বিপু... সে রবে নিরবে পীক ভেবেহ কালো ॥ অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গু... প্রস্তরে শোভিত। চন্দ্র আনি অন্ধকার যামিনী ভ্রামিত... ঝাঁট আঁটি কিঙ্কিনীর ধ্বনি মনোহর। নানা শব্দে পদে তা... বাজাবে নুপুর ॥ হাব ভাব কটাক্ষ প্রত্যক্ষ পঞ্চবা... দেখি সে বর্ণ লাবণ্য নাহি বাঁচে প্রাণ ॥ দেখি রূপ রূপকু...

শোকে মনে দীপ্ত হুতাশন। গেলে জলে দ্বিগুণ জ্বলে না হ জ্বালা নিবারণ॥ এত বলি দুঃখে জ্বলি চলে সাধু নিকেতন মনোহর দেখি পুর সুন্দর সুগঠন॥ কাব্যরসে কন্যা আছে পুরে প্রবেশে তখন। তদন্তরে সদাগরে করে আত্ম নিবেদন শুন কন্যা রূপ ধন্যা অন্যে তার অতুলন। তার আশে মনে শোকে এই দেশে আগমন॥ অপরূপ দেখি রূপ রসকূপ সুগ ঠন। সদাগর সুধাকর করি তার দরশন॥ দিবা বারি ঝারি পুরি আনি দিল ভৃত্যগণ। ততক্ষণে চারি জনে করি পা প্রক্ষালন॥ নানা ফল নারিকেল জলপান আয়োজন। বন্ধু গণ হৃষ্ট মন তাহা করিল ভক্ষণ॥ জলপান করি পান খায় পায় হৃষ্টমন। পথশ্রান্ত ছিল ক্লান্ত তাহা হইল নিবারণ। কাব্যরস রসাভাস নানা কাব্য আলাপন। তদন্তর সদাগর কৈল বাসা নিরূপণ॥ নানা ভক্ষ বর্ণ সংখ্য দিল করিতে রন্ধন তদন্তর সুধাকর রান্ধে বিপ্রের নন্দন॥ বহুদ্রব্য হব্য গব্যাদে করিল ভোজন। তাম্বূল ভোজন কৈল করি সবে আচমন। তদন্তরে হইল পরে রজনীর আগমন। দিল শয্যা করি সজ্জা সুখে করিল শয়ন॥ বিধুমুখী মনে দুঃখী নিরখি পাত্র নন্দন নিজ ঘরে গিয়া কহে সে সকল বিবরণ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র ম গুণধাম অতুলন। দাঁঞীহাটী বাস আশ ভাষা করিতে রচন ভাষা রচিলে সকলে হয় লজ্জা অনুক্ষণ। এ কারণে তদাদেশে রচে রাজনারায়ণ॥

অথ কন্যার বিরহ খেদোক্তি বর্ণনা।

লঘু-ত্রিপদী। এথা চন্দ্রমুখী, পাত্র পুত্রে দেখি, পীড়িত মন্মথ বাণে। করে হায় হায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণে শো শরাসনে॥ বিরহ অনল, হইল প্রবল, ক্ষীণ বলে অঙ্গ কাঁপে বাণাঘাতে পঙ্ক, শরীর রোমাঞ্চ, দশনে দশন চাপে॥ ক্ষণে সখী সখী করে ধরি, খেদ করি কেন্দে কয়। অন্তরে অন

হইল প্রবল, এ অনল কিসে যায়। মরি মনোদুঃখে, সে দুঃখ
কে দেখে, কত আর প্রাণে সয়। পিতা নিদারুণ, করিল কি
গুণ, তাহে কি যৌবন রয়॥ হৃদয় মাঝারে, নব পয়োধরে,
তার দুঃখে ফাটে বুক। মরিয়া মানিস, রাখি সে আশিস
অবশ মনের দুঃখ॥ কাল গেল বয়ে, বৃদ্ধকালে বিয়ে, দেখে
বুকি বাপ যায়। হবে বলি সুখ, কত পাব দুঃখ, কেমনে যৌ-
বন রয়॥ ক্ষুধা বয়ে গেলে, সুধা খেতে দিলে, বিষ সম হয়
জ্ঞান। জল হীন কূপে, পতি হীন রূপে, নাহি কোন প্রয়ো-
জন॥ যে জ্বালা অন্তরে, প্রকাশিব কারে, মনোদুঃখ মনে
রাখি। বোবার স্বপন, চিন্তে মজে মন, তেমন হইয়া থাকি॥
এ নব যৌবন, কৃপণের ধন, তার করে কবে দিব। যার অঙ্গ
সঙ্গে, তরিব অনঙ্গে, তাপ প্রাণ যুড়াইব॥ বায়ু সম্বোধনে,
কহে ক্ষণে ক্ষণে, শুন বায়ু নিবেদন। হয়ে লোক প্রাণ, কেন
মোর প্রাণ, মিছে কর জ্বালাতন॥ চন্দ্রের কিরণ, করে জ্বালা-
তন, তাহে মোর আছে সুখ। সর্ব্ব স্থানে জলে, অন্য স্থানে
জ্বালে, জানিয়া জ্বালায় দুঃখ॥ চন্দনের রস, জ্বালায় অবশ,
করে তবু দুঃখী নই। বাস সর্প সনে, নিজ জ্বালা জানে, এই
হেতু তাহা সই॥ জ্বালায় মদন, অঙ্গ ঘসে ধন, নিজ জ্বালে
সদা জ্বলে। তার অঙ্গ তাপ, নিরবধি তাপ, ভস্ম হর কোপা-
নলে॥ শরীর ত্যজিব, প্রাণ তেয়াগিব, করিব গরল পান।
মোর জ্বালা পরে, কহিলে অপরে, পরে করে অপমান॥
বিধি দেয় যদি, পাব সেই নিধি, সুখনিধি হব পার। বিনে
সে কাণ্ডারী, কিসে তরী তরি, অনঙ্গ তরঙ্গ তার॥ বলিতে
বলিতে, অনঙ্গ বাণেতে, অনঙ্গ অনলে উদাস। মুখে নাহি
বাণী, স্তব্ধ হৈল ধনী, বহে সঘনে নিশ্বাস॥ হইয়া অধীরে,
পড়ে ধরাপরে, সখী ধরাধরি করি। বিধাতা বিগুণ, কাঁধা-
বাঁধে খুন, বাঁচাই কেমন করি॥ বঞ্চ নিশি শেষ, তত
বাড়ে ক্লেশ, দেখে পাষাণ বিদরে। বিরহ যাতনা, বুক ভেদি-

জন্য, ভাবিয়া নিজ অন্তরে ॥ শিবচন্দ্র দ্বিজ, শিব প
ভাবি অনুমতি দিল। তাঁর আজ্ঞা শুনে, রামনারায়ণে,
ছন্দে বিরচিল ॥

অথ সদাগর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

পয়ার। রজনী প্রভাত হৈল ভানুর উদয়। বন্ধু চারি
আসি সদাগরে কয়। কহ তোমা সবাকার কার কোন
শুনি কহে সর্ব্ব শাস্ত্রে সবাই নিপুণ ॥ রূপবান গুণবান
বিদ্যাবান। এর মধ্যে যারে ইচ্ছা কন্যা দেহ দান ॥ তবে
চারি জনে নিল সঙ্গে করে। উপনীত হৈল এক সরে
তীরে ॥ জলে ফুলে অলিকুলে বড় শোভা পায়। হংস
সুখে ভাসি তাহাতে খেলায় ॥ তার পূর্ব্বদিকে এক
উপবন। বিকশিত ফুল যত অতি সুশোভন ॥ সেই
পঞ্চজনে গেল ত্বরা করি। দেখে এক শিলাদেহ ভূ
উপরি ॥ দেখিতে সুন্দর অতি সজীব শরীর। উদ্যান মধ্যে
আছে অচল সুস্থির ॥ ক্ষণে ক্ষণে থাকিয়া করয়ে এই
যেন কর্ম্ম তেন ফল কার্য্য করে সব ॥ বুঝিতে না পারে
ইহার কারণ। নর সঙ্গে কভু তার নাহি আলাপন ॥
চমৎকার হৈল বন্ধু চারিজন। সদাগর ততক্ষণ জিজ্ঞা
কারণ ॥ কহ দেখি দেহ কেন ভূমের উপর। কি কারণ ঐ
মুখে নিরন্তর ॥ অধিক কি কব আর তোমা সবাকারে। ব
পারে সে জন যে কহিবে আমারে ॥ শুনি পাত্র পুত্র
শুন সদাগর। অপূর্ব্ব কথন এই কহিতে বিস্তর ॥

অথ প্রশ্ন উত্তর।

পয়ার। নাত্রী নামে এই দেশে ছিলেন রাজন। দো
প্রতাপে যেমন সনাতন ॥ মোহিনী নামেতে তার ছিল
রাণী। রূপে গুণে সতী ধন্যা ছিল সেই ধনী ॥ পতি প্রিয়
সংসোক্তা এ জগতে। বাহুল্য বিস্তর তার লাবণ্য বর্ণিতে

তার গর্ভে তিন পুত্র হইল রাজার। বড় মহা বলবন্ত বীর অবতার॥ পুত্রগণে উপযুক্ত দেখিয়া রাজন। পাণিগ্রহ কর্ম্মেতে করিল নিয়োজন॥ অর্থাৎ যখন রাজা শয়ন করিবে। পুত্রগণ অস্ত্র হাতে রক্ষক রহিবে॥ এক প্রহরের পর শয়ন করিব। একে একে রবে দ্বারে সুখে নিদ্রা যাব॥ প্রথমে প্রথমে চৌকী কৈলা সমর্পণ। দ্বিতীয় প্রহরে চৌকী মধ্যম নন্দন॥ অবশিষ্ট প্রহরেতে কনিষ্ঠের পালা। আজ্ঞামাত্র পুত্রগণ সম্মত হইলা॥ এই মতে কিছু দিন করিলা যাপন। একরাত্রে শুন এক দৈবের ঘটন॥ সুখে নিদ্রা যায় রায় ছোট পুত্র দ্বারে। হেন কালে এক সর্প প্রবেশিল ঘরে॥ সর্প দেখি রাজ পুত্র খড়্গ লয়ে করে। ধাইয়া চলল বধ করিতে অহীরে॥ দেখিয়া ভয়েতে ফণী ভীত হয়ে মন। গবাক্ষের দ্বার দিয়া কৈল পলায়ন॥ হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলা ভূপতি। পুত্র হাতে দেখি অসি হৈল ভীত মতি॥ ভীত হয়ে ভয় পেয়ে ভাবিয়া অন্তরে। অসি ধরি বুঝিলা বধিতে আইসে মোরে॥ নিদ্রা ভঙ্গ দেখি সেই রাজার তনয়। খড়্গ ফেলি গেল চলি পায়ে লজ্জা ভয়॥ তাহাতে অধিক মনে সন্দেহ হইল। শয্যা হৈতে গর্জ্জিয়া নৃপতি সাড়া দিল॥ শীঘ্র আসি উপনীত বাহির দেয়ানে। কোথায় জল্লাদ বলি ডাকয়ে সঘনে॥ কোতয়াল বাক্স চাল হৈল উপনীত। আইলা জল্লাদগণ মনে হয়ে ভীত॥ পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক পুরজন। হুজুরে হাজির আসি হৈল ততক্ষণ॥ সেনাপতিগণ আসি করিল তওয়াজ। রক্ষা কর মহারাজ গরিব নেওয়াজ॥ ঘূর্ণিত লোচন অঙ্গ কাঁপে থর থর॥ সঘনে দশন চাপে কাঁপে ওষ্ঠাধর॥ কোতয়ালে আজ্ঞা দিল যাহারে সত্বরে। ছোট পুত্রে ধরে আন আমার গোচরে॥ শৃঙ্খলে করিয়া বদ্ধি আবহ বাহিরে। না আনিলে খড়্গ সমর্পিব তোর শিরে॥ আজ্ঞা মাত্রে কোতয়াল যেন যমদূত। শীঘ্রগতি উপস্থিত যথা রাজসুত

অন্বেতে॥ সতী সাধ্বী পতিব্রতা থাক কোন নারী। এই মর্ত্ত্য রত্ন মৃত দেহ ধরি॥ শুনি ধনী আত্মস্বার্থ মনে মনে। জন্তুমক্তি জক্কগতি মণি অন্বেষণে॥ হৈতে নারী দৃষ্টি এক চিত্তে করে। দেখে শব ভাসি জলের উপরে॥ শৃগালের কথা সত্য জানিয়া সুন্দরী। জলে কুতূহলে অতি ত্বরা করি॥ সাহসে নির্ভর কা করে ধরে। ত্বরান্বিত আনন্দেতে তুলে নদী তীরে॥ তার সঙ্গে বান্ধা অপূর্ব্ব বসন। তার মধ্যে পাইল মা ণিক্য রতন॥ পুনর্ব্বার নামি জলে করিলেক স্নান। ত্বরে ত্বরে ধনী আলয়ে পয়াণ॥ হেনকালে বৃদ্ধ স কার্য্যান্তরে। নদী তীরে যাইতে দেখে পুত্রের বধূ শ্বশুরে দেখিয়া ধনী লজ্জিতা হইলা। বসনে বদন অন্য পথে গেলা॥ দেখি বৃদ্ধ সদাগর সচিন্তিত মন। কারণে কেন স্থানে বধূ আগমন॥ মনে মনে ভাবে ভ্রষ্টা এই নারী। উপপতি সঙ্গে বুঝি নিজ কার্য্য স তার পরে জলে করে গাত্রের মার্জ্জনা। পতির নি বারে ত্বরিত গমনা॥ কুলটা এ নষ্টা নারী দুষ্টা বুদ্ধ বিসর্জ্জন ইহার উচিত দণ্ড হয়॥ এত চিন্তি সদাগর পার গেল। অমনি যামিনী শুভ প্রভাতা হইল॥ প্রাত গেল পুত্র পিতা প্রণমিতে। পুত্র মুখ সদাগর না ক্রোধেতে॥ দেখিয়া পিতার ভাব জিজ্ঞাসে কারণ। প্রতি কেন ক্রোধ কহ বিবরণ॥ শুনিয়া সক্রোধ ভাবে সদাগর। যে আজ্ঞা করিব তাহে করহ স্বীকার॥ বলে তব আজ্ঞা স্বীকার আমার। তব আজ্ঞা অবজ্ঞা নাহি পার॥ আজ্ঞা দিলে নিজ মুণ্ড কাটিবারে অতএব কোন আজ্ঞা কহ কৃপা করি॥ শুনি সদাগর শুনহ বচন। তোমার ভার্য্যারে বনে দেহ বিসর্জ্জন কহিব জানি সব সবিশেষ। সম্প্রতি অগ্রেতে

দেহ বনবাস ॥ শুনিয়া ভাসিল পুত্র বিচ্ছেদ সাগরে। লজ্জা ভয়ে বিসর্জ্জনে রথ সজ্জা করে ॥ হেঁটমুখে মনোদুঃখে ভার্য্যা প্রতি কয়। এক্ষণে বারেক তুমি চল পিত্রালয়॥ বিলম্ব না সহে কর রথে আরোহণ। বুঝিল রমণী সব রাজ্যের কারণ॥ রথে চড়ে মন ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস। এত দিনে বিধাতা পাঠায় বনবাস॥ শিবা আজ্ঞা মতে হৈল অরণ্য গমন। শিবচন্দ্র আজ্ঞায় এ পুস্তক রচন॥

অথ সদাগরের পুত্রবধূর বিলাপ।

চতুষ্পদী। করি রথ আরোহণে, ভাবে ধনী মনে মনে, এত দিনে যাই বনে, বিধি মোরে হইল বিগুণ। আনন্দেতে নিরানন্দ, মন্দ ভাবে ভাবি সন্ধ, বিধাতার এ নির্ব্বন্ধ, কে করে খণ্ডন॥ পতি মোর ভাল বাসে, সেই দেয় বনবাসে, দাঁড়াইব কার পাশে, ধন আশে হারাইলাম ধন। নয়নের মণি ত্যাগি, কণীর মণির লাগি, দোষী কলঙ্কের ভাগী, অভাগীর অদৃষ্ট কেমন॥ মিছা ধন দিয়া বিধি, পুনঃ তায় হয়ে বাদী, হরে নিজ গুণনিধি, নিরবধি মন উচাটন। একি দেখি সৃষ্টি ছাড়া, মূল অদৃষ্টের গোড়া, নারীর কপাল পোড়া, কপালের কপালে আগুন॥ কি কব মনের দুঃখ, দুঃখের উপরে দুঃখ, সে দুঃখে বিদরে বুক, পতি দেয় সতী বনবাসে। সবে মেনে এই কয়, অর্থে অর্থ লাভ হয়, আমো বিপরীত হয়, লোকে ধন নিজ ধন নাশে॥ কি করি কি করি স্মরি, প্রাণ যায় মরি মরি, কিসে বা সঙ্কটে তরি, নিলে অরি ভাবি মোহে বন্ধ। পতি নয়নের তারা, যদি তারাকর হারা, তবে তারাবিনে তারা, তারা হীন তারা হবে অন্ধ॥ পূর্ব্বে কি করেছি পাপ, নহে কারে দিল শাপ, একারণ মনস্তাপ, তাপ প্রাণে সদাই সন্তাপ। যদ্যপি গরল পাই, তবে কিছু নাহি চাই, ভক্ষণ করিয়া খাই, বিষেতে বুঝাই বিষতাপ॥ রাজ্যের

...কের মূল, সৃজিল এরূপ নারীর কুল, হয়ে বড় স্থূলে ভুল, বিশি হস্ত বিধি বধে প্রাণ। পর ঘরে ঘর করে, পরের মরণে মরে, তার পরে সেই পরে, জন্ম ধরে করে অপমান॥ অবলা কুলের বালা, দুর্ব্বলা অতি রসলা, নাহি জানে কোন জ্বালা, পর দুঃখে নিজ অঙ্গ দহে। একের অন্তরে থাকে, অন্য জন দহে দুঃখে, মিছে মরি মনোসুখে, পোড়া নুড়া দুঃখের কপালে॥ সদা অঙ্গ দুঃখে ভরা, শিরে কলঙ্ক পশরা, সে ভারে সদা অধরা, তাহে আর পুরুষ পাষাণ। দুর্ম্মতি ভুজঙ্গের প্রায়, ছল সন্ধানে বেড়ায়, কিছু যদি ছল পায়, সেই দায়ে ছলে বধে প্রাণ॥ কান্দিলে কি হবে আর, অদৃষ্টের ফের কার, শিবচন্দ্র জানি সার, বলে ধনী স্থির কর মন। শ্রী শিব আজ্ঞা মত, পুস্তক সুপ্রকাশিত, সুললিত বিরচিত, কহে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

অথ ভার্য্যা সহ সদাগরের পুত্রের বনে আগমন।

পয়ার। চিন্তায় চিন্তিত মন চিন্তিতে চিন্তিতে। উপনীত হৈল এক দুর্গম বনেতে॥ ভার্য্যা সহ নামি তথা সাধুর তনয়। গৃহে যাইতে সারথিরে দিলেন বিদায়॥ নারী সহ সাধুসুত বৃক্ষতলে বসি। কান্দিতে লাগিল দোঁহে দুঃখনীরে ভাসি॥ উভয়ে বিলাপ যত কহিতে বিস্তার। পতি বিনে সতী দুঃখ বুঝ সরো ... ব॥ চক্ষের জলেতে অঙ্গে ভিজিল বসন। হেনকালে হৈল আসি নিশি আগমন॥ দুঃখানল ক্ষুধানল হইল প্রবল। হেন স্থল নাহি তথা পান করে জল॥ দৈবযোগে সাধুসুত নিদ্রা আকর্ষিল। নারী উরে শির দিয়া নিদ্রিত হইল॥

অথ অরণ্যে সাধুবধূর মাণিক প্রাপ্ত।

পয়ার। যুবতী ভাবয়ে বসি নিদ্রা গেল পতি। হেনকালে শুন এক দৈবাধীন গতি॥ কাক এক বৃক্ষে বসি উচ্চৈঃ-

রে কয়। সতী সাধ্বী পতিব্রতা যে হও নিশ্চয় ॥ এই বৃক্ষ কাটরেতে ছিল এক ফণী। সম্প্রতি মরেছে তার শিরে আছে মণি ॥ শীঘ্র লহ ফণী শির মণি লয় মন। শুনি সুবদনী ধনী করয়ে চিন্তন ॥ মর্ত্ত মণি লোভে কষ্ট হৈল বনবাস। নেছে মাণিক মিলে একি সর্ব্বনাশ ॥ যা হবার তাই হবে দৃষ্টে আমার। ফণী মণি লইতে সুযুক্তি কৈল সার ॥ এত ভাবি পাতি শির ভূমিপরে রাখি। সর্প হৈতে মাণিক লইল সুমুখী ॥ যেই ক্ষণে ফণী মণি রমণী লইল। দেব দেহ রি কাক বিমানে চলিল ॥ দেখিয়া রমণী অতি আশ্চর্য্যিতা ইল। যোড় করে স্তুতি করি হেতু জিজ্ঞাসিল ॥

অথ কাক সর্প বিবরণ।

পয়ার। দেব দেহ ধরি কাক কহিছে তখন। শুনহ সুন্দরী মোর পূর্ব্ব বিবরণ ॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি গন্ধর্ব্ব কুমার। ইলামৃত নাম খ্যাত আছিল আমার ॥ সতত আছিল মোর কুকর্ম্মেতে মন। এক দিন দৈবাধীন শুন বিবরণ ॥ অরণ্য মধ্যেতে গিয়া মৃগয়া করিতে। দৈবে উপনীত এক মুনি আশ্রমেতে ॥ বিপ্রের সহিত মোর না হইল দেখা। দেখিলাম মুনি পত্নী গৃহে আছে একা ॥ বিনা দীপে কুটির তিমির হীন আলো। দেখিয়া আশ্চর্য্য মোর চমৎকার হৈল গৃহ মধ্যে প্রবেশিল জানিতে কারণ। দৃষ্ট হৈল সাই আলো মণির কিরণ ॥ আশ্চার্য্য হইল দেখি মণির মাধুরি। বলাৎকারে মণি লইলাম আমি হরি ॥ ক্রোধ করি মুনি পত্নী দিল মোরে শাপ। হউক তাপ পাপ হেতু [illegible] পাপ ॥ শাপ শুনে মনে মনে হয়ে অতি ভীত। [illegible] ব্রাহ্মণীর হই পদাশ্রিত ॥ কুকর্ম্ম অধর্ম্ম করি [illegible] অধমের অপরাধ ক্ষমগো জননী ॥ এত শুনি ব্রাহ্মণীর [illegible] উপজিল। উপদেশ কথা শেষ আমারে কহিল ॥ [illegible]

মোর বাক্য না হবে খণ্ডন। মণি সহ ফণী জন্ম করহ গ্রহণ।। হবে জন্ম এ অবস্থা স্মরণ থাকিবে। নিত্য নিজ দেহ ত্যাগ করিতে পারিবে।। নিত্য নিত্য কাক দেহ করিয়া ধারণ। বন মধ্যে সাধ্বী নারী করি অন্বেষণ।। সতী সাধ্বী পতি-ব্রতা যে নারী হইবে। তারে মণি দিলে শাপ মোচন হইবে।। এত শুনি হইলাম আনন্দিত মন। সর্প দেহ তৎক্ষণ করিয়া ধারণ।। অরণ্য মধ্যেতে ভ্রমি সতী অন্বেষণে। অদ্য শাপ বিমোচন তব দরশনে।। শুন ওহে সুবদনী পূর্ব্বের কারণ। পতি পাশে মনোল্লাসে করহ গমন।। এত বলি অন্তরীক্ষে গমন করিল। পতির নিকটে তবে রমণী চলিল।।

অথ ভার্য্যা প্রতি পতির ক্রোধ।

পয়ার। এথায় সাধুর পুত্র হয়ে নিদ্রা ভঙ্গ। অঙ্গ কাঁপে থর থর হইয়া আতঙ্ক।। না জানি রমণী মোর কোথা চলি গেল। কি জানিবা সিংহ ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইল।। ভীত মনে সাধুসুত ভাবিতে ভাবিতে। দেখিলে রমণী আইল আনন্দ মনেতে।। সক্ষ হয়ে সাধুসুত ভাবে মনে মনে। এই জন্যে পিতা এরে পাঠাইল বনে।। পতি ছাড়ি উপপতি করেছে নিশ্চয়। অন্ধকারে বনে গেল না হইল ভয়।। এই বনে উপপতি নিশ্চয় এসেছে। মন আছে এ কারণ গেল তার কাছে হাস্যরসে মনাবেশে নিজ কার্য্য সারি। হাস্যমুখে মনোসুখে আসিছে এ নারী।। বনবাসে রাখি গেলে উপপতি লবে। তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।। উচিত বিহিত শাস্তি বাধি এর প্রাণ। আমি একা নিজ দেশে করিব পয়ান।। এই মত সাধুসুত ভাবিতে ভাবিতে। উপনীত হৈল ধনী মন আনন্দেতে।। ক্রোধ ভরে সাধু তারে করিল জিজ্ঞাসা। আমারে ছাড়িয়া গেলি করি কার আশা।। যদ্যপি অগ্রেতে মোরে কহ সত্য ভাষা। নতুবা কাটিবে তোর ছিন্ন কর্ণ নাসা।।

হেন নিদারুণ বাক্য শুনিয়া সহসা। ভাবে ধনী না
জানি কি ঘটিল দুর্দ্দশা॥ মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে পতি
প্রতি কয়। আদ্য অন্ত বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥ যার জন্য অ
রণ্যে পাঠায় তব পিতা। প্রণিধান করি প্রাণ শুন সেই
কথা॥ এত বলি পূর্ব্ব কথা কহে বিস্তারিত। যে প্রকার মণি
জন্য হিতে বিপরীত॥ দৈব দোষে ভাগ্যবশে হৈল বনবাস।
বনে আসি দুঃখে ভাসি হইয়া উদাস॥ নিদ্রাগেলে প্রাণবলে
তুলিয়া অন্তরে। কাক বাক্যে মণি লয়ে অরণ্য ভিতরে॥
একবলি দিল সপ্ত মাণিক্য রতন। যাহা ইচ্ছা ইচ্ছাময় করহ
এখন॥ দেখিয়া মণির শোভা সাধুর নন্দন। আনন্দে হইয়া
মগ্ন কল্পো মনেমন॥ মুখচুম্বি কোলে লয়ে ভার্য্যা প্রতি বলে।
হায় হায় ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলে॥ রতন রতনে বিনে
আনো নাহি মিলে। কহ প্রাণ পূর্ব্বে ইহা কেন না কহিলে॥
শুনি ধনী দুঃখ মনে লাগিল কহিতে। মণি লয়ে যাহ তুমি
পিতৃ আলয়েতে॥ কেন আর পুনর্ব্বার আমার প্রয়াশ।
তব পিতা আমারে দিলেন বনবাস॥ সাধুসুত বলে প্রাণ এ
কেমন কথা। তোমা বিনে ত্রিভুবনে দাঁড়াইব কোথা॥
তুমি মোর ধন মন তুমিই জীবন। নারিব ছাড়িতে তোমা না
হলে মরণ॥ তব মুখপদ্ম তাহে আমি মধুকর। কেমনে
বাঁচিব প্রাণে হইলে অন্তর॥ তাহে তুমি মনোরমা ভার্য্যা
প্রিয়তমা। রূপে গুণে ত্রিভুবনে নাহি তব সমা॥ বেদ বিধি
বেদান্ত সকল শাস্ত্রে বলে। প্রিয়তমা সতী ভার্য্যা ভক্তি ভুক্তে
মিলে॥ এমন সাবিত্রী ভার্য্যা ছাড়িয়া কানন। বল দেখি
ওরে প্রাণ যাই কোন প্রাণে॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান পতি যদি
করে। সতী ভার্য্যা হৈতে তাহা নিশ্চয় নিস্তারে॥ [illegible]
হইলে কাল পতির মরণ। সাধ্বী নারী পারে তাহা করিতে
বারণ॥

সাবিত্রীর বিবরণ।

পয়ার। সতীর লক্ষণ তবে শুন গুণবতী। সত্যযুগে সাবিত্রী নামেতে ছিল সতী॥ তার পতি ধর্ম্মে মতি নাম সত্যবান। রূপে গুণে ত্রিভুবনে না দেখি সমান॥ এক দিন পতি সঙ্গে গেলেন কাননে। দৈবাধীন তার পতি মরে সেই স্থানে॥ সাবিত্রী দেখিল বনে হৈল হেন গতি। পতি কাছে রহে সতী অতি দুঃখ মতি॥ হেনকালে উপনীত যমদূতগণ। সতী ত্যজে পতি অঙ্গ না করে স্পর্শন॥ দূত যত হয়ে ভীত যমে নিবেদিল। বিনা ব্যাজে ধর্ম্মরাজ আপনি আইল॥ লয়ে তার পতি প্রাণ পিতৃপতি যায়। দেখি সতী দুঃখ মতি পিছে পিছে ধায়॥ দেখি ধর্ম্ম তার মর্ম্ম জানিতে পারিল। জিজ্ঞাসিল মোর পিছে কোথা যাও বল॥ শুনি সুবদনী ধনী থেকে কেন্দে কয়। পতি বিনা সতী জনে জীবন সংশয়। কেবল বর্ণের গুরু জানি দ্বিজগণ। সুর গুরু সুরাচার্য্য শাস্ত্রের লিখন॥ স্ত্রীলোকের গুরুপতি গতি অবলার। তাহার বিহনে প্রাণে মিথ্যা আশা আর॥ দ্বিজ ইষ্টদেব তুষ্ট পতির সেবনে। পতিভক্তি অবলার মুক্তির কারণে॥ রমণীর পতি গতি বিনা কেবা আছে। এ কারণে চিন্তি মনে যাই তব পাছে॥ স্তুতি নতি মিনতি যমের হইল দুঃখ। আমি কি করিব তোরে বিধাতা বৈমুখ॥ অন্য কোন থাকে ইচ্ছা চাহ মোর স্থান। যাহা চাবে তাহা পাবে বিনা পতি প্রাণ॥ শুনি সতী হৃষ্টমতি হইল আনন্দ। শ্বশুর শাশুড়ী আছে চিরদিন অন্ধ॥ এই বর দেহ চক্ষু পায় দুইজনে। যম বলে পাবে চক্ষু মোর বর দানে॥ পুনর্ব্বার যমরাজ করিল পয়াণ। তথাপি সাবিত্রী দেবী পিছে পিছে যান॥ কত দূরে গিয়া পরে ফিরিয়া চাহিল। পশ্চাৎ সাবিত্রী আইসে দেখিতে পাইল॥ জিজ্ঞাসিল বল কোথা যাও পুনর্ব্বার। শুনিয়া সাবিত্রী বলে শুন সারোদ্ধার। যে সব দেখিতে নিত্য অনিত্য সে সব। [illegible]

দন ত্রিভুবনে যতেক বৈভব॥ সুরাসুর দৈত্য নর অপ্সরাদিগণ। যুগান্তর শেষ সব হইবে পতন॥ কেবা কোন চিরজীবী মৃত্যুহীন নয়। বহু দিন রহে প্রাণ চিরজীবী কয়॥ কেবা কার পিতা মাতা কেবা কার পতি। আমার আমার বলে সকলে বিস্মৃতি॥ কেশ বেশ জীর্ণ হয় হস্তে ধরে নড়ী॥ তবু মন উচাটন উপার্জ্জিতে কড়ি॥ বন্ধুজন মনে মনে ক্ষণেক উদাস। গিয়া ঘরে করে পরে নানা পরিহাস॥ শ্মশানে কিঞ্চিৎ মনে জন্মযে উদাস। সে প্রকার হৈলে মতি ব্রহ্মেতে নিশ্বাস॥ অনায়াসে মোহ পাশে পায় দিয়া গতি। কুতূহলে যায় চলে দেখিয়া সম্পত্তি॥ যখন যে জন ব্রহ্মা করয়ে সৃজন। এই আজ্ঞা অবিজ্ঞা না কর নারায়ণ। ধন জন নাহি জানে কহিয়া সংহতি। মর্ত্ত্যলোকে মোহ শোকে সকল বিস্মৃতি॥ হীন জন্তু হয় মত্ত বিষয়েতে বদ্ধ। ভাবে নাকো বারেক দেখিতে ব্রহ্মানন্দ॥ অতএব এই ভাব আমার মনেতে। তব উপদেশে লীন হইল ব্রহ্মেতে॥ যম বলে সুধা তুল্য তোমার সুভাষা। পতি প্রাণ ছাড়ি কর অন্য বরে আশা॥ শুনিয়া সাবিত্রী পুনঃ করে নিবেদন। রাজ্যচ্যুত শ্বশুর আছয়ে চির দিন॥ হউক পূর্ব্ব প্রাপ্ত রাজ্য কহ সূর্য্যসুত। যম বলে যম কলে পাইবে নিশ্চিত॥ বর দিয়া হৃষ্ট হয়ে চলে পুনর্ব্বার। সাবিত্রী না ছাড়ে তবু পশ্চাৎ তাহার॥ কত দূরে গিয়া পরে যম ফিরে চায়। পূর্ব্বমত সাবিত্রীরে দেখিবারে পায়॥ জিজ্ঞাসিল কহ কেন পুনঃ আগমন। সাবিত্রী করিল বহু যমের স্তবন॥ হৃষ্টমন যম পুনঃ সাবিত্রীরে কয়। পতি প্রাণ বিনা যদি বরে ইচ্ছা হয়॥ চাহ বর সত্বর দিব [illegible] তোরে। শুনি স্তুতি প্রণতি করয়ে যোড়করে॥ নিবেদন [illegible] মান আমা প্রতি কর। শত সুত পিতৃজাত হইবে [illegible] যকে অর্থ মর্ম্ম ধর্ম্ম বুঝিতে নারিল। হইবে তথাস্তু [illegible] চলিল॥ সাবিত্রী বলিল কোথা যাও মতিমান। [illegible]

কেমনে বা হইবে সন্তান ॥ বুঝি কর্ম্ম মর্ম্ম ধর্ম্ম লজ্জিত হইল। প্রতিশ্রুত কি করিব ভাবিতে লাগিল॥ বহুমত যম স্তব করি অনুমান। সাবিত্রীর পতি প্রাণ দিল তবে দান॥ পেয়ে প্রাণ সত্যবান উঠিয়া বসিল। নিদ্রাভঙ্গ মত অঙ্গ অলস হইল। কহিল সাবিত্রী দেবী সব বিবরণ। সে রজনী তথা ধনী করিয়া বঞ্চন॥ লয়ে পতি হৃষ্টমতি প্রভাতে চলিল। চক্ষু দৃষ্টি রাজ্য প্রাপ্ত শ্বশুরে দেখিলে॥ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষাল দাঁইহাটে বাস। তাঁর আজ্ঞামত গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

সদাগরের পুত্র ভার্য্যা সহ বাড়ী গমন।

পয়ার। অতএব শুন প্রিয়ে সর্ব্বলোকে বলে। পতি হয় ধনবান নারী ভাগ্যফলে॥ ভার্য্যার সমান নাহি শরীর ভূষিকে। বিদ্যার সমান নাহি শরীর ভূষিকে॥ মাতার সমান নাহি শরীর পুষিকে। মধুর সমান নাহি শরীর নাশিকে॥ আশার সমান নাহি সন্তোষ নাশিকে। সতীর সমান নাহি উত্তমা নারীকে॥ জল বিনা মীনগণে নাহি বাঁচে প্রাণে। পুষ্প বিনা সরোবর না হয় শোভনে॥ পদ্ম বিনা বনে বনে দুঃখী মধুকর। চন্দ্র বিনা নাহি প্রাণে বাঁচয়ে চকোর॥ নবঘন বিনা যেন চাতকের দুঃখ। ফাটে বুক মনো-দুঃখ শারী বিনা শুক॥ সূর্য্য হীন দিবা যেন চন্দ্র বিনা নিশি। তারাগণ হারা যেন হয় পূর্ণশশী॥ সাধন বিহীন যেন তন্ত্র হীন মন্ত্র। যন্ত্রী বিনা যেমন বিহীন হয় যন্ত্র॥ বিদ্যা বিনা জ্ঞান যেন নহে সুশোভন। বপু যেন নিরর্থক বিহীন নয়ন॥ প্রাণ হীন শরীর যেমন মিথ্যাময়। সতী বিনা পতি এইরূপ সুনিশ্চয়॥ অতএব গৃহে যদি না যাবে সুন্দরী। আমারে বধহ অগ্রে গলে দিয়া ছুরি॥ বুঝি ধনী পতি মন সম্মতা হইল। মনোসুখে সে রজনী তথায় বঞ্চিল॥ রজনী প্রভাত হৈল ভানুর উদয়। ভার্য্যা সহ সাধুসুত চলিল আলয়॥

তীর নিকটে পরে হয়ে উপনীত। মনেমনে সাধুসুত ভাবিত
হিত॥ পিতৃ আজ্ঞা ভার্য্যারে করিতে বিসর্জ্জন। পুনর্ব্বার
নিলাম করিয়া গ্রহণ॥ অগ্রে কহি সব কথা করিয়া
নতি। আজ্ঞা হৈলে নিজ গৃহে লয়ে যাব সতী॥ এত বলি
তীরে রাখিয়া নিজ দ্বারে। পিতারে কহিতে গেল বাটীর
ভিতরে॥ হেনকালে বৃদ্ধ সদাগর পথে হৈতে। উপনীত
হল আসি বাটীর দ্বারেতে॥ দেখিলেক পুত্রবধূ আছে
দাঁড়াইয়া। ক্রোধে যায় উপরোধ দেখহ ভাবিয়া॥ ক্রোধ
রে অসী করে করিয়া গ্রহণ। নিজহস্তে বধূ মুণ্ড করিল
ছেদন॥ দেখি যত দ্বারীগণ করে হাহাকার। হায় হায় কি
করিলে একি অবিচার॥ প্রতিবাসীগণ আসি করয়ে রোদন।
শব্দে শীঘ্রগতি আসিয়া নন্দন॥ দেখিল সকল তার পিতার
আচার। ভূমে পড়ি গড়াগড়ি করে হাহাকার॥ শিবচন্দ্র
রাধালের আদেশ যেমন। সেইমত রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

ভার্য্যাশোকে পতির বিলাপ।

ত্রিপদী। হায় পিতা কি করিলে, সর্ব্বদিগ মজাইলে
বৃথা দোষে অবলা বধিলে। নাহি কোন অপরাধ, মিথ্যা
মিথ্যা অপবাদ, বাপ হয়ে এ বাদ সাধিলে॥ কোন দোষে
হে ক্রোধী, রটায়ে কলঙ্ক শশী, শেষে অসীধারে বধ প্রাণ;
সরলা কুলের বালা, দুর্ব্বলা অতি সরলা, নাহি নারী তাহার
সমান॥ যেই রাত্রে নদী তীরে, তুমি রেখে ছিলে তারে, সে
রাত্রের শুন বিবরণ। শিবাধ্বনি শুনি কানে, গিয়া ধনী হৃষ্ট-
মনে, পাইল সপ্ত মাণিক্য রতন॥ গিয়া পুনঃ বনবাসে, কেবল
ভাগ্যের বশে, সেথা এক রতন পাইল। এই সে রতন লও,
সানন্দেতে তুমি রও, ধন লোভে তার প্রাণ গেল॥ এতবলি
ততক্ষণ, দিয়া সপ্ত রতন, কান্দে সাধু বধু মুখ হেরে। কেন
হলে অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত হানিলে

পয়ার ॥ আমারে রাখিয়া প্রিয়ে, কোথা গেলে পলাইয়ে, কেমনে বাঁচিব তব শোকে। কার কাছে দাঁড়াইব, কোথা গেলে তোমা পাব, কেমনে রহিব ইহলোকে ॥ কি দোষে ত্যজিলে মোরে, কেমনে রহিব ঘরে, বিচ্ছেদের শেল হানে বুকে। তোমার ও চন্দ্রানন, না হেরে হারাই প্রাণ, দেখি দুঃখ ফাটে বুক দুঃখে ॥ তুমি প্রাণ আমি দেহ, কখন বিচ্ছিন্ন নহ, প্রাণ বিনে দেহ কিসে রয়। জল হীন মীন যেন, নাহি বাঁচে কদাচন, মম প্রাণ প্রাণে নাহি রয় ॥ কেমনে বাঁচিব আর, তোমা বিনা অন্ধকার, কি ছার সংসার সার হীন। নয়নে নয়ন তারা, সে তারা হইল হারা, ঘর পর দিশি নিশি দিন ॥ আগে হেন নাহি জানি, অগ্রে পলাইবে ধনী, জানিলে ত্যজিতে নাহি হিত। ত্যজিয়া তোমারে প্রাণ, আগে ত্যজি- তাম প্রাণ, প্রাণ বিনে প্রাণে সহে এত ॥ বাড়াইতে মনো- দুঃখ, গেলে দুঃখ দিলে দুঃখ, দেখে দুঃখ দুঃখে বুক ফাটে। দুঃখ দিয়া গেলে মোরে, রাখিয়া দুঃখের ঘরে, দিয়ে খিল দুঃখের কপাটে ॥ কোপানলে মনানলে, যদি জানিতাম জ্বলে, দেখো জ্বালা ও দুখ কমলে। আগে যে যুড়াতে জ্বালা, এখন সে দিয়া জ্বালা, জ্বালার উপরে জ্বালা জ্বলে ॥ হায় হায় মরি মরি, কি করি কি করি করি, মনকরী হৈল অনিবার। তাহার বন্ধন দড়ি, লয়ে গেলে সঙ্গে করি, প্রবোধ অঙ্কুশ নাহি আর ॥ আমারে সদয় হও, বারেক আর কথা কও, নহে মোরে লও সঙ্গে করি। ঘুচে লোকের গঞ্জনা, যায় বিরহ যাতনা, সহে না সহে না প্রাণে মরি ॥ ব্যথিত ভার্য্যার শোকে, কান্দি বহু মনোদুঃখে, পরে সব লোকে ডাকি কয়। প্রাণ অতি উৎকণ্ঠিত, মৃত্যুকাল উপস্থিত, অতএব এই সে বিনয় ॥ যাবে প্রাণ একইক্ষণে, ভার্য্যা সহ দুইজনে, এক স্থানে কর অগ্নিকার্য্য। হেন নারী না ছাড়িব, মরিলে ইহারে পাব, অতএব এই সে সাহায্য ॥ শিবচন্দ্র এই কয়, উপযুক্ত ইহা হয়,

তাহার শোকে ত্যজিতে জীবন। বিলম্বে নাহিক কায, শীঘ্র করি প্রাণ ত্যজ, কহে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

সাধুসুতের স্তবনান্তর প্রাণ ত্যাগ।

ত্রৌপদী। এতবলি সাধুসুত, হয়ে চিত্ত অপগত, আপনার জ্ঞান হত, স্তবন করয়ে নারায়ণী। জয় মাতা জগদাদ্যাশক্তি মুক্তির হইছ মুক্তি, শক্তি যুক্তি নাহি ভক্তি, তোর কায়া ব্রহ্ম সনাতনী ॥ শিরাশ শিবেশ ঈশ, প্রধান পুরুষ শেষ, হর মোর পাপ লেশ, কর শেষ নিস্তার কারিণী। অর্পণা অপরাজিতা, শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু মাতা, পাপ ত্রাতা বিশ্বমাতা, তাপো পাপ ত্রিতাপ নাশিনী ॥ গিছে কাল গেল কাল, এখন পড়েছে কাল, রক্ষা কর পরকাল, কালহরা কালের ঘরণী। ত্রিভুবন ধারণী তারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, সারাৎসারা নিরাকারা, জন্ম মৃত্যু যোগ বিনাশিনী ॥ ভব নদী ভয়ঙ্কর, দেখিয়া লাগয়ে ডর, দয়াময়ী দয়া কর, তারা নাম তরঙ্গে তরণী। তরাইতে পার যেই, তারা নাম ধর তেঁই, দৃঢ় রূপে ধরি তেঁই, ত্রাহি মোমে ত্রিলোক তারিণী ॥ হেদে গো জননী শুন, আচিস্ত্রাম নিবেদন, ত্যজিলাম আমি প্রাণ, পাই যেন সে বিধুবদনী। এই ভিক্ষা আমি চাই, মরে যেন তারে পাই, তোমা বিনে গতি নাই, শিবের দোহাই গো শিবানী ॥ শবশিবে শিব মাতা, শবরূপে শিবে রতা, শিব শিরে গঙ্গা নতা, অশুদ্ধাঙ্গি শম্ভু শৈবলিনী। শিব শিবে অনুগত, শিবচন্দ্র আজ্ঞা রত, পয়ার সুপ্রকাশিত, দুঃখে সাধু মরিল তখনি। কহে অতি দুঃখ মন, দ্বিজ রাজনারায়ণ, নারী শোক বিবরণ, বুঝহ পণ্ডিতগণ জ্ঞানী ॥

সদাগর সবংশে প্রাণ ত্যাগ।

পয়ার। এইরূপে সাধুসুত ত্যজিল জীবন। সর্ব্বজন অনুক্ষণ করয়ে ক্রন্দন ॥ পুত্রের মরণ দেখি বৃদ্ধ সদাগর। কান্দি

ভাষি ব্যাধ প্রতি করিল জিজ্ঞাসা। কহ ভাই তোমার পাখিতে কেন আশা ॥ সে বলিল পাখী সব ধরিয়া যতন। বিক্রয় করিয়া হয় পুত্রের পালন ॥ শুক বলে এ সকলে কত মুদ্রা পাবে। শুনি কহে সর্ব্ব মূল্য সহস্র তঙ্কা হবে ॥ তার কথা শুনি শুক উত্তর করিল। এত পাখী লয়ে গিয়া কি হইবে বল ॥ মোর বাক্যে এ সকলে দেহত ছাড়িয়া। কেবল আমারে তুমি চলহ লইয়া ॥ আমারে বিক্রয় করি সহস্র তঙ্কা পাবে। তাহাতে তোমার শ্রম সফল হইবে ॥ ব্যাধ বলে সত্য ইহা কেমনে হইবে। এক পাখী এত মুদ্রা দিয়া কেবা লবে ॥ শুক বলে জ্ঞাত তুমি নহ মোর গুণ। সর্ব্ব শাস্ত্র জানি আমি বিদ্যায় নিপুণ ॥ সব বিবরণ আমি পারি কহিবারে। অসাধ্য সাধন পারি সাধিতে সংসারে ॥ শুনিয়া শুকের বাক্য দৃঢ়তা করিয়া। ততক্ষণে পাখিগণে দিলেক ছাড়িয়া ॥ শুকে লয়ে হৃষ্ট হয়ে নগরেতে গেল। তদন্তরে লয়ে তারে বেচিতে চলিল ॥ পূর্ব্বে সদাগর কথা করিলা শ্রবণ। তাহার বাটীতে ব্যাধ প্রবেশে তখন ॥ দেখি শুক সদাগর পুলকিত হৈল। হৃষ্টমন ততক্ষণ মূল্য জিজ্ঞাসিল ॥ ব্যাধ বলে মহাশয় আমি নাহি জানি। পাখিরে পাখির মূল্য জিজ্ঞাস আপনি ॥ তার পর সদাগর শুক প্রতি কয়। কহ শুক কত মূল্য হইবে তোমায় ॥ শুক বলে মূল্য মম কি কহিব আর। ক্রমেতে আপন গুণ হইবে প্রচার ॥ সাধু বলে কিম্বলিলে আছে কোন গুণ। শুক বলে সর্ব্ব শাস্ত্রে হই যে নিপুণ ॥ অসাধ্য আছয়ে যাহা পৃথিবী ভিতরে। তাহা সাধিবারে পারি ক্ষণ চিন্তা করে ॥ ভূত ভবিষ্যৎ আর কর্ম্ম বর্ত্তমান। তাহা কহি-বারে পারি শুনহ শ্রীমান ॥ যত মত বিদ্যা যত আছয়ে আমার। ক্রমেতে সকল তাহা হইবে প্রচার ॥ কহিলে মূল্যের কথা শুন অতঃপর। সহস্র তঙ্কা দিতে ব্যাধে করেছি স্বীকার ॥ মোর বাক্যে সহস্র পাখিরে ছাড়ি দিল। হেতু

সাধুর মাতার কারণ ॥ বনে বনে বহুক্ষণ করিয়া ভ্রমণ । ফল এক পাইল তার শুন বিবরণ ॥ ক্ষুদ্র নয় সেরূপ বর্ত্তাকার বোটা । করঞ্জা আকার তার দ্রুণ নাহি কাটি ॥ কি কব ফলের গুণ কি শুনাব হায় । চিরজীবী সুস্থ হয় যেই জন খায় ॥ রূপবন্ত গুণবন্ত বীর্য্যবন্ত অতি । মৃত্যুহীন চিরদিন সুখে করে স্থিতি ॥ পুত্র বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্মে যশ ॥ গৃহে বাস করে লক্ষ্মী হয়ে তার বশ ॥ সেই ফল লয়ে তবে শুক বিচক্ষণ । সদাগর আগার প্রবেশে ততক্ষণ ॥ দেখি পাখী হৈল সুখী সাধুর অন্তর । পরে শুক ঔষধি দিলেন তার পর ॥ ঔষধি সেবনে সাধু আরোগ্য হইল । তবে সেই ফল শুক নারীরে অর্পিল ॥ দেখি ফল বাড়ে বল ফল জিজ্ঞাসিল । ফলের যে ফল ফলে বিস্তার কহিল ॥ শুনি সতী সুবদনী ভাবে নিজ মনে । হেন চমৎকার ফল দেই কোন জনে ॥ এত ভাবি ফল লয়ে সাধু কাছে গেল । বিস্তারিত গুণ যত তাহারে কহিল ॥ আয়ু বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি যশ বৃদ্ধি অতি । কমলা অচলা তার গৃহে করে স্থিতি ॥ সাধু কহে শুন প্রিয়ে আমার বচন । এইক্ষণে এই ফল করহ রোপণ ॥ তদন্তরে বৃক্ষেতে ফলিলে বহু ফল । সর্ব্ব জনে ভক্ষণে হইবে সুমঙ্গল ॥ শুনি ধনী সেই ফল করিল রোপণ । নিত্য নিত্য করে তাহে উদক সিঞ্চন ॥ কিছু দিনে সেই ফলে অঙ্কুর হইল । দিনে দিনে অতিশয় বাড়িতে লাগিল ॥ সময়ে কুসুম যুক্ত পরে ধরে ফল । ক্রমে নানা এক দিনে হইল সকল ॥ তার মধ্যে এক ফল সুপক্ক হইল । বায়ুবেগে দৈবে তাহা ভূতলে পড়িল ॥ কিন্তু তার দোষ এক কর প্রনিধান । মৃত্তিকা স্পর্শনে হয় বিষের সমান । ভূমি স্পর্শ ফল যেবা করয়ে ভক্ষণ । নিশ্চিত তাহার মৃত্যু না হয় খণ্ডন ॥ কিন্তু এ বৃত্তান্ত তার শুক না জানিত । জানিলে পূর্ব্বেতে তবে বিশেষ কহিত ॥ অনন্তর সাধুপত্নী সেই ফল দেখে । আনন্দে লইয়া তাহা সংগোপনে রাখে ॥

অমৃত ফল ভক্ষণে উপপতির মৃত্যু।

পয়ার। নিগূঢ় বৃত্তান্ত এক শুনহ সম্প্রতি। সাধু
জীব এক ছিল শুদ্ধ পতি॥ তারে সমর্পিব ফল ভ
মনেতে। সেই ফল রাখে ধনী অতি যতনেতে।
পানে ক্ষণে ক্ষণে চাহে সুবদনী। ভাবে মনে কব
হইবে রজনী॥ উপপতি মিলনেতে বিলম্ব না সয়।
মনে এখন যে অস্ত নাহি হয়॥ এমত চিন্তায় দিবা
চলে গেল। তমো শূন্য চন্দ্রে পূর্ণ তমাগম হৈল॥ ন
আনিতে দূতী পরে প্রসারণ। গিয়া দূতী উপপতি
তৎক্ষণ॥ সাধুর যুবতী পরে বসন ভূষণ। নির্জনে
জনে সুখে হইল মিলন॥ নানা রাগ রঙ্গ সাঙ্গ করি
জন। সহচরী প্রতি আজ্ঞা করিল তখন॥ জলপানি
আন করি আয়োজন। ত্বরা করি সহচরী আনে তৎ
বস্তুমত থালা যত অতি মনোহর। থরেং সাজাইল [illegible]
সুন্দর॥ ভাষায় ফক্কিকা হয় প্রকাশিলে নাম।
দেয় মিষ্টান্ন সামগ্রী অনুপম॥ উপপতি প্রতি ধনী ব
তখন। জলপান করি প্রাণ তৃপ্ত কর মন॥ চব্য চূষ
পেয় বিবিধ বিধান। কষ্টমতি উপপতি করি জলপা
পরে ধনী সেই ফল আনি ততক্ষণ। উপপতি হস্তে
করে সমর্পণ॥ সে কহিল হেন ফল কোথা পেলে
শুনিয়া হাসিয়া বলে সাধুর রমণী॥ তোমার সমান
নাহি প্রিয়তম। উত্তম জনেরে দ্রব্য মিলয়ে উত্তম॥
বলি বলিল ফলের গুণাগুণ। বিলম্বে কি ফল বল
ভক্ষণ॥ যেই মাত্র সেই ফল খাইল সে জন। ত
হৈল তার অঙ্গ জ্বালাতন॥ ছট ফট করে অঙ্গ উ
প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে গাত্র সর্ব্ব জানি কম্পমান। বি
খাইলায় কাঁদিল তখন। সাধু পত্নী প্রতি কহে করিয়া
মন॥ ধিক ধিক প্রেম তোর ধিক তোর মন। ধিক

অবিশ্বাসি ওদ্ধার জীবন।। অধিক কি কব নিজ কাম,দে অগম। কল খেয়ে হৈল মোর মৃত্যু সংঘটন।। সে ... রে করে কর করে সমর্পণ। তাহে নষ্ট করা বুদ্ধি নহে কদাচন।। কান্দিতে কান্দিতে তার হইল মরণ। উপপতি শোকে সিন্ধু পাথারে ভ্রমন।। উপপতির এ দুর্গতি দেখিয়া যুবতী। হায় কি হইল বলি উঠে শীঘ্রগতি।। উত্তম উদক আনি মুখেতে সিঞ্চিল। বাঁচাইতে বহু চেষ্টা অনেক করিল।। নিশ্চয় মরেছে জান হইল তখন। ভূমেতে পড়িলা ধনী অত্যন্ত রোদনে।। শিবচন্দ্র ঘোষালের আজ্ঞা অনুসারে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে।।

উপপতি শোকে সাধু স্ত্রীর বিলাপ।

লঘু-ত্রিপদী। মৈল উপপতি, আকুলা যুবতী, কান্দি নারী প্রতি কয়। কি হবে কি হবে, আর কে যুড়াবে, বাঁচাবে মদন দায়।। রুষ্ট হয়ে বিধি, দিয়া গুণনিধি, পুনঃ যদি নিল হরি। আমি কুলবালা, প্রেমেতে আকুলা, বাঁচিব কেমন করি।। করিবারে হিত, হিতে বিপরীত, হইল কপাল দোষে। ঘটালে গোসাঞি, আগে জানি নাই, দাঁড়াইব কার পাশে।। হইবে মঙ্গল, খাওয়াইলাম কল, যম ঘরে দিতে কাঁটা। সে কাঁটা উলটি, মোর পায়ে ফুটি, মরিল পরের বেটা।। হায় হায় হায়, প্রাণ যায় যায়, এ দায় ভাগ্যের ফলে। কপালে আগুন, বিধাতা বিগুণ, বিষ অমৃতের ফলে।। হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, উহু উহু উহু আহা আহা। কপালের ফেরে পড়িলাম ফেরে, মোর দোষে হৈল ইহা।। শুন বা যুবতী, দেখি উপপতি, পূর্ব্ব ভাব পড়ে মনে। কহে নানা খেদে, নানাছান্দে কাঁদে, রব এক্যাকি কেমনে।। কায়া ছায়া মত, রহিতে সতত, কখন না ভাব ভিন। মিছা প্রেমে ফেলে, আগে গেলে চলে, প্রেমজালে গাঁথি মীন।। নায়ক কৌতুকে, ডাক প্রেমে বলে, ঘুচাও মনের শূল। তোমার বিহনে, নাহি

বাঁটি আগে, হইয়াছি ভুলে ভুল ।। এ হায় জীবন, এ ম
ন, তোমা বিনা নাহি আশ । আছে যেবা পতি, সে
কতি, না করে তোষ প্রিয়াসে ।। আমার যন্ত্রণা, কখন জা
নে কোন রবে বঞ্চিত । ভাবিয়া তাহারে, ভাবিয়া তো
মুখে ছিলাম কিঞ্চিত ।। হবে প্রেম লাভ ছিল অনুভাব,
তোমা মনোগত । না হইতে শেষ, করি বিধি দ্বেষ, উ
মুখোম ৬৩ ।। হিলে কুলবালা, তাতে এই জ্বালা, প্র
কাশিতে নারি । যেমন দর্শন, তোমার স্বপন, শুনরে
নারি ।। মনের বাসনা, অপরে জানেনা, কহিলে গঞ্জনা
সে গঞ্জনা সহে, তব মুখ চেয়ে, তুষ্টা ছিলাম অন্তরে ।। প
রাণ, পাষাণ সমান, তব মৃত্যু দেখে সই । হলনা মরণ,
জীবন, মরণ সহে জ্বালা এই ।। দুঃখাধার স্থান, রমণীর
দুঃখী প্রাণে সহে দুঃখ । যেই ডাল ধরে, ভাঙ্গে দুঃখ
বিধাতা যারে বিমুখ ।। কহে সহচরী, শুনগো সুন্দরি,
কিছু উপায় নাই । কাঁদি কি হইবে, কাঁদিলে কি
কেন কাঁদ তা সুধাই ।। পোহাইলে নিশি, দিবাকর
কলঙ্কে ডুবাবে কুল । হইবে গঞ্জনা, লোকের লাঞ্ছনা, বা
[illegible] শূল । উপযুক্ত নয়, বিপদ সময়, বাড়াইতে চক্ষে
দৈবের শকতি, পাঁকে পড়ে হাতি, সে ধরে দ্বিগুণ বল
আর বচন, শুনহ এখন, দুঃখবাক্য বুক বলে । মৃত্যু উ
চিত্ত সম্প্রতি, যাই চল নদী কূলে । শুনিয়া যুবতি,
দুর্মতি, উঠি বসিল তখন । বস্ত্র আচ্ছাদিয়ে, উপপতি
শীঘ্র করিল গমন ।। অতি ত্বরা করে, গিয়া নদী তীরে
দেহ ভাসাইল । নয়নের বারি, নয়নে নিবারি, পুনঃ নি
লো ।। মনোদুঃখে ধনী, পোহায় যামিনী, দুঃখে নিশি
যান । মনোদুঃখ মনে, কেহ নাহি জানে, জানে কি
প্রাণ ।। যে ব্যথা অন্তরে, প্রকাশিলে পরে, পরে করে
পান । মনের বিরহে, দুঃখে দুঃখ সহে, দুঃখ কর সমাধা

ফল ভক্ষণে উপপত্নীর মৃত্যু।

ত্রিপদী। বিভাবরী পোহাইল, অরুণ উদয় হৈল, উপ-বনে শেষ নিদ্রাগণ। প্রাতে উঠি সদাগর, হয়ে হরিষ অন্তর, অন্তঃপুরে করিল গমন॥ দেখিতে রূপের শোভা, আঁখি বড় মনোলোভা, শোভিত হয়েছে ফল ফুলে। তাহে সাধু কুতূহলে, এক ফল তেনকালে, দৈবযোগে পড়িল ভূতলে॥ দেখি সাধু হৃষ্ট হয়ে, ফল নিল কুড়াইয়ে, রাখে তাহে করিয়া যতনে। পরে সাধু ভাবে মন, অগ্রে মোর প্রয়োজন, দেব ফল দিব প্রিয়জনে॥ এত বিবেচনা করি, গিয়া অতি ত্বরা করি, উপপত্নী স্থানেতে উপনীত। হাসি হাসি করে ধরি, ফল সমর্পণ করি, কহে তারে গুণ বিস্তারিত॥ দেখি আমি খাও ফল, দেখিবে কি আছে ফল, ফলে বা কেমন ফল ফলে। উপপত্নী কথা শুনি, ফল লয়ে সে রমণী, ভক্ষণ করিল কুতূহলে॥ যেমন খাইল ফল, তেমনি ফলিল ফল, দুপ্রবল বিষেতে জ্বালিল। বাক্য শূন্য জ্ঞান হত, হইল ভূমে পতিত, সাধু বলে কি হলো কি হলো॥ ভূতলে পড়িলা কেন, কহ দেখি বিবরণ, এত বলি অঙ্গে দিল হাত। মুখেতে নাহিক শ্বাস, দেখিয়া হইল ত্রাস, করে সাধু শিরে করাঘাত॥

সদাগরের বিলাপ বর্ণন।

ত্রিপদী। হায় হায় কি ঘটিল, কি করিতে কি হইল, ফলে ফলাইলেম বড় ফল। কান্দে সাধু নানাছান্দে, কেশ বাস নাহি বান্ধে, অনিবার চক্ষে বহে জল॥ করিতে তোমার হিত, করিলাম বিপরীত, নাহি জানি বিধির নিবন্ধ। করিতে চাহিলা ভাল, অমৃতে গরল হৈল, ভাল থাকু আপনেতে মন্দ॥ তুমি মান অপমান, তুমি মোর ধন প্রাণ, তোমা বিনা জীবনে কি আশ। তোমার বিচ্ছেদ বাণে, আর না বাঁচিব প্রাণে, অবশেষ হৈল বনবাস॥ না হেরে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক, এ দুঃখ কহিব কার কাছে। পালঙ্কে পালঙ্ক দেখি

না হেরিলে প্রাণে মরি, তোমা বিনা এ সংসার মিছে ॥ বুড়া হের নাহি স্থান, কোথায় যুড়াব প্রাণ, আর কেবা যুড়াবে আমারে। মার্জ্জা যে প্রখরা বড়, গালি দিতে সদা দড়, বুড় বলে মুড়োঝাঁটা ধরে ॥ মত্ত যৌবনের ভরে, মোরে না সম্ভাষ করে, তাহে যদি এই কথা শুনে। একে কালফণী প্রায়, বুক গন্ধ পেলে তায়, দিবে জ্বালা সে বিষ বচনে ॥ যাই যদি খাই বিষ, পৃথিবী বিষার বিষ, যাই তবে তাহার মধ্যেতে। পুরে দেখে প্রেমানলে, আলিঙ্গনে ভুলেছিলে, এখন না সহে কে সাথে ॥ শেষ দশা দন্তহীন, তথাচ না ভাব ভিন, ভুষিয়া অনেক কৌতুকে। বুড়া হয়ে বুড়া নই, তব রসে ছিল কয় সদত যুড়াতে বুকে সুখে ॥ নারী বিনা এ সংসার, জ্ঞান হ অন্ধকার, নারী সার অসার সংসারে। আপন যৌবন ধ অনায়াসে সমর্পণ, করে অন্য পুরুষের করে ॥ রমণী সরল অতি, নাহি কোন খলমতি, দয়া মায়া আছে অন্য জনে। সদ সরল প্রাণ, পরে করে সুধাদান, করে তুষ্ট মধুর বচনে নাহি পরাপর বোধ, করে কেবা অনুরোধ, তাহারে যুড়া কানানলে। প্রথমেতে বোধ বিন্দু, পরেতে সুধার সিন্ধু, উ য়ের মিলনে উথলে ॥ পুরুষ রক্ষার হেতু, গড়ে বিধি না সেতু, সুধাসহ পাঠালে ভুবনে। করে সুধা বিতরণ, ভো পুরুষের মন, নিজ ধন দেয় অন্য জনে ॥ কিন্তু এক চমৎকা অন্য কে বুঝিবে আর, আমি তার না পাই সন্ধান। জ নিধি মন্থনেতে, দেবগণ সকলেতে, ক্ষুধা হীন সুধা করি পা যুবতী সহজ রসে, মজিলে সুধার আশে, শেষ রসে কত সু থাকে। হায় হায় একি দায়, সুধা খেলে ক্ষুধা যায়, এ অমৃ ক্ষুধায় জ্বালায় ॥ সে সুধা বঞ্চিত হয়ে, বাঁচি আর খাইয়ে, হরি হরি গোসাঞি গোসাঞি। আঁটকুড়া ম ছুঁড়া, বুড়া রাজা আঁট কুড়া, অভাগা জনের মৃত্যু নাই দেখে মধুর হাসি, কত রব দিবা নিশি, প্রেয়সী বিহীনা হ

রুক্। ওরে যম বশ হও, তুমি মোরে শীঘ্র লও, কাহারে না রক মোরে দেখা॥ সবে রবে উভয়েতে, কেবে প্রাণ আশা হবে, সে দুঃখে কেমনে বাঁচে প্রাণ। সদত মনের দুঃখ, আমার দুঃখ, এ দুঃখেতে বিদরে পাষাণ॥ কোথা নারীরে পরে, সবাই সন্দেহ করে, যার ঘরে আছে যুবা বৌ। দুঃখে যুবক নই, শ্বশুর ভাসুর হই, বুড়া কেহ সেকেনাকো, কেউ॥ আমার কপাল পোড়া, অতি বড় দুষ্টি ছোঁড়া, তার দোষে হইলাম বেনে॥ ঘাটে ঘাটে মোরে দেখে, নারীগণ যায় বেঁকে, সদত ঘোমটা দেয় টেনে॥

বিনা দোষে শুক বধ।

ত্রিপদী। শুক অনর্থের মূল, বাড়ালে মনের শূল, কোথা হতে ফল আনি দিল। সত্য মিথ্যা না জানিয়া, সেই ফল খাওইয়া, আপনার প্রিয়সী মরিল॥ অতি বড় দুষ্ট শুক, দিল এ মনের দুঃখ, ঘুচালে আশার সুখ সাধ। হৈল মোর প্রিয়জন, পাখিতে কি প্রয়োজন, তারে বিধি সাধিব এ বাদ। এত বলি ততক্ষণ, হয়ে সাধু ক্রোধ মন, নিজ পুরে প্রবেশি তখন। তর্জ্জন গর্জ্জন করে, শীঘ্রগতি ধরে তারে, আছাড়িয়া বধিল জীবন॥ দ্বিজ দাক্ষোহাট বাসি, মনে হয়ে অভিলাষি, আজ্ঞা দিল করিতে রচন॥ শিবচন্দ্র আজ্ঞা মত, এই গ্রন্থ বিরচিত, রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

পয়ার। উপপতি বিনা সাধু সদা দুঃখমতি। উপপতি বিনা দুঃখী সাধুর যুবতী॥ উভয়ের ভাব কেহ বুঝিতে না পারে। ভুলিতে আপন ভার ভারি হৈল শিরে॥ উভয়ের তুল্য পীড়া কেহ নয় কম। সদত চিন্তিত দুঃখে নহে উপশম॥ সাধু কান্দে মনোদুঃখে চক্ষে বহে বারি। প্রিয়শোকে কান্দে দুঃখে সদাগর নারী॥ এই মত শোকনীরে উভয়ে মগন। এক দিন অপরূপ শুন বিবরণ॥ সাধুর বাটির দাসী মোহিনী নামেতে। প্রতি দিন দাসবার্য্য করে আনন্দেতে॥ রামুনামে

দাসীর পাপিচয়ে সদাগরের মৃত্যু।

পয়ার। শুন গুণধাম মোর নাম যে মোহিনী। পিতা আমি তব দাসী এ যৌবনশালিনী॥ গত রাত্রে পতি সহ বিবাদ ঘটন। এহারিয়া আমারে সে করে বিসর্জন॥ যাতি থাকে দুঃখী হয়ে ভাবিয়া অন্তরে। সে বিচ্ছেদে মনো খেদে আসি তব পুরে॥ বৃক্ষ হৈতে বিষফল লইয়া হরায়। মহাদুঃখে খাইলাম মৃত্যুর ইচ্ছায়॥ যেই মাত্র সেই ফল করিনু ভক্ষণ। অকারণ্য কলাবণ্য অমনি ঘটন॥ দেখিয়া আপন রূপ ভাবি মনে মনে। কহিবারে সদাগরে আইলাম এখানে॥ শুনিয়া আশ্চর্য্য সাধু দাসীর ভারতি। দেখিয়া ফলের গুণ হইল দুঃখমতি॥ হায় আমি হেন কর্ম্ম কেন বা করিনু। অকারণে বিনা দোষে শুকেরে বধিনু॥ দুঃখের সাগরে সাধু হইল মগন। শুক শোকে মনোদুঃখে ত্যজিল জীবন॥

অবিচারে রাজার সবংশে মরণ।

পয়ার। দৃষ্টান্তের শেষে কহে রাজার তনয়। বিচার করিয়া কর্ম্ম কর মহাশয়॥ অবিচারে ধর্ম্ম নষ্ট পাবে অনুতাপ। কুযশ ঘোষণা আর অনর্থের পাপ॥ এত যদি বলিল সে রাজার নন্দন। তথাপিহ না শুনিল দুরন্ত রাজন॥ স্বহস্তেতে অসি এক করিয়া গ্রহণ। সভা মধ্যে ছোট পুত্রে বধে ততক্ষণ॥ বধিতে উদ্যত তারে দেখিয়া তনয়। সক্রোধেতে কাতরেতে শাপ দিয়া কয়॥ যেমত বধিলে তুমি মোরে অবিচারে। শিলা দেহ হবে তব কর্ম্ম অনুসারে॥ যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে। প্রাণ রবে পাপে ত্রাণ নিশ্চয় না হবে॥ এত বলি রাজপুত্র ত্যজিল জীবন। পাষাণ হইয়া রাজা পড়ে ততক্ষণ॥ দেখিয়া পিতার রীত আর দুই জন। রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে ততক্ষণ॥ পাত্র মিত্র সভাসদ প্রজা সর্ব্বজন। অবিচারে রাজ্য ছাড়ি কৈল পলায়ন॥ পতি

মনেতে বাড়িল দুঃখ।। ততপরে সিদ্ধান্তে চিন্তয়ে উপায়। মান ফলে কি কৌশলে লইব ইহায়।। দাঞাইহাটি বাস দ্বিজ রূপাধর নাম। তার আশ্রমেতে প্রশ্ন হইল প্রকাশ।।

সাধুপুত্রের অকস্মাৎ মূর্চ্ছা বিবরণ।

পয়ার। অতঃপর সদাগর শুন বিবরণ। দুষ্ট মন্ত্র নানা জানিত দুর্জ্জন।। সম্মোহন মন্ত্র বাণ করি সুমন্ত্রিত। মন্ত্র পড়ে সাধুপুত্রে হানে সুনিশ্চিত।। সাধুপুত্র হৃষ্ট চিত্ত ছিল অন্তঃপুরে। হেনকালে বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধ করে। অস্থির হৈল প্রাণ ব্যাকুল হলো সাধুসুত।। আচম্বিতে ভূতলেতে হইল মূর্চ্ছিত।। চমক হইল কি ঘটিল বলে নারীগণ। সুশীতল জল করে মুখেতে সিঞ্চন।। সেত বুকে উশাস কি হইবারে পারে। রামাগণ অদ্ভুত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। হেথা সন্ন্যাসীর কাছে আছে সদাগর। সন্তাপে নাহি তাপ হরিষান্তর।। হেনকালে কোলাহলে ব্যস্ত অন্তঃপুর। শুনি শব্দ হৈল স্তব্ধ সাধুর অন্তর। শীঘ্রগতি দুঃখমতি গেল অন্তঃপুরে। বজ্রাঘাত সমাঘাত পেলে পুত্রে হেরি।। দুঃখানল শোকের সলিলে মগ্ন হৈল। পাপে জল শোকানল অধিক জ্বলিল।। হরি হরি মরি মরি কি করি উপায়। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত আমার মাথায়।। নানাচ্ছান্দে সাধুকান্দে হইয়া বিশীর্ণ। সে ক্রন্দন শুনি হন পাষাণ বিদীর্ণ।। পুত্রশোকে মনোদুঃখে জ্ঞানহত হলো। বিদ্যাবান বৈদ্যগণ অনেক আইল।। সে সকল বিফল হইল অনুভবে। এতি দায় হায় হায় সর্ব্বজন ভাবে।। হেনকালে সেইস্থলে পাষণ্ড সন্ন্যাসী। আস্তে ব্যস্তে শূল হস্তে উপস্থিত আসি।। জিজ্ঞাসিল কি হইল বল বিবরণ। সবে বলে দৈবকালে এ রূপ ঘটন।। বিনারোগে দৈবযোগে এ রূপ হইল। মরি মরি শব্দ করি ভূতলে পড়িল।। শুনি দুষ্ট বুদ্ধি নষ্ট অনিষ্ট কারক। মায়াবেশি পরদ্বেষি ঘোর প্রতারক। সাধুর কুমারে প

সন্ন্যাসী সদাগর প্রতি কয়॥ প্রাপ্ত হয় সদাগর আমার বচন। এক সিন্দুক এক কাষ্ঠেতে গঠন॥ সুসাধ্য তাহারি মধ্যে না-রীরে রাখিবে। তালাবন্ধ করি বন্ধ সহ নদীতীরে॥ সঙ্গোপনে ফেলাইয়া জলে, না জানিবে। ভাসাইলে নদী জলে পুত্র সুখে রবে॥ সাধু অতি দুঃখমতি এই কথা শুনে। দুঃখ মনে কর্ম-চারিগণে ডাকি আনে॥ ত্বরা করি দিল সিন্দুক গঠন। দেখিয়া সন্ন্যাসী অতি পুলকিত মন॥ দাঞ্জীহাট নাম দ্বিজ রূপ দাস। তার আজ্ঞানুসারে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

দোষ হীনা পুত্রবধূকে জলে বিসর্জ্জন।

পয়ার। সাধু অতি দুঃখমতি দিতে বিসর্জ্জন। তৎপরে গৃহপুরে করিয়া গমন। করে ধরি বধূরে তাহায় বসাইল। সে সুন্দ দ্বার রুদ্ধ আপনি করিল॥ তৎক্ষণে ভৃত্যগণে কু-ডিল ডাকিয়া। সিন্দুক লইয়া জলে দেহ ভাসাইয়া॥ আজ্ঞা পেয়ে সবে লয়ে সিন্দুক লইল। স্রোত জলে কুতূহলে ভাসা-ইয়া দিল॥ দিগম্বর ভক্ত সাধুর নন্দনে। অতি ত্রস্ত করে দুস্থ হস্ত পরশনে॥ হরিষ বিষাদে সাধু অস্থির হইল। সন্ন্যা-সীরে স্তুতি করে প্রণাম করিল॥ সন্ন্যাসী ভাবিল ভাল হৈল সুযোগ। স্থানান্তরে রমণীরে করিব সম্ভোগ॥ এখানে পাইলে পাছে জানে সর্ব্বজন। স্থানান্তরে গিয়া পরে করিব গ্রহণ॥ এত বলি আইল চলি সেই নদী তীরে। ভাবে মনে এখানে আনিবে বাঁকসুরে॥

রমণীর ভ্রাতার সহিত দরশন।

পয়ার। তৎপরে হৈল কেবে শুন বিবরণ। সেই রমণীর ভ্রাতা বীর নারায়ণ॥ গিয়াছিল অন্য স্থল বাণিজ্য করিতে। নিজ কার্য্য বহু রাজ্যে ভ্রমি আনন্দেতে॥ বহু তরী সঙ্গে করি সেই সদাগর। বহু লোক সঙ্গে যায় আপনার ঘর॥ আসিতে আসিতে পথে নদীর তীরেতে। দেখে এক সর্প দর্প করে আচম্বিতে॥ বিকট আকার ভয়ানক তার ফণা। ইতস্তত হয়ে

নন্দ অঙ্গ, ক্ষীণা বল হইল মগন॥ তাকে এঁকি দেখি রূপ, অপরূপ রসকূপ, রূপের বিরূপ রূপ হলো। বুঝি শরদেন্দু শশী, ভূতলে পড়িয়া খসি, অংশুমালি জনম লইল॥ কেহ বলে ওগো সই, মনোদুঃখ তোরে কই, উক্ত মোর শুন চকোরিণী। ওই চন্দ্র রূপ ফাঁদে, মন যে পড়েছে ফাঁদে, সদা কাঁদে সুধা প্রেয়সিনী॥ কেহ বলে আলো সখী, এ কি অপরূপ দেখি, আঁখি কেন করিছে রোদন। নয়নে নয়ন তারা, চাঁদ দেখি হৈল হারা, বহে ধারা এই সে কারণ॥ চন্দ্র দেখি হৈল ধন্দ, নয়ন হইল অন্ধ, নিরানন্দ হয়েছে মগনা। এত শুনি ভক্তজন, মদনে মোহিত মন, নিবেদন করে অন্য জনা॥ শুন ওলো সহচরী, এক অনুমান করি, রূপ হেরি পড়িয়াছি ফেরে। যদি এই চন্দ্র হৈত, নির্ম্মল কিরণ দিত, কেন এক অসাধ্যে সবারে। তবে এক অনুমানি, শুন সব সুরঙ্গিণী, কি জানি যেমন কর্ম্ম ঘটে। বিন্ধিয়া কটাক্ষ বাণে, বধিতে রমণীগণে, নাকে প্রাণে মদন এ বটে॥ নারী অবলা অখলা, সরলা কুলের বালা, এত জ্বালা দিল এই আসি। মুখে মৃদু মন্দ হাসি, নয়ন কটাক্ষ আসি, টানে গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি॥ কোন জন কুলে নারী, ডুবিয়া লাবণ্য জলে, বলে সখী না পারি চিনিতে। যদি হেরে চাতকিনী, হয় অতি পিপাসিনী, তবু বিষ মরীচি জলেতে। সে জল না করে পান, হবে তাবে অপমান, খেলে প্রাণ বাঁচে অনায়াসে। সে রূপ এ রূপ কেলে, কুলে কালি হবে বলে, মরি জ্বলে মনের হুতাশে॥ দূরে থাকি দহে অঙ্গ, যদি হয় অঙ্গসঙ্গ, অনঙ্গ নিবারে অনায়াসে। প্রেম দেখি প্রেমানন্দ, লেগেছে কামের ধন্দ, নাহি সন্ধ বন্ধ প্রেমফাঁসে॥ শুন কহে সর্ব্ব জন, আর এক নিবেদন, মনাগুণ হয়েছে প্রবল। হৈলে দীপ্ত দাবানল, উষ্ণ কিম্বা স্নিগ্ধ জল, দিলে হয় তখনি শীতল॥ মনানল দুঃখানল, প্রেমানল কামানল, সুপ্রবল হইল মদনে। যদি দাবানল হৈত, দিলে জল জ্বালা যাইত, এ অনল জ্বলে মনে মনে॥

ঘরে ঘরে, নারী দ্বারে দ্বারে, চিত্ত চমৎকার হেরে ॥ দেখিতে
দেখিতে, হরষিত মনেতে, প্রবেশিল ভিতরেতে। সুন্দর শো-
ভিত, দেখে নানা মত, কব কত বিস্তারেতে ॥ স্থানে স্থানে
শোভা, অতি মনোলোভা, দেখে পরে রাজসভা। যেন ইন্দ্র
সভা, দেবগণে শোভা, ততোধিক করে প্রভা ॥ বন্ধুগণ যত,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বসিয়াছে শত শত। সকল পণ্ডিত, বিচারে
বিহিত, বিস্তারিত কব কত ॥ ভাবিয়া তখন, বন্ধু চারিজন
সভায় উপবিষ্ট হন। ভুবনমোহন, রূপ সুগঠন, তারে ভূপ
দৃষ্ট হন ॥ চিন্তে মনে মন, কেবা চারিজন, দিব্য জ্যোতি
দরশন। পরেতে চিন্তন, করিয়া রাজন, জিজ্ঞাসেন প্রত্যে-
কজন ॥ কহ চারিজন, কোথা বাসস্থান, কি নিমিত্তে আগমন।
শুনি ততক্ষণ, আনন্দিত মন, কহে বিপ্রের নন্দন ॥ শুন
নরপতি, নিবেদি সম্প্রতি, কাঞ্চননগরে স্থিতি। বহু বিদ্যা
ব্রতি, করিয়া প্রণতি, হই মোরা চারি জাতি ॥ ত্যজিয়া
বসতি, বহু দেশে গতি, সবার বন্ধুতা অতি। এ প্রদেশ স-
ম্প্রতি, দৈবে হৈল গতি, শুন ওহে নরপতি ॥ আসিয়া নগরে,
শুনিয়া বিস্তারে, পড়েছি বিষম ফেরে। কহ সবিস্তারে,
ওহে নৃপবর, প্রশ্ন অর্থ দিব পরে ॥ শুনিয়া রাজন, আন-
ন্দিত মন, বাসা দিল ততক্ষণ। সমাদর বিরল, ত্রিপদী রচন
করে রাজনারায়ণ ॥

অথ রাজা বিপ্রসুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

পয়ার। পর দিন প্রাতঃকালে উঠি নৃপবর। বন্ধুবর্গ
গণ সঙ্গে হরষিতান্তর ॥ পাত্র চারিজনে তবে লইয়া সঙ্গেতে
সর্বজন চলিলেন নগর ভ্রমিতে ॥ ক্রমেতে নগর সব করিয়া
ভ্রমণ। গ্রাম প্রান্তভাগে সবে করিল গমন ॥ তথায় দেখিল
এক আছয়ে মন্দির। তার মধ্যে এক স্থানে আছে চারি

ভাবে মন্ত্রী ভার্য্যারে অন্তরে॥ নিশ্চয় এনেছ বোধ আঁখির পলকে। ফল মন সমর্পণ করিল ভার্য্যাকে॥ এই রূপে মন্ত্রী-বর আছে অন্তর্গতি। তারপর নৃপবর শুন দেবগতি॥

অথ মন্ত্রী আলয়ে সন্ন্যাসীর আগমন।

পয়ার। আইল সন্ন্যাসী এক মন্ত্রীর বাটীতে। ভৃত্যগণে জানাইল মন্ত্রীরে কহিতে॥ এত শুনি দাস গণ মন্ত্রীরে কহিল। শুনি মন্ত্রী ততক্ষণে আপনি আইল॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া হৈল চরণ বন্দন। মন্ত্রীবর স্তবে দিগম্বর তুষ্ট মন॥ দ্রব্য গব্য মদ্য ভক্ষ্য খাদ্য দ্রব্য দিল। তুষ্ট মন ততক্ষণ সন্ন্যাসী হইল॥ ভোজনান্তে দিগম্বর করি আচমন। মন্ত্রী প্রতি তুষ্ট অতি হৈল তার মন॥ মন্ত্রী প্রতি কহিতে লাগিলা দিগম্বর। দেখিয়া তোমার ভক্তি পুলকিত অন্তর॥ দ্রব্য রূপ স্তব রূপ দেখি চমৎকার। আমি কিছু স্তব রূপে দিব অলঙ্কার॥ এক ঝুলি এক ফল লয়ে জটা হৈতে। আনন্দেতে সমর্পিল মন্ত্রীর হাতে॥ আমার সাক্ষাতে ফল করহ ভক্ষণ। তদন্তরে কহিব ফলের বিবরণ॥ শুনি মন্ত্রী সেই ফল ভক্ষণ করিল। প্রত্যক্ষে ফলের ফল তখনি ফলিল॥ তার পর দিগম্বর করিল জিজ্ঞাসা। কেমন তোমার ভার্য্যা রসিকা সুবেশা॥ এত শুনি মন্ত্রীবর ঈষৎ হাসিল॥ ফল গুণে মুখে পুষ্প বিকশিত হৈল। ভূতলে পড়িল পুষ্প গন্ধে আমোদিত চমৎকার মন্ত্রীবর অতি পুলকিত॥ নত মস্তে সন্ন্যাসীরে স্তবন করিল। স্তবে তুষ্ট দিগম্বর বিদায় হইল॥ হৃষ্টমন ততক্ষণ মন্ত্রী হরিদাস। রাজার নিকটে গেল হয়ে মনোল্লাস আদ্য অন্ত বৃত্তান্ত কহিল ততক্ষণ। শুনিয়া ভূপতি অতি পুল-কিত মন॥ অনন্তরে করে রাজা সভার সাজন। বন্ধু বর্গে আমাত্য বসিল সর্ব্বজন॥ সভা মধ্যে সকলেতে বৈসে কুতু-হলে। মন্ত্রী সঙ্গে রঙ্গে ভূপ বৈসে হেনকালে॥ নানা কাণ্ড

বাদ্য ভাণ্ড গাইছে গায়ক। নানারঙ্গে ভঙ্গে নাচে নৃ
নর্ত্তক।। বহু মত শত শত কাব্য আলাপন। শুনিয়া ম
পতি পুলকিত মন।। গালি বাদ্য বাক্য ছলে হাসিতে
গেল। মুখে হৈতে বহু পুষ্প নির্গত হইল। সভা সভ
মুগ্ধ দেখি চমৎকার। ভাবেমনে ত্রিভুবনে নাহি হেন অ
তদন্তরে নৃপতি লইয়া বহু ধন। পুরস্কার রূপে তারে
সমর্পণ।। পুরস্কার লয়ে মন্ত্রী নিজালয়ে গেল। এই
দেশে দেশে প্রচার হইল।। দ্বিজগণ দাস দ্বিজ দাড়ী
বাসী। এই গ্রন্থ প্রকাশিতে মনে অভিলাষি।। শি
খোদাতের আদেশ যেমন। সেই মত রচে দ্বিজ
নারায়ণ।।

অথ শিবির দেশের রাজা রত্নপুরে মন্ত্রী প্রেরণ।

পয়ার। শিবির রাজ্যের রাজা সুকসেন নাম।
মতি নরপতি গুণে গুণধাম।। এক দিন এই কথা ক
রাজন। মন্ত্রীবরে দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মন।। তদন্তরে
মন্ত্রী ডাকি এক জন। রত্নপুর যাইতে আজ্ঞা দিলেন র
সে রাজনে জানাইবে মোর নমস্কার। রাজ্যের মঙ্গল
বক্ত আছে আর।। এত বলি এক পত্র লিখি ততক্ষণ।
মন্ত্রী হস্তেতে করিল সমর্পণ।। গমনে হইল মন্ত্রী র
আজ্ঞায়। বহু লোক সঙ্গে যাত্রা করিল ত্বরায়।। কিছু
পরে মন্ত্রী এখানে আইল। নৃপতির সহ গিয়া সাক্ষাৎ ক
জিজ্ঞাসিল নৃপবর রাজার মঙ্গল। শুনিয়া কহিল মন্ত্রী
মঙ্গল।। তদন্তে স্বাক্ষর লিপি কৈল সমর্পণ। পত্র পাঠে
রাজা পুলকিত মন।। শীঘ্রগতি নরপতি বাসস্থান
সেবার্থে আপন দাস নিযুক্ত করিল।। রাত্রিযোগে
রাজা সভার সাজন। মন্ত্রীবরে আনিল করিয়া আদর
সর্ব্বজন কহিল সভায় বসিল। নিজ মন্ত্রী ডাকিবারে

পাঠাইল ॥ শীঘ্রগতি মন্ত্রীবরে কহিল সম্বাদ। সম্বাদ পাইয়া মন্ত্রী হরিষ বিষাদ ॥ মনে মনে মনাগুণ লাগিল ভাবিতে নারী ছাড়ি কেমন থাকিব রজনীতে। উৎপাদিত বিপরীত হয় দুই মতে। এত বলি গেল চলি ভার্য্যারে কহিতে ॥

অথ মন্ত্রী ভার্য্যা নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার এবেশে উপপতি দর্শনে গেল।

ত্রিপদী। মন্ত্রী স্তুতি নতি করে, যুবতীর করে ধরে, কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে। শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, বলিতে বিদরে হিয়ে, কোন প্রাণে বলিব তোমারে ॥ রাজা অতি নিদারুণ, করিল দারুণ পণ, রজনীতে ডাকিল আমারে। যাইতে উচিত নয়, না গেলে কি জানি হয়, কেমনে রাখিয়া যাব তোরে ॥ এ কথা শুনিয়া ধনী, বলে শুন গুণমণি, আমি একা নারিব রহিতে। তুমি নয়নের তারা, রজনীতে হৈলে হারা, সারা নিশি মরিব দুঃখেতে ॥ সঁপেছি তোমারে প্রাণ, রাখ বা বধ বা প্রাণ, মান অপমান তব ঠাঁই। না হেরে ও চাঁদ মুখ, অন্তরে অনন্ত দুখ, অধিনীর অন্য গতি নাই ॥ দণ্ডে শতবার হেরি, তিলে না হেরিলে মরি, দুই হারা হইয়া থাকিব পলকে। বল শুনি গুণমণি, ত্যজে নিজ প্রেমাধিনী, নাহি দয়া যাবে একা রেখে ॥ প্রেমাধিনী চকোরিণী, পিপাসিনী বিরহিণী, দুঃখিনী রমণী রসময়। বারেক হবে চন্দ্রোদয়, পুনঃ যদি অস্ত হয়, চকোরী কি বাঁচে মহাশয় ॥ করে মোরে বিরহিণী, যদি যাবে গুণমণি, বাড়াইয়া মনোশিক্ষ জ্বালা। ভাসাইয়া দুঃখ নীরে, যাবে তুমি স্থানান্তরে, অকূলে আকুলা এ দুর্ব্বলা ॥ যেন বুকে বজ্রাঘাত, যদি যাবে প্রাণ নাথ, তবে এক শুন নিবেদন। তোমার যে রূপ রূপ, সেই রূপ লিখিয়া রূপ, দেহ মোরে করিয়া যতন ॥ ভাবেতে ফিঙ্গিনী করে, সে রূপ নয়নে হেরে, এ রজনী করিব যাপন। শুনিয়া

সম্পূর্ণ তাহাকে মন্ত্রী না দেখি নিস্তার ॥ বিধাতা যখন যারে হয় নিদারুণ। ঘরে পরে অন্তরে সদাই মনাগুণ ॥ খেদেতে খেদিত মন্ত্রী কহে জমাদারে। জমাদার এ দায়েতে দয়া কর মোরে ॥ রাখিয়ে দানির মান দেহ জানদান। দয়া করি তুমি মোর রক্ষা কর মান ॥ রহিতে নারিব আমি তস্করের সনে। কৃপা করি একা মোরে রাখহ নির্জ্জনে ॥ শুনিয়া মন্ত্রির কথা দয়া উপজিল। রাজার বাটীর পূর্ব্বে লয়ে তারে গেল ॥ বন্দি করি রাখে এক শিবের মন্দিরে। দ্বার বন্ধ করি পরে গেল রাজপুরে ॥ মন্দিরে বসিয়া মন্ত্রী ভাবে মনোদুঃখ। হেনকালে দেখে এক অপূর্ব্ব কৌতুক ॥ তদন্তরে আইল সহর কোতয়াল। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার প্রলয়ের কাল ॥ দ্বারমুক্ত করি পরে বসিল তথায়। তাহারে চিনিল মন্ত্রী করি অভিপ্রায় ॥ জ্বালার উপরে জ্বালা ভয়ে ভীত মন। একদৃষ্টে কোতয়ালে করে নিরীক্ষণ ॥ দৈবফলে হেনকালে রাজার মহিষী। কোতয়াল নিকটেতে উপনীত আসি ॥ তারে দেখি কোতয়াল ক্রোধে উঠে জ্বলে। বহুবিধ প্রকারে তাহারে মন্দ বলে ॥ কোতয়াল বলে ভাল জঞ্জাল আমার। হেন প্রেম রাখিতে বাসনা নাহি আর ॥ তোর আশে আছি বসে পেয়ে এত ক্লেশ। মশার জ্বালাতে মোর প্রাণ হৈল শেষ। কাযের মাথায় বাজ নাহি মোর লাজ। তোর সঙ্গে প্রেম করি করেছি কুকায ॥ এই মত কোতয়াল বহুবিধ বলে। ক্রোধেতে চপেটাঘাত করে তার গালে ॥ কাতরা যুবতী হৈল হস্তের আঘাতে। সকাতরে ভূমে পড়ি লাগিল কান্দিতে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে উপপতি পদে। উপপতি বাক্য নাহি কহে মহাক্রোধে ॥ বুঝিয়া যুবতী তার উপপতি মন। সকাতরে পায়ে ধরে করয়ে ক্রন্দন ক্রোধভরে কেন মোরে নাহি কহ কথা। উঠ হদে প্রাণনাথ খাও মোর মাথা ॥ তোমা বিনে অধিনীর অন্য নাহি গতি। কেমনে জানিব প্রাণ না বুঝালে পতি ॥ বারি আশে অধি-

...র কণ্ঠাগত প্রাণ। শীতল করহ প্রাণ করি বারিদান॥ তুমি যদি আর্দ্রতার জ্বালা না জুড়াবে। বল প্রাণ অবলার কি গতি হইবে॥ এত বলে উঠি কোলে নিল প্রাণসঞ্জন। পেলে মধু অলি ত্যাগ না করে কখন॥ উপপতি হৃষ্টমতি যুবতী লইয়ে। করে ধরে পয়োধরে লইল ঢেকে॥ সধবা যুবতী অতি আ... নন্দ অপার। দুজন আলিঙ্গন নিকট প্রকার॥ নানা রঙ্গে অনঙ্গে বিহারে দুই জন। রহস্য প্রকাশ তাহা বলিতে দর্শন॥ মন্ত্রীবর চমৎকার দেখিয়া কারণ। এক চিত্তে দুই জনে করে নিরীক্ষণ॥ রতিরঙ্গে শান্ত হয়ে বসিয়ে দুজনে। রাজাচিহ্ন যুবতী খুলিল বসনে॥ তদন্তরে করে পোছে তার অঙ্গখান। সুখে সুখে দশনে রসনা বিতরণ॥ কণ্ঠমাত্র উপপতি জিজ্ঞাসে কা... রণ। করাঘাতে প্রাণ প্রিয়ে অতি দুঃখ মন॥ ক্রোধে আমি একবার করেছি প্রহার। তাগো আমি আমারে না ... বার। এত শুনি বলে ধনী শুন প্রাণনাথ। একবার যে প্রকার করেছ আঘাত॥ সে আঘাতে দেখিয়াছি এ চৌদ্দ ভুবন মারিলে দ্বিতীয়বার নিশ্চয় মরণ॥ ইতমধ্যে কর্ম্মকারে কৃষক এক জন। সেই পথে যাইতেছিল গাবী অন্বেষণ॥ এই কথা তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সকাতরে অন্তরে থাকিয়া জিজ্ঞা সিল॥ বল ভাই কি দেখিলে এ চৌদ্দভুবন। দয়া করি অধমেরে কহ বিবরণ॥ আমার গাবীর অদ্য না পাই সন্ধান। বল দেখি ইতিমধ্যে আছে কোন স্থান॥ শুনিয়া হইল মন্ত্রী পুলকিত মন। মুখে হেতে ভূমে পুষ্প হইল পতন॥ রাজার মহিষী শুনি কৃষকের কথা। অন্তরে সন্তরে মুখ হেট করি মাথা॥ ক্ষণ পরে করে বহু প্রেম আলাপন। নিশি শেষে নিজবাসে গেল দুই জন॥ রাজনারায়ণ কহে বুঝহ ভাবক। ছন্দ সন্ধ পিরিতের আনন্দ জনক॥

পয়ার। তদন্তর নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে। কারাগারে বদ্ধ মন্ত্রী ভাবিয়া মনেতে॥ হায় কি করেছি আমি কুকর্ম্ম আচার

কেন হেন করিলাম নিষ্ঠুর বিচার ॥ কোন খার উপরোধ বিপাক সময়। পশ্চাৎ মুচ্ছা বড় হৈল জ্ঞানোদয় ॥ এত ভাবি ডাকিয়া আপন অনুচরে। তাহারে লইয়া সঙ্গে গেল কারা-গারে ॥ কারাগারে হরিদাস মনোদাস অতি। হেনকালে উপনীত হইল ভূপতি ॥ আপনি করিলা রাজা বন্ধন মোচন। হরিদাসে প্রতি করে মিনতি বচন ॥ কুকর্ম্ম করেছি আমি না জানি বিশেষ। অকারণে শিষ্টজনে দিনু এত ক্লেশ ॥ মোর দোষ হরিদাস করহ মার্জ্জন। আমি কি করিব ভাই দৈবের ঘটন ॥ সুবোধ নির্ব্বোধ হোয বিপদ সময়। স্নেহ মোহ দেহি ভিন্ন চিহ্ন পাপাশয় ॥ কে খণ্ডিতে পারে যাহা অদৃষ্টে লি-খন। রাজ্য ত্যজি রামচন্দ্র অরণ্য গমন ॥ নারায়ণ কর্ম্ম দোষে রাজ্যের বন্ধন। উদূখলে কর্ম্মফলে বদ্ধ নারায়ণ ॥ ভব ভয় ভবার্ণবে হইয়া কাণ্ডারী। ব্যাধ বাণে প্রাণে কেন মরিলা শ্রীহরি ॥ মন্ত্রী বলে মহারাজ স্থির কর মন। ভৃত্য প্রতি এত কেন বিনয় বচন ॥ বিধির লিখন কেবা খণ্ডিবারে পারে। ঘটিছিল বন্ধন ভোগ ঘটিল আমারে ॥ অষ্টবসু বশিষ্ঠের কুম্ভকী হরিল। দেখিয়া সোণার মৃগী শ্রীরাম ভুলিল ॥ পতি নিন্দা শুনি সতী ত্যজিলশরীর। পাশা খেলি অরণ্যে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥ পঞ্চপতি পাঞ্চালী গেলেন স্বর্গবাসে। ব্রহ্মময়ী সীতা সতী পাতালে প্রবেশে ॥ পুণ্যশ্লোক অগ্রগণ্য ধন্য নল ভূপ। রতিপতি জিনি রূপ অতি রসকূপ ॥ ভাগ্যবশে কর্ম্ম দোষে বনবাস হৈল। স্বর্ণকান্তী দময়ন্তী ভার্য্যা সঙ্গে গেল ॥ কান্তী যাঁর সঙ্গে বিধি তাহে বাদী হলো। সতী সাধ্বী বাধ্যা স্বামী ত্যজি পলাইল ॥ বলি ছলি ত্রিপাদ মৃত্তিকা চাহি দান শেষে হরি রসাতল করিল প্রস্থান ॥ যদ্যপিহ মনদোষিছিতি শুনেছ রাজন। তাহার কারণ তবে করহ শ্রবণ ॥

গাজে বজ্রাঘাতে শব্দ ঘন ঘন ॥ যুগান্তের কালে যেন আগুনি কৃশানু। বিশ্বজনে বিনাশিতে মনে মনস্থ ॥ একে সমীরণ ঘন তাহে মেঘ সখা। ভয় বৃষ্টি ঘোর দৃষ্টি দৃষ্টিতে অদেখা ॥ কুম্ভ লক্ষ ঝম্প সবে শব্দ ঘোর অতি। ঘন ঝম্পে যেন দম্ভে কম্পে বসুমতী ॥ ভয়ঙ্কর ঘোরতর গভীর গর্জ্জনে। লাগে ডর থরথর থর ভীত প্রাণে ॥ লণ্ড ভণ্ড খাদাখাদ্য খণ্ড খণ্ড হলো। ভীত ধাতা মনোব্যথা পুত্র কোথা গেলো ॥ কম্পে পাত্র থর পাত্র বাহ্য পাত্র নিয়ে। কেহ মলে প্রাণে মলে জাল দিলে বিয়ে ॥ চক্ষে বালি বক্ষে ধুলী কক্ষে ঝুলি সাজে। ঘন বৃষ্টি ঝঞ্ঝা দৃষ্টি সৃষ্টি কাঁপে ত্রাসে ॥ আতে খোতে আতে ওতে পড়ে সর্ব্বজনা। বেশ ভিন্ন ছিন্ন কর্ণ বিদীর্ণ দশনা ॥ ঘোর বক্র নাসা ভগ্ন উরঙ্গ সকলে। হীন বল সত্য ফল জল তৃষ্ণা জলে ॥ ছিন্নকেশ অন্য বেশ ক্লেশ বহু পেয়ে। দোষ ফল বিন্দুদল ঘন ঘন হাসে ॥ ইতস্তত ভয়ে ভীত পথ হন্ত হলো। কোথা ধাতা পুত্র কোথা যথা তথা গেল ॥ একি কায় দুঃখে রাজ দেবরাজ বাদি। লাগে ধন্দ মজে শব্দ নিরানন্দ বিধি ॥ ঝাঁপ খাবি ডুব ডুবি ভাবি শোকান্তর। বিধি দেখে জলে ভাসে হাসে পুরন্দর ॥ সমীরণে সব জনে প্রাণে বড় ক্লেশ। পলায়ন্তি সমীরণে ভাবিলেক শেষ ॥ পথাপথ নাহি মত ইতস্তত চলে। বিধির নন্দন পড়ে সমুদ্রের কূলে ॥

অথ অপরূপ ঘটনা বিবরণ।

পয়ার। অতঃপর দণ্ডধর করহ শ্রবণ। লয়ে সেই সিন্দুক সিন্দুর ভৃত্যগণ ॥ সিন্ধুতীরে সিন্দুক রাখিয়া সর্ব্ব জনে। করয়ে ভ্রমণ সবে খাদ্য অন্বেষণে ॥ সিন্দুক খুলিয়া সেই ইন্দ্রের কুমারী। দেখিতেছে সিন্ধুতীর নিরীক্ষণ করি ॥ সেই-কালে সেই স্থলে বিধির নন্দন। দৈবযোগে সিন্দুকে প্রবেশে তৎক্ষণ ॥ দেখে তার মধ্যে বৈসে উত্তমা কামিনী। তার

শুভাশুভ ফল যত তাঁহার আয়ত্ত॥ নাহি শক্তি বিরিঞ্চাদি যতেক দেবতা। শুভাশুভ কর্ম্মেতে সদত আত্ম খাতা॥ রাজা বলে হরিদাস বিচারে পণ্ডিত। অতঃপর আমি আর কি জানি কিঞ্চিৎ॥ হৃদয়ে বিধান করি শ্রীগুরুচরণ। রসিকরঞ্জন রচে রাজনারায়ণ॥

অথ মন্ত্রী প্রতি রাজা তুষ্ট হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী। তবে নৃপবর, হরিষিতান্তর, হরিদাসে জিজ্ঞাসিল। কহ সবিশেষে, গত রাত্রে কিসে, মন উচাটিল হৈল॥ এ সুখ আমোদে, কিসের বিষাদে, ছিল তব মনোদাসা। শেষে দৈবক্ষেত্রে, এসে কারাগারে, কিসে বা হইল হাস্য॥ আমোদে মোহিত, পুষ্পবিকসিত, দেখি মোর চমৎকার। সংসার অনিত্য, জানি ইহা তথ্য, কহ সত্য সারোদ্ধার॥ শুনিয়া মন্ত্রিণী, কহিছেন বাণী, শুন নৃপ গুণমণি। ভয় কি নির্ভয়, করি মহাশয়, আজ্ঞা দিলে দৃঢ় জানি॥ নৃপতি হাসিয়া, মন্ত্রী আশ্বাসিয়া, কহে কিসে ভয় কহ। অভয় তোমায়, কহ সারোদ্ধায়, ঘুচাও মন সন্দেহ॥ রাজ আজ্ঞা শুনি, যোড় করি পাণী, নৃপতির প্রতি কয়। হইয়া গোপন, সব বিবরণ, শুনিবারে আজ্ঞা হয়॥ ভূপ ইহা শুনে, যাইয়া গোপনে, জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীবরে। শুনি ততক্ষণ, মন্ত্রী বিচক্ষণ, কহিলেন মৃদুস্বরে॥ যেমত ব্যাভার, আপন ভার্য্যায়, পতি উপপতি সনে। হইয়া প্রকাশ, অন্তর উদাস, সে ভাব ভাবিয়া মনে॥ পরে দৈবক্ষেত্রে, বান্ধ কারাগারে, মহিষীরে হেরি তথা। কোতয়াল সঙ্গে, নানা কাব্য রঙ্গে, দৈব ক্ষেত্রে মন গাথা॥ দৈবে অকস্মাৎ, ক্রোধেতে আঘাত, কৈল উপপতি তারে। নিরাশ আহ্লাদে, পুনঃ প্রেমসাধে, তার পায়ে রাণী ধরে॥ ঘুচিল সে দ্বন্দ্ব, মনেতে আনন্দ, জিজ্ঞাসিল উপপতি। দৈবের ক্ষেত্রেতে, হস্তের আঘাতে, হয়েছ কাতরা অতি॥ শুনি মৃদুহাসি, ক-

ছিল মহিষী, শুন প্রাণ বিবরণ। এহায় দারুণ, তাহে নবপন, হইল চৌদ্দ ভুবন॥ রানী ইহা বলে, হেন কালে, হীন বুদ্ধি এক জন। শুনিয়া সত্বরা, করিল জিজ্ঞাসা, কিবা নারী অন্বেষণ॥ মরি মনাগুণে, তাহে ইহা শুনে, মুখে হাস্য প্রকাশিল। শুনহ রাজন, এই সে কারণ, পুষ্প বরিষণ হৈল॥ শুনি চমৎকার, হইল রাজার, সংসার অসার বোধ। অবিজ্ঞা অন্তরে, রমণী উপরে, কোতয়ালে অতি ক্রোধ॥ পুনঃ হরিদাসে, নৃপতি জিজ্ঞাসে, কি করি উপায় বল। কহে হরিদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস, বিহিত বিনাশ ভাল॥ ত্যজি নিজপতি, উপপতি মতি, সেজন স্বৈরিণী কয়। হীন বর্ণ জনে, নীচ অনুরক্তা, উপযুক্তা বধে হয়॥ রাজা দিল সায়, দিবা অস্ত যায়, উপনীত হৈল নিশি। পূর্ব্ব রাত্রি মত, কর কার্য্য কত, মন্দিরে আসি মহিষী। কোতয়াল সঙ্গে, নানা রাগ রঙ্গে, অনঙ্গে বিকারে বসি॥ সঙ্গে হরিদাস, কারে নাহি ত্রাস, নৃপতে নিশ্বাস বহে। আপন যুবতী পরে দেয় রতি, তা দেখে কি প্রাণে সহে॥ তর্জ্জন গর্জ্জন, করিয়া রাজন, প্রবেশে মন্দির মাঝে। তীক্ষ্ণ অসি ধারে, বধিয়া দোঁহারে, তুষ্ট অতি নিজ কাযে॥ তবে হরিদাস, অন্তরে উল্লাস, ভূপতির প্রতি কয়। আমার রমণী, দুষ্টা সে স্বৈরিণী, তার কি কর্ত্তব্য হয়॥ শুনিয়া রাজন, কহে ততক্ষণ, যাই চল তব পুরে। উপপতি সনে, থাকে এক স্থানে, বধিব নিশ্চয় তারে॥ এত বলি রায়, মন্ত্রী পুরে যায়, দেখে দ্বারে দ্বার বন্ধ। হৈল হরিদাস, অন্তরে বিরস, নৃপবর নিরানন্দ॥ তবে দুই জন, করিল গমন, যথা খিড়কীর দ্বার। যাইয়া সত্বর, দেখি দ্বারবর, হৈল আনন্দ অপার॥ প্রবেশি অন্দরে, দেখে রমণীরে, আছে উপপতি সঙ্গে। ক্ষণে আলিঙ্গন, ক্ষণে বা চুম্বন, প্রেম আলাপন রঙ্গে॥ মুখে মুখে মুখ, বুকে রাখি বুক, কি কৌতুক কব কত। দশনে দশনা, রসনে রসনা, বিবসনা কামাযুক্ত॥ করে করি কর, ...

পয়োধর, হৃদয় উপরে চাপে। জানুযুগ্ম হেরে, নিতম্ব প্র-হারে, কামের কুহরে কাঁপে॥ বিপরীত রতি, দেখি রতি পতি, প্রাণ লয়ে পলাইল। মদন আগারে, নিতম্ব প্রহারে, মদনিন্দু উথলিল॥ মন্ত্রী হেনকালে, গিয়া সেই স্থলে, বলে মরি প্রাণপ্রিয়ে। কহ সুনিশ্চয়, কত সুখোদয়, উপপতি কোলে নিয়ে॥ যেন অকস্মাৎ, মুণ্ডে বজ্রাঘাৎ, হতোধিক দুঃখ হয়ে। হয়ে মজ্জাবৃত্তি, না হলে আচ্ছাত, খেদে খেদে অন্তরেতে॥ হারিয়ে বিষাদ, বিষম প্রমাদ, পতি হয়ে বাদ সাধে। যেন রাহু আসি, সুখেতে নিরাশি, গ্রাস কৈল প্রেম চান্দে॥ করিতে এ কায, না হইল লাজ, দেখে কায লাজ বাঁধে। রাজনারায়ণ, কহিছে তখন, পড়েছে বিষম ফাঁদে॥

অথ মন্ত্রী স্ত্রীর বিলাপ।

চৌপদী। পড়ে ধনী ধরা, বিচ্ছেদে অধরা, নিরখয়ে ধরা, অধোবদনে। লাজে অঙ্গ জরা, অনঙ্গে কাতরা, হয়ে জ্ঞান হারা, আপন জ্ঞানে॥ বিষম আঘাত, মুণ্ডে বজ্রাঘাৎ, গালে দিয়া হাত, বসিয়া ভাবে। চক্ষে বহে জল, অন্তরে অনল, হইল প্রবল, বল আলাবে॥ করে সুখ সাধ, হইল বিষাদ, দারুণ প্রমাদ, অদৃষ্টে করে। যদি এই দায়, মোর প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়, হয় অন্তরে॥ খেদ এক মনে, আমার কারণে, পাছে বধে প্রাণে, পরের বাছায়। বিষম আহ্লাদে, বন্দি হয়ে কাঁদে, দেখে প্রাণ কাঁদে, কি করি উপায়। হইয়া সুহৃদ, করিবারে হিত, হিতে বিপরীত, ভার্য্যার দোষে। একি সর্ব্বনাশ, করে সুখ আশ, সমূলে বিনাশ, প্রেম প্রিয়াসে॥ প্রেম আশ হার, করে যেবা যার, এই দশা তার, নিশ্চয় ঘটে। অপরের ধন, করিতে হরণ, নিশ্চয় মরণ, হয় সঙ্কটে॥ কহে হাসি, ও প্রাণ প্রিয়সী, কেন দুঃখে ভাসি, মর হুতাশে

গন্ধে গান্ধর্বীরে কহিল সম্বাদ। শুণ শুনে মনের পূরিল ম
সাধ ॥ যুবতীর অনুমতি লইয়া ভূপতি। আরম্ভিল
কার্য্য পুলকিত মতি ॥ কি কহিব কি শুনাব বিবাহ উৎ
ভাবিয়া, ভাবের ভাব ভাবক বুঝহ ॥ তদন্তরে নৃপবর
স্থির করে। জনপদে জন্যারে সাজায় ঘরে ঘরে ॥
রাজ নিজ নামে পরাইল বাস। পৌর্ণমাসী প্রায় শশী
সুপ্রকাশ ॥ নিরূপিত দিনাগত দেখিয়া রাজন। পরম
সাদরে করে সভার সাজন ॥ পাত্র মিত্র পুরোহিত পুর
জন। সমাদরে আনে পরে করি আবাহন ॥ নর্ত্তক
ক্রমে সভায় বসিল। নিপ্রসুতে আনিতে নৃপতি আজ্ঞা দি
আজ্ঞা মাত্র নিপ্রসুতে করিল আদেশ। মনোহর রূপ
ধরি বরবেশ ॥ কেশ বেশ বিন্যাস বাজায়ে বিধিমতে।
নিজ উপনীত রাজার সভাতে ॥ সভাজন মগন মোহ
হাঁদে। অরুণ বরণ যেন মুহূর্ত্ত প্রথমে ॥ সমন্বরে সম
সাবর্দ্ধ ভূপতি। সভামধ্যে বসাইল অতি হৃষ্ট মতি ॥ বি
বিধান দান দ্রব্য সাজাইল। পশ্চিমাদ্যে মনোল্লাসে ব
বসিল ॥ সহচরী করে ধরি রাজকুমারীরে। সসজ্জায় ল
ইয়া আনিল বাহিরে ॥ কন্যা কান্তি হেরি ভ্রান্তি
হইলা। তাহে মেঘমাঝে গেল হইয়া ব্যাকুল ॥ রাও
হেরিয়া চপলা চিত্তে চান্দে। চিত্তে চন্দ্রাননী পদে পড়ি
কান্দে ॥ ঋতুরাজ পেয়ে লাজ ব্যাজ নাহি সহে। হয় বে
ধিক তাপ অঙ্গে অঙ্গ দহে ॥ চিন্তান্তর সন্তাপ অ
প্রাণে। ব্রজকু আন্তির ইন্দু নিজ অঙ্গে হানে ॥ মহী
রাজকন্যা অন্যে অতুলনা। ব্রহ্ম সুধাংশু গর্ব্ব খর্ব্ব গেল
কত বা কহিব আর কন্যার সৌন্দর্য্য। বয়সা আশি
হইল অধৈর্য্য ॥ অতি কামে নষ্ট হৈল রাজা দশানন।
সাদুন সবংশে মরিল দুর্য্যোধন ॥ অতি রূপবতী সতী
পতিব্রতা। কলঙ্কিনী দুঃখিনী জনম দুঃখযুতা ॥ অতি

কোন কার্য্য না হয় শোভন। বল্লারকে প্রভু জিনিয়া কাহেন লিখন ॥

বিপ্রসুতের বিবাহ সময়ে কন্যা হরণ।

পয়ার। বাদ্য ভাণ্ডে নানা কাণ্ডে ব্যাপিল চারিকাণ্ড। দৈব-দোষে উপস্থিত বিপরীত কাণ্ড ॥ দৈবে এক নিশাচর নি-শিতে ভ্রমিতে। হইল মোহিত দৃষ্টে কন্যার রূপেতে। আচ-ম্বিতে মায়া মেঘ করি আচ্ছাদন। বজ্রাঘাত আঁধার নে ঝঞ্ঝা হানে ঘন ॥ গগনে গর্জ্জন ধ্বনি শুনি লাগে ভয়। ঝঞ্ঝা বৃষ্টি মায়া বৃষ্টি অন্ধকারময় ॥ সভা ভঙ্গ নিজ অঙ্গ নিরক্ষীতে নারে। হেনকালে নিশাচর প্রবেশিল পুরে ॥ বলাৎকারে কন্যারে করিয়া আকর্ষণ। অন্তরীক্ষে লয়ে দুষ্ট করিল গমন ॥ নিশাচর গেল ঝড় নিবৃত্তি হইল। পুনর্ব্বার সভা করি স্থগিত বসিল ॥ তার পরে সবে করে কন্যা অন্বেষণ। না দেখিয়া কন্যারে চিন্তিত সর্ব্বজন ॥ একি দায় হায় হায় কন্যা কোথা গেল। বহুক্ষণ অন্বেষণ অনেক করিল ॥ না পাইল কোন স্থানে কন্যার সন্ধান। না জানিল কন্যা কোথা করিল পয়াণ ॥ দুঃখযুক্ত মাতা পিতা না দেখিয়া সুতা। দুঃখাকুল ভাবে মন কন্যা গেল কোথা ॥ উচ্চৈঃস্বরে সবে করে সভায় ক্রন্দন। হইয়া ব্যাকুল মন সখা চারি জন ॥ রজনীতে তথা হৈতে বাহির হইল। নগর ভিতরে পরে প্রবেশ করিল ॥ চারি জন আপন আপন দুঃখে লিপ্ত। নারী আশা ত্যাগ অন্তর হৈল ক্ষিপ্ত ॥ রাজপুত্র তথায় ছাড়িয়া তিন জন। একা একা চলিল কন্যার অন্বেষণ ॥ বজ্রমত্ত রাজসুত প্রবোধ ক-রিল। হইয়া নিরস্ত পরে ডাকিয়া কহিল ॥ অতঃপর শুন সবে আমার বচন। এক বর্ষ মধ্যে যদি আইস কোন জন ॥ কান্যকুব্জ নগরে করিবে অন্বেষণ। অন্বেষণে তথা মোর পাবে দরশন ॥ এত বলি রাজপুত্র নিরব হইল। তিন জন তিন দিকে গমন করিল ॥

কাপে হৃদে বাঁধ করিয়া যতন। লজ্জা নারী রজ্জু দিয়া করহ বন্ধন॥ গঙ্গা পার পুত্র রত্ন সুধা তুল্য আছে। জোর করে দিবা পায় দুষ্ট কারো কাছে॥ একদেশে রাখিলে না থাকিবে সে জন। শাস্ত্র মত বটে কথা শুন প্রাণধন॥ যখন সে নারী সঙ্গে অনিবার হবে। গোপ্ত মতি রজ্জুরদা কোথা প্রবেশিবে॥ দ্বিজ রাজনারায়ণ করে নিবেদন। অন্তে যেন পাই কন্দে শ্রীনাথ চরণ॥

পাত্রপুত্র শ্রীরাজ্য গমন এবং তথাকার বর্ণন।

পয়ার। চলিল পশ্চিমদিগে পাত্রের নন্দন। নারী আশ ছাড়ি নিশ্বাস ঘনে ঘন॥ ভাবে মনে নারী বিনে না বাঁচিব আর। শরীর সংহার হয় আশার সুসার॥ অদৃষ্ট অনিষ্ট হেতু কত পাই এত। রাজ্য ভ্রষ্ট ধন নষ্ট সর্ব দুঃখে হত॥ একি দায় প্রাণ যায় উপায় কি করি। অকূলে পাইতে কূল নাহি কূল তরী॥ তাহে দুঃখসিন্ধু বাড়ে বন্ধুগণ খেদে। নিরাশ্রয়ে নিরুপায়ে মরি সে বিষাদে॥ এই মত পাত্রসুত ভাবিয়া বিস্তর। উপনীত হৈল এক পশ্চিম নগর॥ কামপুর নাম সে নগর মনোরম। সুরাসুরে তিন পুরে নাহি তার সম॥ তদন্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশে নগরে। কে পারে বর্ণিতে যত অদ্ভুত সে হেরে॥ গ্রাম্য মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব আলয়। যে আলয় হেরি ইন্দ্রালয় লয় হয়॥ মন্ত্রীসুত চমৎকৃত চারিভিতে হেরি। যে দিগে নিরখে দেখে সেই দিকে নারী॥ তদন্তর পাত্রসুত ডাকি এক নারী। জিজ্ঞাসিল রমণীরে এই কার পুরী॥ এত বলি সে রমণী কহিল তাহারে। জানহ বৃত্তান্ত এর প্রবেশি ভিতরে॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র চমৎকৃত মন। ধীরে ধীরে সেই পুরে করিল গমন॥ প্রথম দ্বারেতে দেখে অপূর্ব্ব ঘটন। অস্ত্র ধরিয়াছে দ্বারী যত নারীগণ॥ এই মত দ্বারে দ্বারে কত শত জনা। প্রবেশিতে

ভিতরেতে দাখি করে যান।। এইরূপ অপরূপ দে
দেখিতে। প্রবেশ করিল এক অপূর্ব্ব পুরীতে।। স্বু
গঠনে ভুবন করে আলো। নিশাকর কর করে তার
জাল।। শ্বেত পীত ঝাড় কত অবিরত দোলে কটা
চাহিলে মুনির মন ভুলে।। চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নী
মণি। অপূর্ণ চন্দ্রিমা তুল্য দর্পণ নাখানি।। নাহি
রত্ন পড়ে স্থলে স্থলে। শোভাকর মণি চুণি মুকুতা প্রব
এইমত কত শত দেখিতে দেখিতে। প্রবেশ করিল এক
মধ্যেতে।। উত্তম আসনে বৈসে নারী দুই জন। সহ
করে চামর ব্যজন।। যন্ত্রিণী মন্ত্রিণীগণ বৈসে আসে
রূপকুপ রূপবতী কত শত বৈসে।। দেখিয়া পাত্রের
দুই যুবতী। মদনে মোহিত মন উচাটন মতি।।
বর্ণনা কি করিব পদে পদে। কামের বাসনা পুরে ধ
পদে।। জগতে উত্তমা জানি রম্ভা তিলোত্তমা। বে
কণ্ডু নয় তার দাসী সমা।। আপনি অনঙ্গ সেই অঙ্গ
নয়ন কটাক্ষে আছে পঞ্চবাণ লয়ে।। যার প্রতি যুবতী
উন্মিলন। পঞ্চবাণ তার প্রাণে হানয়ে মদন।। পা
মোহিত হেরিয়া নারীগণ। সমাদরে সভা মধ্যে বসায়
পাত্রসুতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। নকান্তরে জুতি
দুঃখ নিবেদিল।। দুঃখ বার্ত্তা শুনিয়া যুবতী দুই জনা।
দুখী অতি দুঃখী সজল নয়না।। সহচরীগণে তবে
করিল। আজ্ঞা মাত্র ততক্ষণ উদক আনিল।। ক
দাসীগণ পদ প্রক্ষালন। জলপান দ্রব্যাদি করিয়া আ
প্রধানা যুবতী দোঁহে পাত্রপুত্রে কয়। জলপানে আ
কর মহাশয়।। শুনিয়া পাত্রের পুত্র বিনয় বচন।
সামগ্রী তার করিল ভক্ষণ।। কতক্ষণে দিবাকর কর
শেষ। রব শূন্যে সুলাবণ্যে যামিনী প্রবেশ।। ক
কামিনীগণ যামিনী সময়ে। আরম্ভিল গীত বাদ্য যন্ত্র

পিয়ে ॥ গান শুনে মগ্ন মনে পাত্রের নন্দন। সুস্বরে সি-
শায়ে স্বর গায় কতক্ষণ ॥ শুনিয়া মোহিত কহে নারী দুই
জনা। আরম্ভিল নিজ স্বর হইয়া মগনা। ভাঁবিয়া গানের
ভাব কত ভাব উঠে। দম্পত্য মিলন যেন এই রূপ ঘটে ॥
লাগি ভাব আবির্ভাব আপনি অনঙ্গ। উথলিল রসাভাসে
রসের তরঙ্গ ॥ তত্পরে দোঁহে হৈল গীত বাদ্য সায়। আ-
পন সঙ্গিনীগণ দিলেন বিদায় ॥ পাত্রপুত্রে কহে তবে হইয়া
নির্জ্জন। আমা দোঁহাকারে তব ইচ্ছা হয় মন ॥ শুনিয়া
হাসিয়া বলেন আমিত না জানি। ইহার সিদ্ধান্ত কর মনে
অনুমানি ॥ এত শুনি দুই জন তাহার বচন। অন্য স্থলে
এক জন করিল শয়ন ॥ আর জন লয়ে সেই পাত্রের কুমারে
প্রেম বশে নব রসে তুষিল তাহারে ॥ নানা মত রব কত
কাব্য আলাপন। তাবে বুঝ তাদের তালক যেই জন ॥ চির
বিরহিণী ধনী ছিল যে আগুনে। সে আগুন নিবারণ সুবক
মিলনে ॥ কতক্ষণে রজনী হইল আসি শেষ। তমো নাশি
দিবা আসি করিল প্রবেশ ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে পাত্রের
নন্দন। নীত মত কর্ম্ম যত কৈল সমাপন ॥ যত দাসীগণ
আসি নিযুক্ত হইল। মনোসুখে উভোদকে স্নান করাইল ॥
মন আশে দিব্য বাসে করাইল বেশ। সে ঠাম দেখিলে কাম
হয় প্রাণে শেষ ॥ দেখি রূপ রসকূপ নারী দুই জনা। হেরি
চান্দে চকোরিণী যেমত মগনা ॥ অনন্তর যত্ন করি খাদ্য
আয়োজন। মনোসুখে পাত্রসুত করিল ভোজন ॥ কপূর্যুক্ত
তাম্বূল আনিয়া দিল পরে। খাইয়া তাম্বূল অতি আনন্দ
অন্তরে ॥ তদন্তরে পাত্রসুত করিল শয়ন। চামর ব্যজন
করে সহচরীগণ ॥ কুঙ্কুম কস্তুরী মৃগমদ সুচন্দন। মনো-
সুখে করে কেহ অঙ্গেতে লেপন ॥ হৃষ্টমনে সুখাসনে সুখে
নিদ্রা গেল। রঙ্গে ছলে দিবা গত যামিনী আইল ॥ অন-
ন্তরে আইল সেই নবীনা যুবতী। বার সহ পূর্ব্ব রাত্রে না

ভুঞ্জিল রতি ॥ দাসীগণে ততক্ষণে দিল অনুমতি। বিদায় লবে গেল শীঘ্রগতি ॥ অনঙ্গ রাগেতে হয়ে পুলক অঙ্গ। অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কৈল নিদ্রা ভঙ্গ ॥ ভঙ্গে পাত্রসুত চাহে ততক্ষণ। যামিনী কামিনী কাছে হৃষ্টমন ॥ প্রেমবাক্য কৌশলে বাড়াইয়া অনুরাগ। কিল আনন্দেতে মদনের যাগ ॥ ঘন ঘন আলিঙ্গন প্রহার। উথলিল উভয়ের সুখ পারাবার ॥ প্রেমে মত্ত তন্তু প্রেম নিত্য বাড়ে। পলকে প্রলয় হয় তিলেক না ছা কত কব নিত্য নব প্রেমের উল্লাস। কার বা মনসিজ কৈল নাশ ॥ উভয়ে প্রণয় সমা কেহ কম নয়। কায়া মত সদা সদালাপে রয় ॥ এই মত কিছু দিন করিল ব এক দিন দৈবাধীন শুন বিবরণ ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম গণ দাস। তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

স্ত্রীরাজ্যের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণে পাত্র-
সুতের পলায়ন।

পয়ার। যামিনীতে কামিনী লইয়া সুখে কোলে। তারে জিজ্ঞাসিল প্রেমের কৌশলে ॥ শুন শুন প্রাণ আমার বচন। এই রাজ্যে নারীময় হৈল কি কারণ ॥ যে নিরখি দেখি সেই দিকে নারী। বুঝিতে ইহার ভাব ত নাহি পারি ॥ ত্রিভুবনে নয়নে না হেরি হেন দেশ। তুমি মোরে শুনাহ বিশেষ ॥ এত শুনি চন্দ্রাননী কহে ক্ষণ। শুন শুন প্রাণনাথ পূর্ব্ব বিবরণ ॥ চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর। এই স্থানে নির্জ্জনে থাকিত নিরন্তর ॥ আন লইয়া সঙ্গে সহস্র রমণী। কিছু দিন রঙ্গে সুখে দিবস রং দ্বারে দ্বারী যত নারী অস্ত্র হাতে করে। অন্য জনে নাহি প্রবেশিতে নারে ॥ সারি সারি নারী লয়ে কা বাজায়। কেহ বেচে কেহ কেনে আনন্দ অপার ॥ এক

চিত্ররথ উদ্যানেরে গেল। সেই স্থলে কিছু দিন বিলম্ব হইল॥ সুচিকর্ণ নামে এক দৈত্য কদাচারি। প্রবেশিল নগরে গন্ধর্ব্ব রূপ ধরি॥ চিত্ররথ ভাবিয়া যতেক নারীগণ। প্রেমরসে মায়াবেশে তোষে তার মন॥ কত মত যতেক যুবতী রতি দানে। নিগূঢ় বৃত্তান্ত তার কেহ নাহি জানে॥ এক দিন চিত্ররথ রথ আরোহণে। উপনীত হৈল আসি আপন ভবনে॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে চমৎকৃত হলো। ওমা একি দেখি দেখি কে পুনঃ আইলো॥ দানবেরে চিত্ররথ ক্রোধেতে জিজ্ঞাসে। কে তুমি কোথায় হৈতে আইলে মোর বাসে॥ এত শুনি সুচিকর্ণ করিল উত্তর। আমারে কি নাহি চিন তুমিরে বর্ব্বর॥ আমার আলয় এই আমার রমণী। কে তুমি আইলে হেথা আমিত না চিনি॥ এত শুনি চিত্ররথ দুষ্টের বচন। সঘনে কম্পিত অঙ্গ তর্জ্জন গর্জ্জন॥ লম্ফ দিয়া মস্তকেতে ধরিয়া তাহারে। ক্রোধে করে পদাঘাত দৈত্যের উপরে॥ চিত্ররথ আঘাতে সক্রোধ হয়ে মন। দুই জনে মহাযুদ্ধ আরম্ভে তখন॥ নানামত বাহু যুদ্ধ করিয়া বিস্তর। বলহীন সুচিকর্ণ হইল কাতর॥ ক্রোধ ভরে দানবেরে পাড়িল ভূতলে। সকাতরে সুচিকর্ণ চিত্ররথে বলে॥ দৈবে ভুল দর্পচূর্ণ পূর্ণ হৈল আশ। অধমেরে দয়া করি না কর বিনাশ॥ সকাতরে যোড় করে বিনয় করিল। দয়া করি দানবেরে প্রাণে না মারিল॥ ক্রোধভরে তাহারে কহিল শাপবাণী। অধর্ম্ম হেতুক জন্ম হইবে স্ত্রীযোনি॥ এই দেশে না হইবে পুরুষ উৎপত্তি। প্রজা রাজা এ স্থলের হইবে যুবতী॥ অন্য দেশ হৈতে যদি পুরুষ সঞ্চার। তার সহ করে কেহ রতি ব্যবহার॥ তার অঙ্গ সঙ্গে যদি নারী গর্ভ ধরে। তবেত পুরুষ হবে দেশ ব্যবহারে॥ শুনিয়া দারুণ শাপ যতেক যুবতী। চিত্ররথ চরণে ধরিয়া করে স্তুতি॥ অঙ্গ সঙ্গে যদি প্রভু না বাঁ-

যাঁর অঙ্গ পরশিল পাষাণ দেহেতে ॥ যেই মাত্র সেই শিলা হয় পরশিল। স্পর্শ মাত্রে নিজ দেহ পাষাণ হইল ॥ পাত্র পুত্রে দেহ যদি হইল পাষাণ। আশ্চর্য্য দেখিয়া ধনী হইল হয়রান ॥ বহু মত মন্ত্র যত জানিত যুবতী। নিস্তারিতে পাত্রদেহ করিল যুকতি ॥ মন্ত্র বল বিফল দেখিয়া সে যুবতী দেবের নিগ্রহ হেতু আপন দুর্গতি ॥ দুঃখনীরে রূপবতী হইল মগনা। অনেক বিলাপ করে সজলনয়না ॥ বিলাপ বর্ণনা কেবা বর্ণিবারে পারে। সে খেদ শুনিলে পরে পাষাণ বিদরে। বিপদ সময়ে খেদ উচিত না হয় ॥ অন্বেষণে করিব উপায় চেষ্টায় ॥

অথ পাত্রসুত পাষাণ দেহ হইতে উদ্ধার এবং স্ত্রী প্রাপ্ত।

পয়ার। এই মতে অরণ্যেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উপনীত হইল এক নদীর তীরেতে ॥ দেখিল মন্দির এক নদীর তটেতে। প্রবেশ করিল ধনী তাহার মধ্যেতে ॥ কালীরূপা কালদারা কাল বিনাশিতে। ত্রিলোক জননী তারা ত্রিতাপ নাশিতে ॥ মুক্তকেশী করে অসি মুণ্ড বামহাতে। ভবার্ণবে ভেবে ভব চরণ তলেতে ॥ শরীর রোমাঞ্চ সেই রূপ দর্শনেতে। প্রণমিয়া যুবতী দাঁড়ায় যোড়হাতে ॥ করিল অনেক স্তব একান্ত মনেতে। সুপ্রসন্না ভবজায়া না হৈল তাহাতে ॥ নিরাশ ভাবিয়া কন্যা আপন মনেতে। স্থির কৈল সেই স্থলে প্রাণ তেয়াগিতে ॥ তীক্ষ্ণ এক অসি ছিল দেবীর পার্শ্বেতে। সেই অসি রূপসী লইল নিজ হাতে ॥ উদ্যতা হইল দিতে আপন গলেতে। হেনকালে দৈববাণী পাইল শুনিতে ॥ হয়েছি সন্তুষ্টা আমি তোমার স্তবেতে। পাষাণ মোচন হবে তোমার পুণ্যেতে ॥ আমার চরণামৃত লৈয়া মন্দিরেতে। ছিটাইয়া দেহ গিয়া পাষাণ দেহেতে ॥ সন্দেহ না কর তুমি

আমার বাক্যেতে। শুনি সুন্দরী অলি ত্যজিয়া ভূমিতে॥ দেবীর চরণামৃত লৈয়া যতনেতে। ছিটাইল দিল যত পাষাণ দেহেতে॥ অল্প মিষ্ট অর্থাণ্ডিত দেবীর বরেতে। পূর্ব্বমত দেহ যত হৈল আচম্বিতে॥ পশু পক্ষীগণ যত ছিল সে স্থলেতে। সকলে পাইল ত্রাণ পাষাণ হইতে॥ সাধুকন্যা পতি সহ পাইয়া পরিত্রাণ। যুবতীরে স্তুতি করে বিবিধ বিধান॥ তদন্তরে দেখ এক অপূর্ব্ব ঘটন। হইল পাষাণ মুক্তা কন্যা এক জন॥ পাত্রসুতে বহুবিধ স্তবন করিল। কে তুমি বলিয়া তারে হেতু জিজ্ঞাসিল॥

অথ পাষাণ বিবরণ দণ্ডী চণ্ডী উপাখ্যান।

পয়ার। সুকৌশলে কন্যা বলে শুন সেই কথা। কই আমি বিপ্র পত্নী বিপ্রের দুহিতা॥ উদ্যানক নাম মুনি ছিল মোর পিতা। দণ্ডীনামে স্বামী আমি তাহার বনিতা॥ পিতৃ গৃহে রহিলাম যৌবন সংযুক্তা। কুসঙ্গেতে কুবুদ্ধিতে হৈলাম অন্যমতা॥ ত্যজি পতি রতি আশে পরপতি রতা। প্রকাশ হইতে নাহি থাকে পাপ কথা। তদন্তর পতি মোর পাইয়া বারতা। নিজ গৃহে লইয়া গেল হয়ে উদ্যোগিতা॥ পতি গৃহে রহি সদা হইয়া দুঃখিতা। নিরন্তর অন্তর চিন্তার অনুগতা॥ দৈবেতে বসন্ত নিশি হইল আগতা। কুহরে কোকিল কত বৃক্ষ মুকুলিতা॥ বসন্ত দুরন্ত অতি কৃতান্ত সমতা। হয়ে মত্ত অনঙ্গ অনঙ্গে নিয়োজিতা॥ তাহে আমি নহি নিজ পতি অনুগতা। মনোমত উপপতি অন্তর দুঃখাকুলা॥ রতি লোভে উপপতি করিলাম সেবা। ক্রোধিত হইল পতি দেখি অনারতা॥ ক্রোধে বলে দণ্ডীচণ্ডী হইল দুঃখিতা। তার সমুচিত ফল পাইবে নিশ্চিতা॥ এত বলি ক্রোধে মোরে কহে শাপ কথা॥ হইবি পাষাণ তুই নহিবে অন্যথা॥ ত্রাসেতে পতির পাশে হইয়া চিন্তিতা। স্তুতি করি পদে পড়ি

করিল ব্যগ্রতা ॥ ফল ধাক্কা অথণ্ডন হই আমি শিলা। সঙ্গে স্পর্শিলে মোরে করি অবহেলা ॥ পর পতি স্পর্শন পাপেতে দিলা শাপ। তাতে আর অধিক বাড়িবে অনুতাপ॥ সর্ব্ব জাতি দেহ মোর করিবে স্পর্শন। ভেদাভেদ না করিবে পশু পক্ষীগণ ॥ এত শুনি স্তুতি বাণী কহিল বিধান। তোরে যে স্পর্শিবে সেই হইবে পাষাণ। দেখিতে দেখিতে দেহ পাষাণ হইল। সম্ভবে পতি মোর এথা রাখি গেল ॥ অতঃপর এই মোর পূর্ব্ব বিবরণ। তোমার পুণ্যেতে মোর শাপ বিমোচন ॥ কহিয়া বিপ্রের কন্যা পূর্ব্ব বিবরণ। তীর্থ পর্য্যটনে তবে করিল গমন ॥

অথ সাধু কুমারীর গন্ধর্ব্ব গ্রস্ত বিবরণ।

পয়ার। পাত্রসুত দণ্ডী কথা করিয়া শ্রবণ। সাধু কুমারীরে তবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ সুন্দরী পাষাণগ্রস্তা হৈলা কি প্রকারে। কি প্রকার আইলা এথা কহ সুবিস্তারে ॥ কন্যা বলে শুন তবে কহি বিবরণ। কহিতে লোমাঞ্চ হয় ভয় সংঘটন ॥ শয়নে তোমার সহ ছিলাম বাসরে। কিছু নাহি জানি রাত্রে নিদ্রায় কাতরে ॥ প্রভাত সময়ে মোর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ। দেখিয়া গন্ধর্ব্ব মোর হইল আতঙ্ক ॥ ভয়েতে নাসিকা হয়ে মুদিলাম আঁখি। এথায় গন্ধর্ব্ব মোরে আনিয়া একাকি ॥ শৃঙ্গারাভিলাষে মোরে লইল নির্জ্জনে। শিলার বৃত্তান্ত সে গন্ধর্ব্ব নাহি জানে ॥ যেমন গন্ধর্ব্ব মোরে এখানে আনিল। শিলা পরশনে অঙ্গ শিলাময়ী হৈল ॥ ভঙ্গ হর গন্ধর্ব্বের না জানি কারণ। শুনিয়া পাত্রের পুত্র চমৎকৃত মন ॥ একাসনে তিন জনে বসিয়া তখন। আকর্ষণী মন্ত্র পুনঃ করিয়া স্মরণ ॥ ততক্ষণে অন্তরীক্ষে গমন করিল। সাধুর আলয় আসি উপনীত হৈল। কন্যা সহ সাধু দেখি আপন জামতা। আনন্দ অন্তরে তবে জিজ্ঞাসে বারতা ॥

পাইল পাত্রপুত্র সব বিবরণ। আনন্দেতে মগন হইল সর্ব্ব জন॥ কিছু দিন সেইস্থলে করিয়া যাপন। রাজপুত্র জন্য হয়ে মন উচাটন॥ আকর্ষণী মন্ত্র তবে শিক্ষা করে পরে। কান্যকুব্জে যাইব কহিল সদাগরে॥ শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে বিদায় হইল। আপনার দুই ভার্য্যা নির্জ্জনে ডাকিল॥ দুইজনে বহুবিধ বিনয় করিয়ে। উভয়েরে সমর্পণ করিয়া উভয়ে॥ পতির বিদায়ে দোঁহে সকাতরা হৈল। পাত্র পুত্র কান্যকুব্জ গমন করিল॥ সাধুপুত্র দক্ষিণেতে করিয়া গমন। যে প্রকারে পাইল তার নারীর জীবন॥ অতএব সে সব করিব বিরচন। যাহাদৃষ্টে পুলকিত হবে গুণিগণ॥ গুরু পদাম্বুজ রজ করি শিরে ধার্য্য। রচে গ্রন্থ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য॥

অথ সদাগরের পুত্র বিবস্ত্র রাজ্যে গমন।

ত্রিপদী। সদাগর সুত, হয়ে দুঃখাবৃত, আপন ভার্য্যার শোকে। সঘনে নিশ্বাস, ছাড়ি প্রাণ আশ, মনোদাস্য মনো দুঃখে॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথ বিশ্রামেতে, উপনীত এক দেশে। অতি চমৎকার, সে দেশের ব্যাভার, সর্ব্ব জীববাসে॥ অপরূপ দেশ, নাহি লজ্জা লেশ, নারীগণ বিবসনা। সবে পরস্পরে, কারে নাহি হেরে, সমভাব সর্ব্বজনা॥ রাজার সভায়, যেবা কেহ যায়, সেই সে কপিন পরে। সভা হৈলে ভাঙ্গা, ছাড়ি যেতা খণ্ড, জড়ায় মস্তকোপরে॥ নাহি ভদ্রা ভদ্র, রূপসে দরিদ্র, নাহি জ্ঞান কর্ম্মকাণ্ড। যদি কোন জন, পরয়ে বসন, নৃপতি করয়ে দণ্ড॥ সবে নত শির, দেখিতে কুধীর, পরস্পরে নাহি দৃষ্টি। ভাবে সাধুসুত, হয়ে চমৎকৃত, সৃষ্টি ছাড়া একি সৃষ্টি॥ ভাবিতে ভাবিতে, দেখ আচম্বিতে, বিপ্র এক উপনীত। পাইলে রতন, দরিদ্র যেমন, ততোধিক পুলকিত॥ করি স্তুতি নতি, অনেক মিনতি, হেতু জিজ্ঞাসিল পরে॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ, কহিছে তখন, পূর্ব্ব বার্ত্তা সুনি তারে॥

অথ সদাগরের পুত্র ত্রিনেত্র রাজ্যে গমন।

ত্রিপদী। শুন সব সবিশেষ, ছাড়িয়া বিদর্ভ দেশ, উপনীত ত্রিনেত্র দেশেতে। তথা হেরি চমৎকার, কহি তার সুবিস্তার, অবক্তব্য বর্ণনা করিতে ॥ স্ত্রী পুরুষ যত জন, সবে দেখে ত্রিনয়ন, এক জনে জিজ্ঞাসা করিল। এত শুনি ততক্ষণ, হয়ে পুলকিত মন, বিবরণ কহিতে লাগিল ॥ পূর্ব্বে ছিল এই রাজ্য, সুরাসুর নাগ গ্রাহ্য, সকল জনের অনুপমা। এ দেশের নারীগণ, ছিল অতি সুগঠন, নিজ রূপে আলো করে তমা ॥ অবণিত সুলাবণ্য, পৃথিবীতে ধন্যা ধন্য, অন্য তার নাহি দেখি সমা। সকলের মনোরমা, সুরাসুরে প্রিয়তমা, নহে সমা রম্ভা তিলোত্তমা ॥ দেখি সব রূপবতী, মদনে মোহিত মতি, মহাদেব আসি তক্ষণে। আসি তবে আশুতোষ, হয়ে অতি সসন্তোষ, পরিতোষ রমণী রমণে ॥ নব যুবতীর সঙ্গে, সানন্দ সম্ভোগ রঙ্গে, মনরঙ্গে করেন বঞ্চন। এক দিন দৈব গতি, এই কথা শুনি সতী, আসি নিজ পতি অন্বেষণে ॥ নিজ জন লয়ে সঙ্গে, আসি ভগবতী রঙ্গে, এই দেশে উপনীতা হয়ে। তাবি ভগবতী ভাব, তদাগরে মহাদেব, ছলে ছলি ছল আরম্ভিয়ে ॥ দেশের পুরুষগণ, সবে কৈল ত্রিনয়ন, যাহে সতী না পারে চিনিতে। তদন্তরে ভগবতী, হয়ে চমৎকার অতি, তব তাবে লাগিল ভাবিতে ॥ সর্ব্বজন ত্রিলোচন, তাহে শিব নিভূষণ, হেরি হৈল বিচলিত মন। দেখি দেশ দুঃখ অতি ভব ভেবে ভগবতী, ক্রোধে শাপ দিল ততক্ষণ ॥ যেমন চলিলে মোরে, পড়িলা দৈবের ফেরে, সকলে হইল ত্রিলোচন। শিবের ভূষণ যত, ক্রমে হৈল অনুগত, সতী কথা না হয় লঙ্ঘন ॥ ত্রিনেত্র হইল সবে, দুঃখ ভাবে অনুভবে, এই সে পূর্ব্বের বিবরণ। এত শুনি সাধুসুত, হয়ে অতি পুলকিত, স্থানান্তরে করিল গমন ॥

অথ সাধুপুত্রের শক্তীর প্রাণদান।

ত্রিপদী। এইরূপে দেশে দেশে, ভ্রমণ করিল ক্লেশে, বিশেষ কে পারে বর্ণিতে। এইরূপে এক দেশে, উপনীত হল শেষে, ভার্য্যা শোকে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥ ক্ষুধায় কাতর অতি, পথশ্রান্তে ক্লান্তমতি, গেল পরে এক দেবাগারে। সাধু সুত হৃষ্টমতি, প্রণমিয়া করে স্তুতি, হেরে এক বিপ্র সে মন্দিরে॥ অতি শিষ্ট সে ব্রাহ্মণ, দেব দ্বিজ পরায়ণ, প্রতিমার করয়ে অর্চ্চনা। কি কব দৈবের কথা, বিপ্র পূজা করে যথা, তথা ছিল শিশু এক জনা॥ অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে সেই ব্রাহ্মণেরে, বারে বারে ধ্যান ভঙ্গ হয়। দ্বিজবর অতঃপরে, শিশুরে প্রবোধ করে, অবোধ প্রবোধ নাহি রয়॥ সক্রোধ হইয়া মন, দ্বিজবর ততক্ষণ, অসি করে করিয়া গ্রহণ। বিষম ক্রোধের ভরে, অসীম অসির ধারে, বালকেরে করিল ছেদন॥ বালক হইল হত, বিপ্র অতি আনন্দিত, পূর্ব্বমত পূজায় বসিল। সাধুসুত দূরে থাকি, এসব কারণ দেখি, মনোদুঃখে ভাবিতে লাগিল॥ এমত না দেখি কাণ্ড, লঘুপাপে গুরুদণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিল বালকে। ব্রাহ্মণ এমত চণ্ড, নাহি দয়া সুপাষণ্ড, ভণ্ড ভণ্ড ব্যক্ত পণ্ড লোকে॥ হয় দ্বিজ পাপাশয়, নাহি তার স্নেহোদয়, ধর্ম্মভয় নাহিক শরীরে। করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যাজ, দেখিব ইহার কায, পূজা অন্তে কি প্রকার করে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষণেক পরে, পূজা সমাপণ করে, বালকেরে দিল প্রাণদান। শিশু তবে প্রাণ পেয়ে, ব্রাহ্মণেরে কটুকয়ে, অতিবেগে করিল প্রয়াণ॥ ইহা দেখে সাধুসুত, হয়ে অতি চমৎকৃত, পদানত হইয়া বিপ্রের। আপনার যথাজ্ঞানে, স্তুতি করে সে ব্রাহ্মণে, নিজদুঃখ কহে অতঃপর॥ দেখি দীন দুঃখাকর, অনুকূল দ্বিজবর, তদন্তর কহে সাধুসুতে। কেন মন দুঃখান্বিত, কিবা হেতু বিষণ্ণ, বলহ কারণ সমাগ্রেতে॥ শুনিয়া সাধুর সুত, পুলকিত সুবিহিত, পদানত হইয়া বিপ্রের। হৈলে যদি অনুকূল, ...

শোকে দেহ কুল, আকুল দুর্ব্বল মদাশয় ॥ আমার রমণী সতী, চন্দ্রাননী সরূপিণী, দৈবে ফণী দংশনে মরিল। মরিয়া ভার্য্যার শোকে, দিক দশ শূন্য দেখে, দিন দিন দুর্গতি বাড়িল ॥ অস্থি ভস্ম শেষে শেষে, লয়ে প্রাণ দান আশে, দেশে দেশে উদাসে ভ্রমণ। ভাবি বুঝি ভাগ্যফলে, প্রাণদান পাবে বলে, তব সনে হৈল দরশন ॥ দীন দেখি দয়া করে, কৃপাদৃষ্টে সকাতরে, রমণীরে দেহ প্রাণদান। শুনেব বুঝিয়া ভাব, বলে আর নাহি ভাব, বাঁচাইব তব প্রাণ প্রাণ ॥ হয়ে হরষিত মতি, স্তবে পুলকিত অতি, শীঘ্রগতি অস্থিশেষ লয়ে। মৃত্যুসঞ্জিবনী মন্ত্রে, সুমন্ত্রিত করি তন্ত্রে, মন্ত্রে কন্যা দিল বাঁচাইয়ে ॥ পূর্ব্বমত হৈল দেহ, ব্রাহ্মণেরে অনুগ্রহ, নিসন্দেহ সিদ্ধি সর্ব্ব কার্য্য। অনুরক্ত দ্বিজভক্ত, নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত, ভবে মুক্ত মুক্তিতে সাযুজ্য ॥ ভয়ঙ্করা ভয় সেতু, তাহে তরাবার হেতু, দ্বিজপদ তরণী তরঙ্গে। দৃঢ়রূপ মন রাখি, কালে কালে দিয়া ফাঁকি, নিস্কালে তারহ মনোরঙ্গে ॥

অথ সাধুসুতের গুটিকা প্রাপ্ত।

পয়ার। সাধু নিজ বধূ বিধুবদন নিরখি। মোহেতে গমন মনে মনে বড় সুখি ॥ বিনয়েতে ব্রাহ্মণেরে বিবিধ প্রকারে। স্তুতি নতি মিনতি করিল যোড় করে ॥ বিপ্রব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্ম মর্ম্ম সবাকার। ইন্দ্র চন্দ্র নগেন্দ্র নরেন্দ্র তুচ্ছ যার ॥ অসার সংসারে সার সকলের নিধি। বেদ বিষ্ণু বিশ্বপূজ্য বিধাতার বিধি ॥ লোকভর্ত্তা সর্ব্বকর্ত্তা ভবভর্ত্তা দ্বিজ। ভবার্ণবে ভবের ভরসা পদরজ ॥ ভক্তিভাবে ভগবান ভাবি বিপ্র পদে। অদ্যাপি ধারণ ভৃগু পদ চিহ্ন হৃদে ॥ তাপিত তনয় ভরাইলে ভূরাদেবে। কিঙ্কিণী, করুণাময় কহি বিনয়েতে ॥ কেমনে কামিনী লইয়া যাব নিজ দেশে। হরিবে নিরাশ শেষে হবে আশাবশে ॥ কুলবতী কামিনী কুলের ভয় অতি। রূপবতী

মনোরমা উত্তমা যুবতী ॥ নচনক্ষু নখাঙ্কন নাহি শোক আর। ভাবিয়া ভার্য্যার ভাব চিন্তা করিবার ॥ সঙ্গে নারী কিসে চরি পারি যেতে দেশে। ত্রাস নাশে মনোল্লাসে বাক্যায় প্রকাশে ॥ এত শুনি স্তুতিবাণী ব্রাহ্মণ তখন। অপূর্ব্ব গুটিকা এক করে সমর্পণ ॥ গুণিজন জানে যত গুটিকার গুণ। নিরানন্দে নাশিতে সে গুটিকে নিপুণ ॥ রাখিলে মুখেতে যুবা হয় স যুবতী। যুবা হয় যুবতী মুখেতে কৈলে স্থিতি। দেব নর ক্ষ রক্ষ না পায় দেখিতে। যেই জন সেই গুটি রাখয়ে মুখেতে ॥ পাইয়া গুটিকা মুখে রাখে গুণবতী। যৌবন বিশিষ্টা যুবা হইল যুবতী ॥ পুনর্ব্বার প্রণমিয়া ব্রাহ্মণের পদে। বিশেষি বিপদে দোঁহে চলে প্রেমমদে ॥ নাহি তাপ প্রেমালাপ কথোপকথনে। রজনীতে রসবতী রহে পতি সনে ॥ দিবসে পুরুষ বেশে চলে হরষিতে। নানারঙ্গে অনঙ্গে নিবারে রজনীতে ॥ এইরূপে কিছু দিন পথ বিশ্রামেতে। উপনীতা হৈল নী পিতৃ আলয়েতে ॥ পূর্ব্বমত রূপযুতা হয়ে সাধুসুতা। উপনীতা আনন্দে যথায় পিতা মাতা ॥ দেখি সুতা মাতা পিতা আনন্দে মগন। আদ্য অন্ত শুনিল কন্যার বিবরণ ॥ গুরু পদাম্বুজ রজ হৃদয়াম্বুজে রাখি। সুখে কাল নক্ষ মন নাশে দিয়া কাঁকি ॥

অথ সাধু পুত্রের বিবাহ।

একাবলি ছন্দ। পতি পুণ্যে কন্যা পাইল প্রাণ। পিতা মাতা ভ্রাতা হৃষ্ট বিধান ॥ সংবাদ পাইয়া নগর বাসী। সাধুর বাটীতে সত্বরে আসি ॥ চমৎকার জ্ঞান হইল সবে। সভাবে উভয় ভাবেতে ভাবে ॥ সাধুরে সাধু দিতে কন্যা দান। পুরোহিত স্থানে চাহেন বিধান ॥ পুরোহিত বলে হবে কেমতে। বিধি হীন বিধি না পারি দিতে ॥ যেই জন দান করিল প্রাণ। তাহারে করিতে [illegible]

সম্মান ॥ শুনি এই কথা বিপ্রের মুখে। আকাশ যেমন পড়িল মুণ্ডে ॥ করিলাম কেন এমন কর্ম্ম। অগ্রে নাহি জানি ইহার মর্ম্ম ॥ দিয়া নিধি বিধি বাদী হইল। ফণী যেন নিজ মণি হারাইল ॥ মুক্ত ভাবে শোকে সবারে কয়। কেন অবিহিত কেমনে হয় ॥ বেদ বিধি বেদে বিহীত বিধি। কন্যার বিবাহ বরণ আদি ॥ বরণ করণ মনন হলে। বাক দত্তা কর্ত্তা হয়েছে বলে ॥ অঙ্গীকার ভঙ্গে কেমন হবে। বরণ করণ বিফল কি রবে ॥ পুরোহিত প্রীত পাইয়া কথায়। সদ্বোধ তবে দিলেন সায়। সুখে কৈল সাধু কন্যারে দান। বাহুল্য বাদ্যে বিস্তর বাখান ॥ নাহি দুঃখে সুখ বিস্তা হইল। সদানন্দ বিজ্ঞান মিলনে হলো ॥ কিছুদিন তথা করি রঞ্জন। বন্ধুহেতু দুঃখ দুঃখিত মন ॥ দুঃখসিন্ধু বাড়ে বন্ধুর শোকে। সুখ ইন্দুবোধ বিন্দু তাহাকে ॥ রমণীর স্থানে গুটিকা লইয়া। স্বকার্য্য স্থানে বিদায় হইয়া ॥ শক্তি মোহে সতী অতি কাঁদিয়া। বহে অশ্রুধারা হয় অধরা ॥ অধীরে হইয়া ধরে প্রিয় হাত। ধীরে ধীরে কহে শুনহ নাথ ॥ তব বিনে দীনে অন্যগতি নাই। তোমা বিনে প্রাণ কিসে জুড়াই ॥ প্রেমাঙ্কুর মোর রুপিয়া হৃদে। তারে গেলে ছেদে শেল বিচ্ছেদে ॥ ক্ষীণ প্রাণ পাখি কোথায় দাঁড়াবে। তোমা বিনে নিরখি আঁখি পালাবে ॥ সে ভাবে ভাবি রাজনারায়ণ। বলে সুবদনী নহ চাটন ॥ চলি গেল তবে সাধু জামাতা। পরে শুন বিপ্রসুতের কথা ॥

অথ বিপ্রসুতের মৎস্য দেশ গমন এবং তথাকার বর্ণন ॥

লঘু-ত্রিপদী। তবে বিপ্রসুত, হয়ে দুঃখাযুত, থেকিত তাহার শোকে। কান্দি প্রাণ যায়, অন্তরে হুতাশ, অশ্রু-জলধারা লোকে ॥ অস্তনদী মত, বহে অবিরত, দহে তাহে

সর্ব্ব অঙ্গ। একে মনাগুন, তাহাকে দ্বিগুণ, আপনার হস্তে অ-
নঙ্গ॥ মনের আলোয়, মন জ্বলে যায়, না দেখি উপায় আর।
বিধি বাদী যারে, সংসার ভিতরে, কোথা নাহি সুখ তার॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, অনেক দুঃখেতে, বঙ্গ দেশে উপনীত।
দেখে দেশাচার, লাগে চমৎকার, হিতে হয় বিপরীত॥ অ-
শেষ দুর্গতি, দেশের বসতি, নীচজাতি সদা স্থিতি। তার মধ্যে
মান্য, কৈবর্ত্ত সে ধন্য, দেখে যেন গণপতি॥ [illegible] [illegible],
মানে মহামান্য, গণে পুণ্যে মহা জ্ঞানী। মূর্খ রাজ্য মাঝে,
সেমত বিরাজে, কানাকড়ি শিরোমণি॥ ব্যাভার আচার,
অতি চমৎকার, কদাচারে সদামতি। ক্রোধ অতিশয়, কটু
বাক্য কয়, নাহি ভয় গুরু প্রতি॥ মুখে স্নেহোদয়, মনে হিংস
ময়, প্রায় ভুজঙ্গের গতি। বাক্য সুকোমল, মন হলাহল, খল
ছল চেষ্টা অতি॥ হীন জন্ম সর্ব্ব, নাহি কর্ম্ম ধর্ম্ম, কর্ম্ম সে
উদর মাত্র। চিকুর বিকার, সন্ন্যাসী আকার, তৈল হীন ক্ষীণ
গাত্র॥ বিকট গঠন, মলিন বসন, কমলার বড় যাত্র। দেখি
ত্রাস বাস, পিশাচ নিবাস, ভূমি সব জল পাত্র॥ জীর্ণ ছিন্ন
বেশ, বিদীর্ণ সে বেশ, ছিন্নকেশ দৈন্যগতি। কর্ম্মেতে অ-
যোগ্য, নাহি দৈব যজ্ঞ, ভাগ্য ভোগ্য অস্থিতি॥ মুখে বড়
দাপ, অতুল প্রতাপ, সিংহ জিনি পরাক্রম। গেল অন্য দেশে
বাক্য নাহি ভাষে, ভীত অতি শিবা সম॥ নাহি খাদ্যাখাদ্য,
অবুধ্য অবাধ্য, আদ্যঅন্ত সব সবে। নাহি পাত্র শুদ্ধি, ধর্ম্ম
হীন বুদ্ধি, ভেদাভেদ নাহি তাবে॥ যেই বলবন্ত, দুরন্ত দু-
র্দান্ত, অশান্ত নিতান্ত সর্ব্ব। তার কটুভাষে, কেহ নাহি
রোষে, হংস যেন বক খর্ব্ব॥ কামভক্ষে মত্ত, প্রেমেতে দুর্ন্ত
মাত্র যোনি বিচারণা। সংগচ্ছ স্বসুক্ত, পুত্রাদি বনিতা, [illegible]
গতা সর্ব্বজনা॥ নিজ পুত্রবধূ, ভাতৃ বধূ সধু, [illegible] [illegible] না
মানে। যারে মনে মতি, ভুঞ্জে তারে রতি, [illegible] [illegible]

বসন, না দেয় কখন, স্কন্ধদেয় মন্দ চটে। নাহি মানে সম্পর্ক মধ্য ভাল ঐক্য, কহে বাক্য অকপটে।। বলিতে অবলা, ঘলেতে সবলা, প্রবলা পুরুষ জিনি। যুদ্ধেতে নিপুণা, ভোজনে দ্বিগুণা, কামে অষ্টগুণ জানি।। বিজয়া মহোৎসবে, প্রজা প্রেমানন্দে, পর দুর্গা পর রঙ্গ। শ্বশুর ভাসুরে, লজ্জা নাহি করে, নহে পতি অন্যগতা।। যার দুই পতি, সেই সেথা সতী, অতি শক্তি অতি ভাল। সর্ব্বঠাঁই মান্যা, পতি আশে ধন্যা, দীপে যেন গৃহ আলো।। দেবর ভাশুর, আছে যার যার, তার গুণে সবে ঝুরে। সর্বজন কহে, অন্য সঙ্গে নহে, আছে বটে ঘরে ঘরে।। নাহি নিন্দা নাশ, সবে প্রেম আশা, বিধবা সধবা সমা। ব্রহ্ম নিষ্ঠ অতি, ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি, পরপতি মনোরমা।। ক্রোধ যে অধৈর্য্য, নিজ কার্য্য সব, শুনি লজ্জা বঙ্গ রাজ্য। হাটে মাটে ঘাটে, ভ্রমে অকপটে, পৃষ্ঠে করি শিশু ধার্য্য।। হীন জ্ঞান রাজ্য, সুকার্য্যে অকার্য্য, পরদ্রব্য করে চৌর্য্য। নবন্ধু সাহায্য নচ ধর্ম্ম কার্য্য, নসুভোজ্য দেয়ানেয়।। অভোজ্য সুভোজ্য, কুকার্য্য নির্মূর্য্য, সদত নিজ মাশ্চর্য্য। করিল রচন, রাজনারায়ণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য।।

ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ও উদাহরণ ও বাণ রাজার লক্ষ্মীত্যাগ।

ত্রিপদী। দুঃখযুক্ত দ্বিজসুত, দেখি দেশ অদ্ভুত, চমৎকৃত চলে ধীরে ধীরে। বিরূপাক্ষ শিব যথা, উপনীত হৈল তথা, প্রণমিয়া বহু স্তুতি করে।। যোড়করে করে স্তুতি, হেনকালে দৈবগতি, তথা এক আইল সন্ন্যাসী। বিপ্রপুত্র স্তুতি করে, প্রণমিয়া সন্ন্যাসীরে, জিজ্ঞাসিল মৃদু মন্দ হাসি।। দিগম্বর দয়া করে, সবিস্তারে অধমেরে, কহ এই দেশের কারণ। এক ধর্ম্ম একাকার, দয়া মায়া নাহি কার, কদাকার অভক্ষ্য ভক্ষণ।। শুনি তবে দিগম্বর, কহিলেন তদন্তর, শুন এই দেশ বিবরণ।

বাণনামে মহারাজা, শুভ প্রজা বড় তেজা, শিবপূজা পরায়ণ ॥ তাহার তনয়া সতী, ঊষা নামে গুণবতী, দেখিল স্বপন। স্বপনে সগমা হৈয়া, চিত্রলেখা পাঠ অনিরুদ্ধে করিল হরণ ॥ ধনী অনিরুদ্ধে জোর, ধৈরয ধ নারি, গোপনেতে বিবাহ করিল। পতি লইয়া রূপবতী, পতি রূপে স্থিতি, দৈবগতি ভূপতি শুনিল। অর্জুন করে, প্রবেশিতে কন্যার পুরে, ক্রোধভরে তাহারে ধা নারদ সংবাদ পেয়ে, দ্বারিকায় ধ্যায়ে গিয়ে, শ্রীকৃ গোচর করিল॥ শুনি দেব নারায়ণ, ক্রোধভরে সসজ্জায় সাজিল সত্বরে। বাণরাজা বার্ত্তা পেয়ে, স সসৈন্য লয়ে, যুদ্ধ সজ্জা করে ক্রোধভরে॥ হেনকালে লক্ষ্মী, বাণ নৃপতি উপাক্ষি, কৈল ডাকি সকল সুনীত ব্যাপ্ত চরাচর, পরাৎপর দামোদর, তাঁর সহ যুদ্ধ অনুচি চাহিলে ইঙ্গিতে ময়, চরাচর লয় হয়, কেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ। সংবংশে নির্ব্বংশ হবে, ধন প্রাণ রাজ্য যাবে, না মোরে হবে ক্রুদ্ধ॥ রাজার কুবুদ্ধি হৈল, লক্ষ্মী বাব শুনিল, পরে মাতা হইল কোপিতা। করিলা নিষম মম কান্ত সহ বাদ, তব গৃহে না হইবে স্থিতা॥ নিয়ম কু পায়, সে বাক্য না শুনে রায়, লক্ষ্মীরে বিদায় দিল ক্রো বিমুখ উপেন্দ্র জায়া, ত্যজিয়া রাজার মায়া, চলিলেন অন্তরোধে॥ বুঝিয়া রাজার মর্ম্ম, তদন্তরে রাজধর্ম্ম, র রাজ্য করিল গমন। যে ছিল রাজার যশ, হইল সে ধ যশ, ধর্ম্ম পাছে চলে ততক্ষণ॥ লক্ষ্মী ধর্ম্ম যশ যদাপি হৈল রাজন, ধর্ম্ম বুদ্ধি ধর্ম্ম অনুসারে। সুবুদ্ধি পন কালে, ত্যজি সেই বামরাজে, বিনা ব্যাজে গেল স্ব স্তরে॥ যে ছিল রাজার বিদ্যা, সে হলো লক্ষ্মীর ব নৃপতিরে ত্যজি সরস্বতী। জানিয়া রাজার কায, তবে ভিন্ন রাজ, ধর্ম্ম সঙ্গে করিলেন গতি॥ যে ছিল রাজার

হল, সে হৈল লক্ষ্মীর বশ, ত্যজিলেক হীন নৃপতিরে। সে ছিল রাজার স্নেহ, বিদ্যা বশ হয়ে সেহ, ত্যজি দেহ গেল স্থানান্তরে॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম সুবিধান, জানি নৃপতির মান, করিল প্রস্থান দুঃখ আতি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে, ভূপতির মন ভ্রমে, ত্যজি করিলেক গতি॥ দাঞীহাট সাদ দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। আজ্ঞা মতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ বাণরাজার দশদশা।

লেপদী। ত্যজিয়া রাজ ভবন, পূর্ব্ব উক্ত দশজন, গমন করিল স্থানান্তরে। কি আর কহিব বার্তা, রাজা হৈল লক্ষ্মী ছাড়া, মন্দ দাঁতা ঘটে সদাপরে॥ প্রথমে অলক্ষ্মী আসি, ভূপালেরে কহে হাসি, ভাল বাসি আসি তব পুরে। কর্ম্মেতে বাড়িল যশ, হইলাম তব বশ, অসন্তোষ না ভাব অন্তরে॥ দ্বিতীয়ে অধর্ম্ম জিনি, অলক্ষ্মীর বশ তিনি, প্রবেশেন রাজার শরীরে। হয়ে অলক্ষ্মীর বশ, তৃতীয় আসি অযশ, করে বাস নৃপতি অন্তরে॥ চতুর্থে বিষম কাযে, কুমতি যে বাণ-রাজে, মতি গতি আকর্ষণ করে। পঞ্চমে আসি কুবিদ্যা, সেই অলক্ষ্মীর বাধ্য, নিজ সাধ্যে লইল রাজারে॥ ষষ্ঠে দুষ্টা সরস্বতী, হয়ে পুলকিতা অতি, ভূপতির তুণ্ডে স্থান করে। সপ্তমে করি সজ্জা, আইলেন সুনিলজ্জা, ধার্য্যা রসনা উপরে॥ ক্রমে অলক্ষ্মীর বশ, অষ্টমেতে অসাহস, নৃপ দেহে যায় সুখান্তরে। নবমে আসি নিদয়া, বাণ নৃপে করি দয়া, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥ দশমেতে সুবিধান, আসি তবে অপমান, রহিলেন আনন্দ অন্তরে। কহে রাজনারায়ণ, বুঝিলেন বিজ্ঞ জন, দশ দশা কহে সবে এরে॥

পয়ার। রাজারে লইয়া আসি এই দশজনে। সমভ্যারি বহু সৈন্য রাজ্যের শাসনে॥ লোভে ক্ষোভ হিংসা কুপথ গমন। কাম ক্রোধ পদ গর্ব্ব আইল ততক্ষণ॥ নিন্দা ক্ষোভ

কুচ্ছা বাদ বিবাদ ঘটন। দর্প গর্ব্ব মাৎসর্য্যাদি বহু শত্রুক
চক্র পটাপক্ষ নট শঠ বহু জন। বর্দ্ধিত হইল কদাচারী অগণ
সেনাপতি কাম ধাম করে এই দেশ। জ্ঞান হত কাম
কৈল সমাবেশ॥ পূর্ব্বোক্ত যে ছিল রাজ্য লক্ষ্মী অনু
অলক্ষ্মীর সৈন্য দেখি মনে হৈল ভব॥ নির্বুদ্ধির প্র
দেখিয়া হৈল ভয়। আসি চক্র পক্ষবক্ষে করিলেক জয়।
নম্র পাইল ভয় দেখি অহঙ্কারে। আসি সংখ্যা জিনিল
সংখ্যা অলঙ্কারে॥ অখাদ্য সুখাদ্য গণে দিল বহু ক্লে
অসত্যের ভয়ে সত্য ছাড়িলেন দেশ॥ আসি কাম নিষ্
উপরে ছাড়ে শর। কাম শরে নিষ্কাম কামের অনুচ
লোভে আসি লোভ বাণে লোভী কৈল প্রজা। অকলঙ্ক
অসী কলঙ্ক দিল ধ্বজা॥ অনুরাগে বিরাগ তাড়ায় র
হৈতে। উপকারে উপকার জিনিল যুদ্ধেতে॥ সন্য
আদি লক্ষ্মী অনুচরগণ। রাজ্য ত্যাজ লক্ষ্মী পার্শ্বে
পলায়ন॥ অবিদ্যার প্রভাবে সমূহ হৈল দুঃখ। ধর্ম্ম
মর্ম্ম হীন সুকঠিন মূর্খ॥ পরস্পর স্বর স্বর কামশরে দে
সংগ্রাম নিষ্কাম আদি নাহি দেখি কেহ॥ বেশ ভিন্ন
ক্ষীন জীর্ণ হইল দেহ। চটের প্রভাবে যত দুঃখভী বুঝ
নিশি ভোগ কাম যোগ সংযোগ করিল। সম বেশ স্ত্রী পু
কামক হইল॥ তদন্তরে দামোদর হইয়া কুপিত।
রাজ্যে উপনীত হইল ত্বরিত॥ আরম্ভিলা বাণ সহ বি
সমর। সুরাসুর মেদন্যাদি কম্পে থরে থর॥ অবি
রূপ মত অদ্ভুত সংগ্রাম। নহে কম সম দম অন্য
পাম॥ বিজয়ী হইল কৃষ্ণ অনেক যুদ্ধেতে। বাণ দর্প
খর্ব্ব করিয়া ক্রোধেতে। হেনকালে কামদেব কৃষ্ণের
সদন। বুদ্ধ লব্ধ রাজ্য হেতু ইচ্ছা হৈল মন॥ সবি
কহে তবে কৃষ্ণের গোচরে। আজ্ঞা হইল এই দেশে
অধিকারে॥ এত শুনি নারায়ণ দিলা অনুমতি। করি

বসতি কাম অতি হৃষ্টমতি ॥ অধিকারে কাম শরে করিত শাসন। আর তাহে অলক্ষ্মীর অনুচরগণ ॥ পরস্পরে কামের নিকটে দেয় কর। কোকিল কৌশিক তথা করে নিরন্তর ॥ কাম যোগ কাম ভোগ কামব্রত পূজা। কামেতে কামিনী কামী দিল কামধ্বজা ॥ সেই হেতু কামেতে পূর্ণিত এই দেশ। নিশ্চয় জানিবা এই দেশের বিশেষ ॥ সেৎকুক্ত বিপ্রভুত অদ্ভুত শ্রবণে। সন্ন্যাসীরে স্তুতি করে বিনয় বচনে ॥ চমৎকার সুবিস্তার শুনিয়া বিশেষ। অতঃপর কিছু আর মোর অভিলাষ ॥ পাপাচার একাকার অবিচার অতি পুণ্য বিনে কেমনে এ দেশ আছে স্থিতি ॥ পাপ পুণ্য থাকা নিয় একত্রে মিলন। কেবল পাপেতে রাজ্য স্থৈর্য্য নাহি হন ॥ পাপ পুণ্য ভিন্ন অন্য দেহে নাহি রয়। অতএব ভাবাভাব কহ মহাশয় ॥ শুনি হাসি সন্ন্যাসী কহিছে ততক্ষণ। যে প্রকারে হৈল এই রাজ্যের রক্ষণ ॥ দাঞীহাট বাস দ্বিজ হৈল অভিলাষী। তাঁর আজ্ঞা মত গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশি ॥

ঐ রাজ্যের প্রশংসা।

পয়ার। হীন লাজ বাণরাজ নিজ কার্য্য ভেবে। ভয় পেয়ে ভীত হয়ে কহে গিয়া ভবে ॥ ভবার্ণবে ভেবে ভেবে ভবের ভরসা। ভব ভক্ত ভয়যুক্ত ভীতযুক্ত আশা ॥ ব্যোমকেশ তব দাস অশেষ দুর্গতি। হৈল কষ্ট রাজ্য নষ্ট প্রপষ্ট দুর্মতি ॥ আশুতোষ সবিশেষ কি কহিব বাড়া। মনোদুঃখী রাজলক্ষ্মী হইলেন ছাড়া ॥ রক্ষা কর দিগম্বর কিঙ্কর সংশয়। তোমা বিনে দীন হীনে না দেখি উপায় ॥ প্রাণে মরি ত্রিপুরারি দয়া করি রক্ষ। হর্ত্তা কর্ত্তা ভবভর্ত্তা দেব বেত্তা দক্ষ ॥ কহে ভব নাহি ভাব তব ভয় কিসে। অসংশয় নাহি ভয় অভয় বিশেষে ॥ নহ দুঃখী থাকু লক্ষ্মী বিপক্ষের দলে। হও স্থৈর্য্য পাবে রাজ্য হবে পূজ্য বলে ॥ ভেবে ভ্রান্ত কালীকান্ত নিতান্ত

কৌশলে। কালীকারে সকন্তারে স্তব করি বলে ॥ দিগ
দয়া করি কয় অগ্নি নাশ। বাণরাজ্যে হয়ে পূজ্যে গহে ব
বাস ॥ ভক্তিভাবে স্তব ভাবে ভেবে ভগবতী। পতি কা
বাণরাজ্যে করিলেন গতি ॥ মুক্তকেশী করে অশি বিম্ব র
নাশি। ভালে শশী মৃদুহাসি সুপ্রকাশি আসি ॥ সঙ্গে
ঘন বিম্ব শুম্ভ শির করে। করে দণ্ড খণ্ড খণ্ড পাপ অন্ধকারে
মরে গণ্ড ব্রহ্মদৈত্য অদৃশ্য কহিতে। ডাকিনী যোগিনী ব
পিশাচিনী সাথে ॥ দেয় ঝম্প ঘন লম্ফ কম্প বসুমতী।
ঝাপ দুপ দাপ দাপে দাপ স্থিতি ॥ শিব রঙ্গে চলে
অঙ্গে ভুজঙ্গিণী। দেখি অঙ্গ লাগে ডর থর থর প্রাণী ॥ ম
কাল দেখি কাল কাল কাল্য ভাবে। ভক্তিভাবে ভব ে
উপনীত ভবে ॥ ভাবিয়া ভক্তের ভাব ভব ভেবে বে
কালীনামে বঞ্চ কাল ফাকি দিয়া কালে ॥ কলৌ কালী
ভব নিবারিবে সুখে। কালী নামে মনকালি ধ্বংস
লোকে ॥ কলিকাল পর্য্যন্ত রহিবে কালী স্থিতি। দেব
অনুপম হইবে ভূপতি ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম যত করিবে প্রকা
দান ধ্যান যজ্ঞ হোম হবে বারমাস ॥ শ্রেষ্ঠ মতি শ্রেষ্ঠ ক
সেন বসুমতী। অতএব মহারাজ না ভাব দুর্গতি ॥ ভব
ভবার্ণবে আছেন ভবানী। কত দিনে শিবলোকে গেল
মণি ॥ অঙ্গীকারে ভবানীরে লয়ে শূলপাণি। বিরূপ
রূপে দেশ রক্ষা করে জানি ॥ অতঃপর সুবিস্তার
সুজন। কেবল ভূপতি মাত্র দেশের ভূষণ ॥ কি কহিব
স্বভাব গুণ সে রাজার। জীবন্মুক্ত দেব ভক্ত দ্বিজাশক্ত অ
আদ্যোপান্ত দান্ত শান্ত নিতান্ত সুশান্ত। শিষ্টে মিষ্টে র
দুষ্টে দুষ্টে কষ্ট অতি ॥ ধন্য ধন্য সর্ব্ব মান্য দৈন্য
প্রাণ। শুচি দাতা উপকারী ধর্ম্মের সমান ॥ বহু রাজ্যে
পূজ্য সহ ধৈর্য্য অতি। মেচ্ছ কার্য্য নহে গ্রাহ্য বর্জ্জ
গতি ॥ শূর্য সম বীর্য্যবন্ত গাম্ভীর্য্য বুদ্ধিতে। শক্তি যুক্তি

বুদ্ধি সার এ জগতে ।। বিপ্র আদি শুদ্ধ জাতি আছয়ে রাজ্যেতে। এ সকলে আনে রাজা গৌড়দেশ হৈতে।। জলা শস্য জবা সদা গব্য স্বর্ণ আদি। গ্রামে গ্রামে দ্বিজগণে করাইল স্থিতি।। নানা দানে নানা স্থানে অতীথের সেবা। বহু শত সদাব্রত স্থানে স্থানে শোভা।। বিপ্র বৈদ্য শুদ্ধ শূদ্র আদি নিষ্ঠা জাতি। সুখে রাজধানী মধ্যে করাইল স্থিতি।। শুদ্ধাচার রাজার বিচার শাস্ত্রমত। শ্রুতি স্মৃতি বেদান্তের অনেক পণ্ডিত।। শুদ্ধ জাতি নিষ্ঠামতি সদাচারে রত। বৈদ্য যোগ্য ভোগ নাহি হয় কদাচন।। সর্বজন নিষ্ঠাসন আপত অনাচারী। এই মত হীন মত বর্ণিতে না পারি।। সতী সাধ্বী অবলার অলঙ্কার পতি। নক্ষত্রের ভূষণ যেমন নিশাপতি।। সকলের শীলতা ভূষণ যেন অতি। সেই মত দেশের ভূষণ নরপতি।। এত শুনি বিপ্রসুত আনন্দিত মন। বহুবিধ সন্ন্যাসীরে করিল স্তবন।। স্তবে তুষ্ট দিগম্বর জিজ্ঞাসা করিল। শুনি নিজ দুঃখ বিপ্রসুত নিবেদিল।। এত শুনি সন্ন্যাসীরে দয়া উপজিল। অপূর্ব অঙ্গুরী এক তারে সমর্পিল।। আশীর্বাদ অঙ্গুরী পাইয়া বিপ্রসুত। অঙ্গুলীতে নিয়োজিত হয়ে পুলকিত।। যেই মাত্র অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী রাখিল। দশ নিশাচর তার অগ্রেতে আইল।। দেখি চমৎকার হৈল বিপ্রের নন্দন।। সন্ন্যাসী বলয়ে বাপু নহ ভীত মন।। এই অঙ্গুরীকে যেই জন দেয় হাতে। রহে দশ নিশাচর তাহার আজ্ঞাতে।। এত শুনি বিপ্রসুত আনন্দিত মন। সন্ন্যাসীরে প্রণমিয়া করিল গমন।। কত দূরে গিয়া পরে বিপ্রসুত কয়। কোন কর্ম্মে ক্ষম সবে কহ সুনিশ্চয়।। শুনি নিশাচরগণ করে নিবেদন। সর্ব্ব কর্ম্ম পারি মোরা করিতে সাধন।। শুনি বিপ্রসুত নিশাচরের বচন। করিতে কহিল তার ভার্য্যা অন্বেষণ।।

বিপ্রসুত ভার্য্যা সহ মিলন।

পয়ার। এত শুনি দশদিক ধায় দশজন। অরণ্য মধ্যে পাইল কন্যা অন্বেষণ॥ আছিল সুন্দরী এক মুনির কুটিরে আচম্বিতে তুলিয়া লইল নিশাচরে॥ ভয়ে ভীতা দুঃখযু লাগিল ভাবিতে। না জানি কি আছে ভোগ আম ভাগ্যেতে॥ ভয়ে সতী গুণবতী মুদিল নয়ন। ক্ষণপরে দে যথা বিপ্রের নন্দন॥ ভার্য্যা দেখি বিপ্রসুত প্রেমে পুলকি মহানন্দে মহামোহে হইল মোহিত॥ ঈশ্বরের ধন্যব করিয়া বিস্তর। নারী প্রতি জিজ্ঞাসা করিল তদন্তর॥ শু ধনী কহে তবে পূর্ব্ব বিবরণ। যে প্রকারে নিশাচরে কৈ হরণ॥ মোরে হরি দ্রুতাচারি লইয়া চলিল। কত দূরে গে পরে নিশি শেষ হৈল॥ হেরি এক সরোবর বনের ভিতরে মোরে রাখি পান হেতু প্রবেশে সে নীরে॥ সেই মাত্র সিল জীবনে জীবন। নক্র রূপ নিশাচর হৈল তত্ক্ষ হেরিয়া আমার মন পুষ্প সুপ্রফুল্ল। বিস্তার বর্ণিতে বাড়য়ে বাহুল্য॥ দুঃখ মনে সেই বনে করিতে ভ্রমণ। এক মুনি সহ হৈল দরশন॥ যতনে পালন কৈল জনক যে আমি তনয়ার তুল্য করি যে সেবন॥ একদিন তাঁহাকে করিয়া স্তবন। জিজ্ঞাসিল সেই সরোবর বিবরণ॥ মুনি শুনহ পূর্ব্বের বিবরণ। সিদ্ধ পীঠ এই স্থান শাস্ত্রের লিখ বিশ্বামিত্র তনয় গালব নামে মুনি। তীর্থ পর্য্যটন করি ভ্র আপনি॥ এক দিন এই তীর্থে আসি মহাশয়। স্নান নামি জলে মুনির তনয়॥ আছে জলে হেনকালে কু ধরিল। নক্রনখ জালে মুনি কাতর হইল॥ যোগ বলে ভস্ম করে তপোধন। সরোবর জলে শাপ দিল তৎ সেই জন এর জলে করে স্নান পান। সেই জন হবে নক্র শয় বিধান॥ এতবলি তীর্থে চলি গেল তপোধন। জল জীবনক্র এই সে কারণ॥ শুনি প্রিয়তম মম বিষম ব

বর্ণে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই সে নিয়ম ॥ রত্নপুর নগরেতে চলিলা ত্বরিত। কত দিনে দুই জনে হয়ে উপনীত ॥ নিশিযোগে প্রবেশিল রাজার আলয়ে। কন্যা দেখি হরষিত পিতা মাতা হয়ে ॥ বিপ্রসুতে সম্প্রদান করিল দুহিতা। উভয়ের মিলন হইল মনোনীতা ॥ দর্শনে হৃদয় পদ্ম হয় বিকশিত। এই মতে হয় তথা নানা রস গীত। নিত্য নিত্য নবরসে রহিয়া তথায়। রাজা রাণী ভার্য্যা স্থানে লইয়া বিদায় ॥ লয়ে সেই অঙ্গীকৃত বিপ্রের নন্দন। রাজপুত্র অন্বেষণে করিল গমন ॥ শ্রীযুক্ত ঘোষাল দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম। গুণধাম অনুপম গাঙ্গি হাটী বাস ॥ শিবা শিবে সমভাবে শিব পরায়ণ। গৃহে যেন লক্ষ্মীদেবী হৃদে নারায়ণ ॥ শিব বাক্য ঐক্য করি রক্ষা করে শিবে। শব শিবে শঙ্করী সঙ্কটে রক্ষা ভবে ॥ শিব বাক্য শবপদ শিরে করি ধার্য্য। রচে গ্রন্থ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ॥

রাজপুত্র কাণ্যকুব্জ দেশে গমন এবং দূতী বর্ণন।

চৌপদী। ওথা রাজসুত, খেদেতে খেদিত, শোকে অন্বিত, বিষম দুঃখে। খেদে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ, সদা মনোদুঃখ, কহিব কাহাকে ॥ তাহে মোর ধন, সখা ছিল যেন, করিল গমন, আপন লোকে। জেনেছি প্রণষ্ট, অদৃষ্ট অনিষ্ট, রাজ্য নষ্ট কষ্ট, ঘটে আমাকে ॥ না পূরিল সাধ, বিষম প্রমাদ, সাধে হৈল বাদ, ভার্য্যার শোকে। সদা নিরানন্দ, মনে সন্ধ ধন্ধ, প্রেমডোরে বন্ধ, হয়ে বিপাকে ॥ তা হইয়া ধৈর্য্য, হয়েছি অকার্য্য, ত্যজি নিজ রাজ্য, হৈল এ গতি। গৃহে পিতা মাতা, না জানে বারতা, দুঃখে অনুগতা, হয়েছে অতি ॥ শোকাতুর প্রাণ, প্রবোধ কারণ, নাহি অন্য স্থান, সন্তাপ ততি। অঙ্গে নাহি সহে, দহে মহামোহে, হবে অন্ধ মোহে, বন্দি আকৃতি ॥ চক্ষে বহে ধারা, পুত্র শোকে তারা, হবে হারা, দুঃখ উন্নতি। না হেরিয়া মোরে, সদা দুঃখনীরে, দুনয়ন

বাড়ে, বন্ধ দুর্গতি ॥ গেল রাজ্য ধন, গেল বন্ধুগণ, কত অঘটন, অদৃষ্টে আছে। অন্তরে অনল, চক্ষে বহে জল, বিষাদে বিকল, প্রাণ কি বাঁচে ॥ দুঃখে বাড়ে দুঃখ, খেদে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ, তাহে হয়েছে। কি হবে এখন, ললাটে লিখন, এ সব ঘটন, তায় হয়েছে ॥ এই আছে নিধি, বিধি হইল বাদী, নাহি মিলে নিধি, নিধি আকরে। অদৃষ্ট সংযোগে, বিধিমতে লাগে, দুর্ব্বলে বাঘে, ভক্ষে তাহারে ॥ না দেখি উপায়, দুঃখে প্রাণ যায়, বিধি বাদী তায়, হইল ঘোরে। মিছা চিন্তা ধার, অসার সুসার, শরীর সংহার, হবে একেরে ॥ মিছে কালব্যাজ, করেছি যে কায, না করিলে লাজে, সর্ব্ব প্রকারে। নিজ বোধে বোধ, হইয়া প্রবোধ, ভাবি কালী পদ, চলে সত্বরে ॥ কালীর কিঙ্কর, অজয় সংসার, নাহি ভয় তার, দেব অনুসারে। ভাবিলে সে পদ, বিনাশে আপদ, সমস্ত সম্পদ, হয় তাহারে ॥ ভাবি সে চরণ, করিল গমন, রাজার নন্দন, অতি সত্বরে। ভাবি ভগবতী, চলে দ্রুতগতি, অতি হৃষ্টমতি, আশা নির্ভরে ॥ ক্ষণে বা আশ্বাস, ক্ষণে ঘন শ্বাস, অশেষ নিশ্বাস, হুতাশে করে। দুঃখ সমাবেশে, আশ্বাসে হুতাশে, গেল অবশেষে, এক নগরে। কাণ্যকুব্জ নাম, গ্রাম অনুপম, অতি মনোরম, দেখিলে হেরে। রাজার নন্দন, আনন্দিত মন, দূতী অন্বেষণ, যতন করে ॥ সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ধোবানী মালিনী, গোপিনী, গোপিনী ব্রাহ্মণী, ঘটাতে পারে। নাপিতিনী আর, দূতী কর্ম্ম সার, এই সবাকার, যে যায় পুরে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নগর মধ্যেতে, দেখে আচম্বিতে, এক মালিনী। যার অকপটে, কুচ বন্ধ এটে, রজ্জু সহ পিঠে, রেখেছে টানি ॥ কি কব বিশেষ, অর্দ্ধেক বয়েস, তথাচ বিলাস, যুবতী জিনি। রূপের মাধুরী, রসের সাগরী, সেজেছে সুন্দরী, নাগরী ধনী ॥ কোকিল কজ্জল, রূপ সুনির্ম্মল, সজল আঁখি। মতি সুচপল, অতি চলাচল, আলো হয় কাল, সে মুখ

াখি ॥ সব রুব কত, সঙ্গীত ইঙ্গিত, চলে অতি দ্রুত, অনেক
হলে। যার কাছে যেতে, দেখিলে পুরুষে, কহে কথা হেসে,
ভাষে কৌশলে ॥ ঝমকে ঠমকে, জমকে থমকে, চমকে চ-
কে, লোক সকলে। বান্ধে পাতে ফাঁদ, মিছে সাধে বাদ,
রে দিতে চাঁদ, চাহে একলে ॥ কঙ্কালী নন্দন, অঙ্গে আভ-
ণ, তাহে সুশোভন, ত্রিকণ শাড়ী। বয়সেতে বুড়ী, মাজি-
াছে চুড়ী, দেখে অঙ্গে শাড়ী, মোচড়ে নাড়ি ॥ দেখি যেন
ায়, সেজেছে সুসাজ, লাজ ভয়ে লাজ, পলায় লাজে। দীর্ঘ
কলেবর, তাহে কি সুন্দর, পদেতে ঘুঙ্গুর, মধুর বাজে ॥ রাজ-
ারায়ণ, করে নিবেদন, না দেখি এমন, ভুবন মাঝে। যেন
ঙ্কামালে, শোভিত মিলোজে, বানরের গলে, পরিলে
াজে ॥

অথ রাজপুত্র কান্যকুব্জ নগরে প্রবেশ ও
দূতী মিলন।

পয়ার। দেখিয়া রাজার সুতে রসের মালিনী। কাছে
আসি হাসি হাসি জিজ্ঞাসে কাহিনী ॥ কি নাম কোথায়
ধাম কোন গ্রামে যাবে। ভাবের ভাবক হবে বুঝি অনু-
ভাবে ॥ শুনিয়া রাজার পুত্র কহে ততক্ষণ। নিজ কার্য্যে এই
রাজ্যে করি আগমন ॥ অদ্য এই নগরেতে হয়ে উপনীত।
বাসা হেতু নিরাশয় অন্তর চিন্তিত ॥ ভাগ্য বশে তোমা সহ
হল দরশন। কে তুমি কোথায় থাক কহ বিবরণ ॥ মালিনী
আশয় পেয়ে কহিতেছে বাণী। চন্দ্রকলা নাম মম দুঃ-
খিনী মালিনী ॥ ভাল মন্দ জানি নগরের সমাচার। অসাধ্য
সাধিতে সাধ্য আছয়ে আমার ॥ অতএব যদি হয় সম্মত
আপন। দয়া করি চল তবে আমার ভবন ॥ এত শুনি রাজ
পুত্র হয়ে পুলকিত। মালিনীর আগারে হইলা উপনীত ॥

দেখিয়া নির্জ্জন স্থান আনন্দ অপার। বাসায় গুণেতে হয় আশার সুসার॥ পরিপাটি বাটী খানি টাটি দেওয়া ঘেরা। পরধন হরা সে মালিনী মনচোরা॥ পূর্ণ কৈলা মালিনী মনের কুতূহলে। যেন আসি শিকার পড়িল ছিন্নজালে॥ রাজপুত্রে আগমে বসায় আনন্দেতে। জলপান দ্রব্য আনে বাজার হইতে। হৃষ্ট হয়ে রাজপুত্র করি জলপান। রন্ধন করিল অতি আনন্দ বিধান॥ কর্ম্ম সব রাজপুত্র ভোজনের পরে। দিয়া কিছু ধন তার মন তুষ্ট করে। তদন্তর রাজপুত্র ডাকিল নিকটে। কাছে যেয়ে মালিনী বসিল অকপটে॥ প্রিয়ভাবে তোষে কহে রাজার নন্দন। যে কারণে এই স্থানে মোর আগমন॥ শুনিয়াছি এক সাধু কুমারীর কথা। পোষে এক ধারী নারী বিচারে পণ্ডিতা॥ যদি কিছু জান তার কহ বিবরণ। কেমন সুন্দরী কি প্রকার আচরণ॥ ধন হরা মনচোরা চতুরা মালিনী। ধীরে ধীরে কহে কথা শুন সে কাহিনী॥

অথ সদাগরের কন্যার রূপ বর্ণন।

পয়ার। কহিতে কহিতে রূপ কি কহিব তার। কেমনে কহিব তাহা কি সাধ্য আমার॥ অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি ত্রিভুবনে। ভাবিলে সে রূপ রূপ বিরূপ সে মনে॥ যে ছিল তুলনা স্থল কেবল চন্দ্রিমা। মৃগাঙ্ক কলঙ্ক অঙ্গে নহে তার সমা॥ মুখশশী দেখি শশী উদাসিত মন। গমন গগণোপরে তবু উচাটন॥ দেহ ক্ষীণ নিশি দিন ভাবিয়া সংশয়। লজ্জা ভয়ে অদ্যাপি দিবসে অনুদয়॥ সুপ্রকাশ্ব আস্য হাস্য তড়িত লজ্জিত। লাজে মেঘ মাঝে আছে তথাচ কম্পিত॥ দেখি দন্ত ভাবি ভ্রান্ত কুন্দ পুষ্পবনে। নিজ ভাবে কেবে তেবে হৈল গন্ধ হীনে॥ লজ্জা মুক্তা হয়ে মুক্তা প্রবেশে সাগরে। মুখসুধা হেরি সুধা পশিল ভাণ্ডারে॥ মনো-

রু মধুর অধর মধুরীম। বিম্বফল স্বর্ণতুল ধরু নহে সম ॥ চারি স্পষ্ট নিজ কণ্ঠ বনে গেল লাজে। গ্রাম্য বুক্ক হয়ে ভঙ্গ হৈল তার মাঝে ॥ যে ছিল তুলনা স্থান নূতন পল্লবে লাজে বৃক্ষ শাখাগ্রে সে বুঝ অনুভাবে ॥ নীল ইন্দিবর তার চমৎকার আঁখি। হেরিয়া হরিণী বনে গেল হয়ে দুঃখী খঞ্জন গঞ্জন আঁখি দেখিয়া খঞ্জন। অদ্যাপি ইঙ্গিত শিক্ষা করে অনুক্ষণ ॥ ভ্রূভঙ্গি ভঙ্গিম ইষু জিনিয়া মদনে। সে বাণ সন্ধান সদা ভুরু শরাশনে ॥ এত লাজে তবু কভু মনভুলা ভুলে। হেরি ভাব আবির্ভাব সে ভাব হিল্লোলে ॥ সিন্দুর বিন্দুর কর দিবাকর হেরে। অদ্যাপি অধর মাঝে স্থির হতে নারে ॥ চাঁচর চিকুর তার পয়োধর জিনি। কাদম্বিনী জানি নৃত্য করে ময়ূরিণী ॥ কত কল অবণিত সুললিত বেণী। লজ্জা পেয়ে পাতালে পশিল যত ফণী ॥ কজ্জল জিনিয়া কাল নয়নের তারা। সে তারা হেরিয়া তারাগণ ত্যজে ধরা ॥ সুধা জিনি ভাষা নাসা তুলনা না হয়। খগচঞ্চু বক্রপুষ্প তার সমা নয় ॥ কামিনী কোকিলকণ্ঠা কণ্ঠে দোলে হার। স্তন হেন অনুপম সম নাহি তার ॥ কুচগিরি হেরিয়া গিরির গেছে গর্ব্ব। সুমেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ ভাবিয়া সে খর্ব্ব ॥ যৌবনের রাজা তার পয়োধর বুকে। দিয়া কর দিতে কর চাহে কত লোকে লাজে করি কুম্ভ লয়ে অরণ্য ভিতরে। দাড়িম্ব বৃক্ষেতে গিয়া তথাপি বিদরে ॥ জিনিয়া মৃণাল ভাল ভুজের বলনি। হেরি লাজে বনমাজে লুকায় নলিনী ॥ চম্পক কলিকা জিনি অঙ্গু লীর ছটা। চন্দ্রের উদয় তার নখছটা ঘটা। কঙ্কালী কে- শরী জিনি যতনে গড়িল। সে লাজে অরণ্য মাঝে করি অরি গেল। প্রবল নিতম্ব স্তম্ভ দেখি চমৎকার। যত চলে তত হেলে স্বভাব তাহার ॥ কদলীর তরু গুরু উরু সুগঠন। শিখিলো মরাল গতি দেখিয়া গমন ॥ পাদপদ্ম সুশোভিত নখচন্দ্র হেরে। হয়ে খণ্ড সদা ছন্দ চকোর ভ্রমরে ॥ থাকিতে

নয়ন যেবা না হেরে তাহারে। ধিক জন্ম ধিক কর্ম্ম ধিক ধিক তারে ॥ সহস্রাক্ষ করি ঐক্য চক্ষু আপনার। যদি দেখে তবু খেদ থাকয়ে তাহার ॥ দেখিবে প্রত্যক্ষ যদি পারি দেখা- ইতে। মনের বিরূপ হয় সে রূপ বর্ণিতে ॥ রূপযুক্তা সাধুসুতা বিচারে পণ্ডিতা ॥ পূর্ণ রসবতী অতি রসেতে মণ্ডিতা ॥ ক- রিবে বিবাহ যেই জিনিবে বিচারে। কত শত সুপণ্ডিত এসে গেছে ফিরে ॥ এক দিন সাধুসুতা আছিল শয়নে। দেখে এক রাজপুত্রে দেখিয়া স্বপনে ॥ শয়নেতে মদনে মোহিত হয়ে মন। প্রভাতে শারীরে জিজ্ঞাসিল বিবরণ। ধৈর্য্য হৈতে নারি শারী কি হইবে গতি। শারী বলে গৃহে বসি পাবে তব পতি ॥ চন্দ্রসেন রাজসুত বিজয় সুন্দর। সে আসি বিচারে জিনি হবে তব বর ॥ তাহারে সাধুর কন্যা করিবে বরণ। তুমি কেন তার চেষ্টা কর অকারণ ॥ লাএরীহাট বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। তার আজ্ঞা মতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

অথ সাধুকন্যা সহ রাজপুত্রের স্নান ছলে দর্শন।

পয়ার। এত শুনি রাজপুত্র পুলকিত মন। ভাবে মনে বুঝি হয় কার্য্যের সাধন ॥ করি ছলা চন্দ্রকলা মালিনীরে বলে। এক দিন দরশন পাই কি কৌশলে ॥ জন্ম মৃত্যু বি- বাহ বিধির সংঘটন। তথাচ বারেক দেখি সার্থক নয়ন ॥ শুনিয়া মালিনী কহে রাজার কুমারে। যে দিবসে স্নানে ধনী যাবে সরোবরে ॥ জানিয়া সন্ধান তার কব বিবরণ। স্নান ছলে তুমি তারে কর দরশন ॥ বাক্য ছলে সুকৌশলে দিবা গত হৈল। শয়নে স্বপনে সুখে নিশি পোহাইল ॥ প্রভাতে উঠিয়া নিজ নিত্য কৃত্য করে। মালিনী লইয়া পুষ্প গেল সাধু পুরে ॥ পুষ্প দিয়ে হৃষ্ট হয়ে আসিয়া মালিনী। রাজার নন্দনে কহে শুন গুণমণি ॥ সাধুসুতা গেল স্নানে

কাম্য সরোবরে। যদি ইচ্ছা হয় তবে চলহ সত্বরে।। এত শুনি রাজপুত্র অতি পুলকিত। মালিনীরে সঙ্গে করি চলিল ত্বরিত।। দূরে হৈতে মালিনী দেখাইয়া সরোবর। তথা হৈতে সত্বরেতে হইল অন্তর।। রাজপুত্র উপনীত সরোবর তীরে। পুষ্পবন সুশোভন চারিদিকে হেরে।। স্থলে ফুলে অলিকুলে বড় শোভা পায়। প্রিয়া সঙ্গে বনপ্রিয় প্রিয় স্বরে গায়।। মুক্তাদির ভাপ ভাপ উঠে সরোবরে। পুষ্প যত অহর্নিশ চারিদিকে হেরে।। স্নান ছলে সাধুসুতা ছিল সরোবরে। মদনে মোহিত হৈল রাজপুত্রে হেরে। রূপ ছটা ঢাকে ঘটা সূর্য্যের কিরণ। বন্ধ যেন স্রোত বন্ধ দ্বিতীয় নন্দনে। মধ্য সুক্ষ স্থূল বক্ষ অধর রাতুল। কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব করে সমতুল।। জিনি চন্দ্র চন্দ্রিকায় মুখচন্দ্র আলো। খগরাজ পায় লাজ নাসা অতি ভাল।। সুন্দর সুচারু উরু ভুরু শরাসন। ভুরু যুগ নিন্দি নাগ অতি সুশোভন।।

অথ মালিনী সহ সাধুকন্যার কথোপকথন।

পয়ার। এইরূপ রসকূপ হেরি রাজসুতে। মোহিতা সুন্দরী মনে মদন বাণেতে।। উভয়ে চমৎকার উভয়েরে দেখি। বারেক ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি।। সাধুর নন্দিনী ধনী হইয়া অধিরে। গৃহে আসি মিষ্টভাষী জিজ্ঞাসে শারীরে।। ওহে শারী প্রাণে মরি কবে পাব পতি। শারী বলে মনে দুঃখ না ভাব যুবতী।। যেই জন পুরাইবে তব মন আশা। চন্দ্রকলা মালিনীর গৃহে তার বাসা।। এত শুনি সুন্দরীর আনন্দিত মন। আপনার সহচরী করিল প্রেরণ।। শীঘ্র ডাকি আন চন্দ্রকলা মালিনীরে। সখীগণ উপনীত মালিনী আগারে।। চন্দ্রকলা ডাকে তোরে সাধুর কুমারী। বিলম্বে নাহিক কাজ চল ত্বরা করি।। শুনিয়া মালিনী যায় কুমারীর পুরে। সাধু কন্যা যতনে জিজ্ঞাসা করে তারে।।

ছাড়ি ছলা চন্দ্রকলা কহ বিবরণ। তোর বাড়ী বাসা করি আছে কোন জন॥ ত্যজি ছলা চন্দ্রকলা কহিল কন্যারে। দুঃখিনী মালিনী একাকিনী রহি ঘরে॥ কেন বাছা একি মিছা জিজ্ঞাস আমায়। বল দেখি কেবা কোথা দেখিলে কাহায়॥ ছলে ছলে ছলা করি সাধুবালা কয়। এত দিনে চন্দ্রকলা হইলা সংশয়॥ মনে কিছু দেখনাক বিশেষ ভাবিয়া। সরোবরে কারে তুমি দিলে পাঠাইয়া॥ ব্যঙ্গ করি গেল মোরে বিবিধ প্রকারে। অতএব গৃহে গিয়া জিজ্ঞাস তাহারে॥ কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয়। দেহ পাঠাইয়া হেথা লয়ে পরিচয়॥ কেমন পণ্ডিত সেই দেখিব তাহারে। বুদ্ধি বল বিবেচনা বুঝিব বিচারে॥ পণ্ডিত হইয়া হৈলে বিচারে খণ্ডিত। মসি মুখে মাখাইব মণ্ডিক মণ্ডিত॥

অথ রাজপুত্রের সাধুকন্যা সহ বিবাহ।

পয়ার। তদন্তরে মালিনী অতি ত্বরিত গমনা। অন্তরেতে সভয়েতে করে বিবেচনা॥ গৃহে গিয়া রাজপুত্রে অতি ছলে কয়। পূর্ব্ব কথা না বলিল করিয়া সংশয়॥ রাজপুত্রে জানাইল এই সমাচার। তব সহ সাধুসুতা করিবে বিচার॥ অতএব যদ্যপি থাকয়ে ভবিতব্য। বিচারে জিনিয়া কর ভার্য্যা রত্ন লভ্য॥ এত শুনি রাজপুত্র পুলকিত মন। তদন্তরে সাধুপুরে করিল গমন॥ বসিয়াছে সদাগর সভার ভিতরে। উপনীত রাজপুত্র ছাত্র বেশ ধরে॥ যেন মহাবীর্য্য সূর্য্য ঢাকে জবমেঘে। সেই মত উপনীত সবাকার আগে॥ সমাদরে সদাগর সভায় বসায়। কোথা বাস কি প্রয়াস চাহে পরিচয়. রাজপুত্র নিজ পরিচয় নাহি দিল। কেবল বিচার আশ তারে জানাইল॥ তদন্তরে সবাকারে জিনিল বিচারে। সদাগর গিয়া পরে কহিল কন্যারে॥ শুনি ধনী পিতৃ কথা

সম্মতা হইল। করিতে বিচার স্থান পণ্ডিতেরা বলিল॥ যেই স্থানে দুই জনে হইবে বিচার। সেই স্থান সুশোভন করে সদাগর॥ পূর্ব্বদিগ বস্ত্র দিয়া করিল বেষ্টন। তার মধ্যে সাধু কন্যা বৈসে হর্ষমন॥ সভাসহ সদাগরালয়ে রাজসুতে। বসিলেন সর্ব্বজন স্বাক্ষি আনন্দেতে॥ এ সময়েতে বিচার সে বোধ অলঙ্কার। কত কত অবর্ণিত কাব্য বত তার॥ অনুপম বিচার সে কম নহে কেহ। বিচারে বিচারে বাড়ে বিষম কলহ॥ স্ত্রী লোকের বেদেতে নাহিক অধিকার। আরম্ভিল রাজপুত্র বেদের বিচার॥ রাজকন্যা বিস্তর বাড়ে কহিতে বিস্তারে। নিরস্ত হইল কন্যা বেদের বিচারে। দেখি সদাগর অতি আনন্দিত মন। আরম্ভিল অসংখ্য বিবাহ আয়োজন॥ লগ্ন মতে রজনীতে সভা সাজাইল। তদন্তরে রাজপুত্রে কন্যা দান দিল॥ হৃষ্ট হয়ে বর কন্যা প্রবেশে বাসরে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে॥

রাজপুত্র শারীসহ কথোপকথন।

লঘু-ত্রিপদী। হইল বিবাহ, তদন্তে নির্ব্বাহ, বাড়িল সর্ব্ব হুতাশে। দর্শনে মোহিত, অতি আনন্দিত, সতী পতি রতি রসে॥ বিরহ আগুন, হইল নির্ব্বাণ, দম্পতীর সমাবেশে। সদা সসন্তোষ, নিত্য নবরস, এক রাত্রে নিশি শেষে। পিঞ্জরে শারীরে, দেখিয়া সে ঘরে, আনন্দে তারে জিজ্ঞাসে। দৈবাধীন গতি, তোমার সংহতি, হৈল দেখা ভাগ্য বশে॥ কহ সারদ্ধার, কি হেতু আমার, আগমন এই দেশে। রাজপুত্র কথা, শুনি আনন্দিতা, কহে কথা হেসে হেসে॥ তব আগমন, হৈল যে কারণ, জানি আমি সবিশেষে। গন্ধর্ব্বের রাজা, রাজ্য শুভ প্রজা, বৈসে হিমালয় পাশে॥ চিত্রভানু নাম, চিত্রভানু সম, পরাক্রম সম যশে। তাহার দুহিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা, দৈবে ইন্দ্র শাপদোষে॥ অরণ্যভিতরে, ছলিয়া তোমারে, হেসে বাক্য

ছলে তোষে। দেখি তার রূপ, অতি রসকুল, বৃদ্ধি হলে প্রেম ফাঁসে॥ মন উচাটন, লয়ে বন্ধুগণ, ভ্রমণ তাঁহার আশে। সঙ্গি তিন জন, তাহার কারণ, ভ্রমিলেম বহুদেশে॥ মনের বাসনা, কামের কামনা, হৈল পূর্ণ অবশেষে। নিজ ভার্য্যা পেয়ে, আনন্দিত হয়ে, নিজ শ্বশুরবাসে॥ রাখিয়া রমণী, মনে অনুমানি, অবশেষে তারা এসে। নিশ্চয় কথন, কল্য তিন জন, আসিবেন তব পাশে॥ এ কথা শুনিয়া, বিনয় করিয়া, কহে পুনঃ মনোল্লাসে। এই নিবেদন, কন্যার কথন, কহ কিছু সবিশেষে॥ এস শুন শারী, কহে ধীরি ধীরে, মুখে মৃদু মন্দ হেসে। পরম সুন্দরী, গন্ধর্ব্ব কুমারী, রূপে অন্ধকার নাশে॥ হড়িত লজ্জিত, হয়ে যথোচিত, সুপ্রকাশ্য আস্য হাসে। তাহার কারণ, চিন্তা কর কেন, পাবে তারে অনায়াসে॥ করিয়া মন্ত্রণা, করিব ঘটনা, মিলাইব তার পাশে। আশায় আশ্বাস, আশে আসে আশ, আশা বৃদ্ধি হ আশে॥ মনের আহ্লাদে, শ্রীনাথের পদে, বলে দয়া কর শেষে। করিল রচন, রাজনারায়ণ, অতি দীন দ্বিজ দাসে॥

রাজপুত্রের বন্ধু সহিত মিলন।

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া রাজা বিজয় সুন্দর। প্রাতঃকৃত্য নিত্যকর্ম্ম করে অতঃপর॥ গোপন হইয়া সারী রাজপুত্রে কয়। মোর বিবরণ কিছু শুন মহাশয়॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি চিত্রভানু পুরী। তব অন্বেষণে মোরে পাঠালে সুন্দরী॥ দৈবফলে ব্যাধ জালে ধরিয়া আমায়। সাধু কুমারীরে সেই করিল বিক্রয়॥ অতএব মোরে তুমি লৈও সঙ্গে করে। মিলাইব তব সহ রাজকুমারীরে॥ শুনিয়া রাজার পুত্র আনন্দিত মন। শারীরে সম্মান বহু করিল তখন॥ দৈবযোগে ঐ দিবা পাত্রের কুমার। প্রবেশ করিল আসি নগর ভিতর॥ নিজ সাধ্যে অন্বেষণ করিয়া বিস্তর। উপনীত হৈল

আসি সাধুর আগার ।। রাজপুত্র নিকটে পাঠা'ল সমাচার। এত শুনি রাজপুত্র আনন্দ অপার ।। অকস্মাৎ হৈল্যে তবে আইল সত্বর। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল বিস্তর ।। তদন্তর উপনীত আর দুই জন। রাজপুত্র সহ আসি করিল মিলন ।। কহিলেন নিজ নিজ দুঃখ বিবরণ। যে প্রকারে পাইল ভার্য্যার অন্বেষণ ।। কিছু দিন সেই স্থানে করিল বঞ্চন। পুনঃ এক দিন তবে রাজার নন্দন ।। সকাতরে শারীরে কহিল বিবরণ। কি প্রকারে করি সে কন্যার অন্বেষণ ।। রাজপুত্র কথা শুনে শারী কহে তবে ।। কহিলে কহিতে হয় কষ্ট শুন তবে। গন্ধর্ব্বের রাজা চিত্রভানু নৃপমণি। তাহার তনয়া ধনী নাম চিত্রাঙ্গিণী ।। চিত্রের পুতলী যিনি চিত্রাঙ্গিণী নারী। চিত্রকলা নামে সে কন্যার সহচরী ।। সর্ব্ব কার্য্য জানে সেই জানে বহু মায়া। সর্ব্বদা তাহার বাধ্য রাজার তনয়া ।। যদি সহচরী করে কৃপাবলোকন। অনায়াসে পারে ইহা করিতে ঘটন ।। সে বিহনে অন্য জনে না পারে ঘটা-তে। অস্ত্রধারী দ্বারীগণ প্রত্যেক দ্বারেতে ।। অনেক দুর্গম স্থান আছয়ে পথেতে। অন্তরীক্ষে শূন্যপথে হইবে যাইতে ।। নানা ঝোড় ঝঙ্কার শিখর নদ নদী। রাক্ষস পিশাচ বনজন্তুগণ বাদী ।। এত শুনি রাজপুত্র শারীর বচন। বন্ধুগণ নিকটে কহিল বিবরণ ।। আনন্দিত পাত্রসুত এই কথা শুনি। সমর্পণ হৈল তারে মন্ত্র আকর্ষণী ।। মন্ত্র দিয়া কহিল যতেক বিবরণ। তদন্তরে কহে তারে বিপ্রের নন্দন ।। আকাশ পথেতে যাইতে হইল উপায়। আমি দিব এক দ্রব্য বিনা-শিতে ভয় ।। এত বলি অঙ্গুরীয় রাজপুত্রে দিল। তাহার যে গুণ তাহা তখনি কহিল ।। তদন্তরে হৃষ্ট হয়ে সাধুর নন্দন। গুটিকা সমর্পি কহে গুণ বিবরণ ।। পুলকিত হয়ে তবে রাজার তনয়। সর্ব্ব বিবরণ তবে শারীকারে কয় ।। শারী বলে একাকী যাইতে হবে পথে। কথার দোসর মাত্র আমি যাব

মাথে ।। তদন্তর দিন স্থির করে হৃষ্টমতি। আশার আশয়ে সখা পুলকিত অতি ।। দ্বিজবর ইত্যাদি ।।

রাজপুত্র কান্যকুব্জ দেশ হইতে চিত্রকর্ণ দেশে গমন।

পয়ার। রাজপুত্র কহিছে ডাকিয়া বন্ধুগণে। যত দিন না হইবে মম আগমনে ।। ততোদিন তিন জন হেথায় রহিবে। ইহাতে অন্তরে কিছু দুঃখ না ভাবিবে ।। এত বলি গেল চলি প্রবোধিয়া সখা। নিজ জায়া যুবতী যথায় আছে একা ।। যে জন্য যাইবে যথা কহিল বিনয়ে। বাড়িল বিরহ ব্যথা এ কথা শুনিয়ে ।। বুদ্ধিমতি যুবতী সে সতী পতিব্রতা। কাতরা কান্তরে করে ধরি কহে কথা ।। পতিগতি সতীর শাস্ত্রেতে এই কয়। এ পতি বিহনে বল প্রাণ কিসে রয় ।। ক্ষীণতনু বিরহ কৃশানু তাপ পাবে। অনির্ব্বাণ তাপে সদা দেহ দগ্ধ হবে ।। যদি বল নেত্রজল নিভাবে বহ্নিরে। সেকারণ অকারণ বুঝহ অন্তরে ।। যেমত সংযোগ বহ্নি সরস কাষ্ঠেতে। পড়ে জল অবিরত তাহার অগ্রেতে ।। সে উদকে অগ্নি কভু হয় নিবারণ। সবে কহে তাহে আর দহে অনুক্ষণ ।। যেন ভানু তাপে শোষে ক্ষুদ্র সরোবরে। সেই মত হবে নাথ মম নিরাধারে ।। অতএব দেখ সখা রেখহ মনেতে। যেন পাই জলাঞ্জলি তীর্থের জলেতে ।। প্রাণনাথ হয়েছ লয়েছ মমপ্রাণ। ছিল দেহ তাহে দিলে অগ্নি অনির্ব্বাণ ।। মৃত্যু পরে যাহা করে সাক্ষাতে করিলে। শেষ ক্রিয়া কহিলাম কর তীর্থ জলে ।। যেদে কয় রসময় শুন প্রাণেশ্বরী। আমি আছি তব দেহে বিরহের অরি ।। আনন্দে অন্তরে তব আছি অনিবার। জলমাঝে বহ্নি কভু না হয় সঞ্চার ।। যদি বল বিরহ বাড়িবে অদর্শনে। তাহার কিঞ্চিৎ কহি ভেবে দেখ মনে ।। প্রাণ দিয়ে প্রাণ পেয়ে তব প্রাণেশ্বর। এক অঙ্গ উভয়ত জানে

পরস্পর॥ মোর জন্য মোর প্রাণ কভু না জ্বালবে। তোমার সে জ্বালা নয় আমার জানিবে॥ বক্ত মত সাধিতে সান্ত্বনা হৈল সতী। পুনর্ব্বার শারীরে চাহিয়া কয় পতি॥ বিবিধ বিধানে ধনী বিঘ্নরাজে পূজে। বিঘ্নরাজ আমারে বাঁচাবে বিঘ্নমাঝে॥ শারীরে লইয়া হস্তে রাজার নন্দন। আকর্ষণী মন্ত্রেরে করিল আকর্ষণ॥ মন্ত্রবলে শূন্যে চলে সঙ্গে স্বর্ণজুরী। সঙ্গে দশ রাক্ষস চলিল আগুসারি॥ এক দিবা শর্ব্বরী চলিয়া দুই জন। চিত্রকর্ণ দেশেতে প্রবেশে ততক্ষণ॥ শারী কহে দেখ সব গন্ধর্ব্বের পুরী। চিত্রকর্ণ রাজা এই রাজ্যে অধিকারী॥ নিশাচর গণ পরে গন্ধর্ব্বের ডরে। রাজপুত্র আজ্ঞা লয়ে গেল স্থানান্তরে॥ এত শুনি রাজপুত্র স্তুতি দিল সুখে। যার জোরে অদৃশ্য এ চতুর্দ্দশ লোকে॥ শারী সঙ্গে রাজপুত্র চিন্তিত অন্তরে। উপনীত হৈল পরে চিত্রকর্ণ পুরে॥ কি কহিব কি শুনাব অবর্ণিত পুরী। ইন্দ্রালয় তুচ্ছ হয় যাহা দৃষ্টি করি॥ বিষম দুর্গম দুর্গ দেখি লাগে ভয়। দিবা রাত্রি দিবা সম মণির আলয়। যোজন যুড়িয়া পুরী প্রস্থে হবে সম। নরে অবর্ণিত অতি দৃশ্য অনুপম। প্রস্তরে প্রাচীর পরিসর হস্ত শত। তাহার দ্বিগুণ জান ঊর্দ্ধে সেই মত॥ দ্বারে দ্বারী অস্ত্রধারী পুরী ঘোর আছে। শূন্য পথে ইন্দ্রজাল আচ্ছাদি রেখেছে॥ পুলকিত পরম আনন্দ প্রাণপাখি। পুরী দেখি কি কারণ ঝুরে নিজ আঁখি॥ রাজনারায়ণ কহে শুন বিবরণ। নয়নে নয়ন নাই কান্দে এ কারণ॥

চিত্রাঙ্গিণীর বিরহ বর্ণন।

ত্রিপদী। চিত্রভানু রাজসুতা, মনে অতি সচিন্তিতা, হেরি বনে বিজয় সুন্দরে। সর্ব্ব বেত্তা শারী ছিল, অন্বেষণে পাঠাইল, দৈবদোষে না আইল ফিরে॥ মনে মনে মনানল, হৈল অতি সুপ্রবল, সদা আঁখি জল ছল করে। মরমে মরমে

রয়, শুধাইলে নাহি কয়, মন কথা নাহি জানে পরে ॥
কিবা দৈবদোষে, প্রাণনাথের উদ্দেশে, কেন পাঠাই
শারীকাণে। ত্যজিয়া মম আলয়, পেয়ে নিজ পিত্রালয়,
আর না আইল ফিরে ॥ হায় কেন দেখা দিয়ে, কুল
সব খায়ে, আইলাম ইন্দ্রের আদেশে। ইন্দ্র আজ্ঞা দি
হৈল, প্রাণনাথ না আইল, অভাগীর অভাগ্যের দোষে
পুনঃ ধনী ভাবে মনে, আমি যাই অন্বেষণে, মানে ভাই
নাহি চাই। পুনঃ ধনী মনে ভাবে, পাহাড় বা জঙ্গল যা
যদি তার দেখা নাহি পাই ॥ দেখিয়া ব্যাকুলা মন, চিত্র
ততক্ষণ, বুঝি মন জিজ্ঞাসা করিল। শুনি চিত্রাঙ্গিনী তা
পূর্ব্ব কথা ধীরে ধীরে, সবিস্তারে সব জানাইল ॥ বুঝি
কলা ভাবে, কহে কুমারীরে তবে, শুন সখি স্থির কর ম
সুখ দুঃখ দাতা যিনি, তাহারে ঘটাবে তিনি, নারীরে
উদ্দক যেমন ॥ প্রবোধিয়া কুমারীরে, তদন্তরে করে ধ
পুষ্পবনে করিল গমন। সৌরভে শোভিত ফুল, মধু লো
অলিকুল, ঝঙ্কারে গুঞ্জরে অনুক্ষণ ॥ মগন মনোজ
ধনী উচ্চ উচ্চ করে, উচ্চরবে কুহুরব ভ্রান্তি। আলুলিত
বেণী, তাহে ভ্রান্তি যেন ফণী, ভয়ে ভূমে পড়ে স্বর্ণকা
কদম্ব কুসুম মত, লোমাবলি শোভিত, দশনে দশন
চাপে। পড়ে ধনী ধরাসনে, চিত্রকলা ভাবে মনে, ভাল
পড়িলাম তাপে ॥ কাঁপে কায়া থর থর, ঝরে অঙ্গ জর
ঝর ঝর নেত্র জলধারা। ধরাধর ধারা মত, পড়ে নীর
রত, সুশোভিত যেন খসে তারা ॥ হেনকালে সেই স্থ
দৈব বলে কর্ম্ম ফলে, উপনীত হৈল এসে শারী। চিত্র
শারী দেখে, ডেকে বলে কুমারীকে, বন্ধু এলো ও র
কুমারী ॥ শুনিয়া নাথের কথা, দূরে গেল মনোব
কে বলি সিহরি উঠিল। শারী দেখি ততক্ষণ, রাজকন্যা ক
কন, ওহে শারী বন্ধু কোথা বল ॥ চিত্রা কহে চুপ চুপ,

কৈহা হ্রদে ডুবা, সবাকারে করিবে নিধন। গোপনেতে প্রাণ-সখি, রহিয়াছে ওলো ধনী, নিশিযোগে করাব মিলন॥ কুমারীরে শারী কয়, উতলার কর্ম্ম নয়, অতঃপরে নিশার প্রবেশ। রাজার কুমারী কয়, রজনী অধিক হয়, বন্ধু আনি কর দুঃখ শেষ॥ রাজনারায়ণ কয়, মিছে কেন শোক ভয়, যার সঙ্গে চিত্রকলা সখী। [illegible] প্রেমের ফাঁদ, ধরে আকাশের চাঁদ, ত্রিভুবন রাখী সে একাকী॥

অথ চিত্রাঙ্গিণীর সহিত রাজপুত্রের মিলন।

পয়ার। চিত্রকলা সখীরে জিজ্ঞাসে চিত্রাঙ্গিণী। কি রূপে আনিল পুরে মোর গুণমণি॥ শারী বলে সঙ্গে লোক আপনি আসিবে। গোপনে যত্নে [illegible] সাক্ষাতে দেখিবে॥ শারী সঙ্গে চিত্রকলা করিল গমন। উপনীত হৈল যথা রাজার নন্দন॥ চিত্রকলা শারীকে জিজ্ঞাসা করি কয়। কহ শারী কি কোথা রাজার তনয়॥ শারী বলে ঐ বৈসে আছে কুলয়ায়। চিন্তিতা চতুরা চিত্রা চারিদিগে চায়॥ গুটিকার গুণ বলে রাজার নন্দন। চক্ষু অগোচরে নানা রঙ্গে অদর্শন॥ শারী বলে রাজপুত্র শুনহ এখন। মুখে হৈতে গুটিকারে করহ ক্ষেপণ॥ মুখে হৈতে গুটিকারে রাজপুত্র নিল। যেন শশী অস্তে নাশি উদয় হইল॥ চন্দ্র জিনি চিত্রকলা চাঁদ রূপ হেরে। অনিমিখ হয়ে আঁখি চাহে বারে বারে॥ ভাবে মনে কুমারীর মুখে দিয়া ছাই। এঁরে লয়ে হৃদয়ে সাগর পারে যাই॥ এই রূপ মনে মনে মনের মানসে। রাজসুতে আনন্দেতে কহে হেসে হেসে। এসো ওহে নারীবেশ সাজাই তোমারে। রায় বলে নিজে নারী পারি হইবারে॥ কেবল তোমার সঙ্গে করিব গমন। এত শুনি চলে চিত্রা আনন্দিত মন॥ আনন্দেতে উপনীত কুমারীর পুরে। রাজকন্যা বলে কই না দেখি বন্ধুরে॥ চিত্রা

কয় কি কহিব ও রাজকুমারী। না আনিয়াছি তারে বন্দি শারী॥ শুনি ধনী জ্ঞান হত মূর্চ্ছিত হইল। সুধীরে অ হয়ে ধরায় পড়িল॥ সহচরী যত্ন করি করায় চেতনা। বঞ্চ বলিয়া কান্দয়ে সুলোচনা॥ তবে চিত্রা সখীগণে করাইল। রাজপুত্রে নিজ রূপ ধরিতে কহিল॥ পূর্ব্ব মত হৈল রাজার নন্দন। মদনে মোহিত সবে করে নিরী কেহ বলে ধন্য ধন্য নয়ন আমার। হেন রূপ নয়নে না কভু আর॥ ধন্যবটে রাজকন্যা ধন্য হৈল পতি। ধনে রাজসুতে দেখিয়া যুবতী॥ রসকূপ দুজনার রূপ অদ্ভুত সুবর্ণে সোহাগা যেন বিধির ঘটনা॥ ভাবে মনে দুই পূর্ব্ব পুণ্য ফলে; যেন নিধি জলনিধি হৈতে বিধি দি বসিবারে তদন্তরে দিলেন আসন। সখীগণ করাইল প্রক্ষালন॥ পথশ্রান্ত দূরে গেল শীতল হইল। তদন্তরে র কন্যা জিজ্ঞাসা করিল॥ কে তুমি কি নাম তব কোথায় বাস? রমণীমণ্ডলে এলে করি কি প্রয়াশ॥ চন্দ্রসেন রাজা বিখ্যাত সংসার। তাহার তনয় নাম বিজয় সুন্দর।

অথ রাজপুত্রের বিবাহ।

পয়ার। ধনী বলে ভাল ভাল বুঝেছি তোমারে। হৈল বিধি আনি মিলাইল মোরে॥ তুমি মোর মনে অরণ্য মধ্যেতে। সদা করি অন্বেষণ চোর সন্ধানেতে॥ চোর এত দিনে পাই দরশন। কি শাস্তি বিহিত তাহ বিবরণ॥ শুনি রায় হাসি কয় শুনহে উচিত। প্রথমত ধন লওয়া সুবিহিত॥ যখন করিল চোর চুরি তব মন। তাহারে তুমি করেছ বন্ধন॥ এখন বিহিত শাস্তি শুন বতী। হৃদয়েতে গিরি আনি চাপাও সংপ্রতি॥ নিজ মনমোরে করহ বন্ধন। দেহ জ্বালা দণ্ড দুই দশনে দ এইমত যদ্যপি প্রহার কর চোরে। নিজ ধন সহ সেই

জয় ফিরে ।। ছলিয়া কৌতুকে হল বুঝিলা সুন্দরী। অনন্তরে কহে তারে চতুরা সহচরী ।। রজনী অধিক হইল বিলম্ব না সয়। শুভ লগ্নে শুভ বিভা কর সুখোদয় ।। এত বলি রমণীর বেশ বিনাইল। যে স্বর্ণকান্তি স্বর্ণ সোহাগে মাখিল।। সহচরী করে ধরি রাজকুমারীরে। সভয় উভয় কর সমর্পিলা করে ।। রাজবালা পুষ্পমালা লয়ে গলে হৈতে। পতি গলে দিল তুলি অতি আনন্দেতে ।। রাজসুত আনা মত ধরি প্রিয়া গলা। পরিবর্ত্ত পুনর্ব্বার করে সেই মালা ।। ফুরিয়া গান্ধর্ব্ব বিভা গান্ধর্ব্ব কুমারী। হৃষ্ট মন ততক্ষণ খেলে পাশা সারী ।। পালঙ্ক উপরে দোঁহে করিল শয়ন। অনন্তরে সখীগণ হইল গোপন ।। নানা কথা আলাপন উভয়ে করে। রাজনারায়ণ দ্বিজ রচিল পয়ারে ।।

অথ রাজপুত্রের সম্ভোগ।

পয়ার। কামিনী করিয়া কোলে করিল চুম্বন। হৃদয় পসারি ধরি করে আলিঙ্গন ।। নাভী উরু কক্ষে বক্ষে হস্ত পরশনে। সিহরিল রসবতী ভয় রতিদানে ।। একি একি দেখি দেখি কহ যুবরাজ। কাতরা হয়েছি লাজে দেখি তব কায ।। নাহি জানি তিক্ত মিষ্ট রতি আস্বাদন। শুনি নাই কর্ণে কভু একর্ম্ম কেমন ।। অসময় রসময় ভেবে হয় ভয়। কাঁপিছে হৃদয় কদলীর পত্র প্রায় ।। এই জানি সুখে মুখে কৌতুকে রহিব। খেলা মেলা গপ সপ দুজনে করিব ।। যে দেখি পুরুষ তুমি পাষাণ সমান। পশিলে পতঙ্গোপরে বাঁচে কিহে প্রাণ ।। যাও মেনে এত কেন হয়েছ অস্থির। কল্য নয় হবে বঁধু আজি হও স্থির ।। রায় কয় নাহি ভয় শুনলো যুবতী। খাইতে অমৃত কেন হয় হেন মতি ।। কি কায জানিয়া সুখ দেখিব সাক্ষাতে। সিন্ধু হবে বিন্দু বোধ দেখিতে দেখিতে ।। ত্যজি চিন্তা হয়ে সান্তা মজ রসকুপে। তপন তাপে কি কভু পঙ্কজিনি তাপে ।।

পরশ পরশে যেন লৌহ স্বর্ণ হয়। অঙ্গ সঙ্গে সেই রূপ স্বর্ণোদয়॥ শুভ কর্ম্মে কালাকাল বিচার কে করে। প্রত্যক্ষ আকাশ বোধ হয় সবাকারে। প্রবর্ত্ত হইলে কর্ম্মে বুঝি তখনি। আকাশ পাইবে হাতে ও চন্দ্রবয়ানী॥ শুনি রূপসী কহিছে আর বার॥ সময়ে সকল কর্ম্ম শোভা কায়॥ অসময় বন্ধু হৈতে সুখোদয় নহে। নীর বিনা বন্ধুর তাপে নহে॥ মনেতে যুবক জপে মদন মদন। কে নিলে এ কর্ম্ম যে করিবে সাধন। স্তবে তুষ্ট হয়ারী হই নিজাগারে। ফুলবাণ সন্ধান করিয়া যুবতীরে॥ মন্মথে ভিয়া ধনী দিল আলিঙ্গন। ভার্য্যা কাছে যুবরাজ সে তক্ষণ॥ কামশরে ধনী ডরে চেপে ধরে পতি। কামাত ধরি গলে কামে টলে মতি॥ বুকে বুক মুখে মুখ নাড়ে অঙ্গি। উরু গুরু কাঁপে সুরু লাজে ভীরু রতি॥ গেল রাজ বালা পতি গলে ধরে। অর্দ্ধ আঁখি রুদ্ধ রাখি চন্দ্র হেরে॥ কাঁপে অঙ্গ বাড়ে রঙ্গ নহে ভঙ্গ দোঁহে। মগ্ন মন জন অনুক্ষণ রহে॥ নাহি ভুলে চুম গালে করে কোলে নাশি দুঃখে মনোসুখে খায় মুখ মধু॥ অধঃ ঊর্দ্ধ পথ কামে শুদ্ধ মন। শরে বৃদ্ধ করে যুদ্ধ নহে বন্ধ রণ॥ দোলে কাম চলে ধনী বলে হেসে। চুমি মুখ কিবা সুখ মা দুঃখে নাশে॥ হেন ধন কোন জন ত্রিভুবন মাঝে। ধন্য কল সৃষ্টি হেন মিষ্টরাজে॥ তার ধার শোধা ভার কত। দিলে প্রাণ তারে দান নহে মনোমত॥ এই মত রত করে কত তাতে। চন্দ্রমুখী মুদে আঁখি স্বর্গ দেখে হাতে দেখি লাজ যুবরাজ নিজ কায সারে। দেখি রতি লাজে ধরে পতি করে॥ কহে হিজ ত্যজ লাজ নিজ কায দে মোক্ষধাম দিবে কাম মজ প্রেম সুখে॥ এই মত কত নিত্য নানা রস। রজনীতে যুবরাজ দিনে গুপ্ত বেশ॥ বিষম প্রেম বর্ণনা না হয়। আঁখির পলকে দোঁহে দোঁ

হারায় ॥ প্রেমতত্ত্ব প্রেম মত্ত প্রেম সঙ্গে জানি । কায় যাগ কাম ভোগ দিবস রজনী ॥

অথ রাণী কন্যার পুরে পুরুষের কথা শ্রবণ করেন ।

পয়ার । এক রাত্রে মহিষী আপন কার্য্যান্তরে । প্রবেশিতে কন্যার পুরের ভিতরে ॥ পুরুষের কথা কেন শ্রবণে প্রবেশিল । ব্যস্ত হয়ে মহিষী রাজারে জানাইল ॥ শুনিয়া রাণীর কথা ভূপ ক্রোধ মনে । সংগোপনে উপনীত কন্যার ভবনে ॥ মহাক্রোধে গৃহ পাশে দুই জনে বসে । যুবক মগন হয়ে যুবতীর রসে ॥ ততক্ষণ সখীগণ বাহিরে আইল । পুরুষ নিশ্চয় গৃহে নৃপতি জানিল ॥ মহাক্রোধে রাজা প্রবেশিতে রাজপুরে । করে ধরি মহিষী রাখিয়া নৃপবরে ॥ মহিষী গৃহেতে গোপনেতে প্রবেশিতে । সখীগণে প্রমাদ দেখে আতঙ্কিতে ॥ রাণী দেখি চিত্রকলা সম্ভাষ করিল । লাগিয়া যুবক মুখে গুটিকা রাখিল ॥ এসো এসো বলি কন্যা প্রণমিল মায় । গৃহে প্রবেশিতে রাণী চারিদিকে চায় ॥ পুরুষেরে না দেখিল যুবতীর ঘরে । মনে মনে সক্রোধিত হইল অন্তরে ॥ ক্রোধ ভরে রাণী পরে বাহিরে আইল । সবিস্তার সমাচার রাজারে কহিল ॥ রাজা বলে ভূমণ্ডলে হৈল বড় লাজ । সত্য জানিলাম এই দেবতার কায ॥ এত বলি দোঁহে চলি গেল অন্তঃপুরে । রাজার কুমারী হয় চিন্তিত অন্তরে ॥ একে একে সখীগণে সত্য করাইল । সাবধানে সর্ব্ব জন সদত থাকিল ॥

অথ চোর সন্ধানে রাজা কন্যাগারে প্রবেশ ।

পয়ার । তদন্তর নৃপবর ভাবি নিজ মনে । এক রাত্রে আসি ভূপ অতি সংগোপনে । পূর্ব্বমত শুনে রাজা কথোপকথন । গৃহের চৌদিকে তবে করিল স্তম্ভন ॥ শূন্যপথে ইন্দ্রজাল আছে আচ্ছাদন । পলাইতে নাহি পারে সুর নরগণ ॥ তবে

রাজা কহিলীরে করিল প্রেরণ। ক্রোধ মতি বেগবতী র
ক্তক্ষণ ॥ দ্বারেতে দাণ্ডায়ে ছিল সখী চিত্রকলা। এত রা
কেন রাণী বলি কৈল ছলা॥ শুনি রাজসুত শীঘ্র ছাড়ি মু
কিল। গৃহে প্রবেশিয়া রাণী ভাবিতে লাগিল॥ রূপালর ব
ন্তর দিয়া গৃহ দ্বারে। নিজ হাতে নখিপদে ক্রমে বেতে প্রহারে
তবে ভূপ সুলক্ষণা ভাবিয়া অন্তরে। বাহিরে আনিয়া ব
সিল তনয়ারে॥ দিয়া ঘরে গৃহের দুয়ার কার বন্ধ। না
বেশে আছে চোর এই মনে সন্ধ॥ নব সঙ্গিনীর লক্ষ ব
খুলিল। হেরি কুচ তবু মনে সন্দেহ না গেল॥ লাজে
দিয়া মনে করে সকাতরে। মহারাজ কেন লাজ দেহ অ
ভারে॥ ক্রোধে কম্পমান রাজা না শুনে বচন। একের
সর্ব্ব অঙ্গে করে বিবসন॥ নিজ কাজ মন লাজে লজ্জি
হইয়া। দুই হস্তে দুই স্থান রাখে আচ্ছাদিয়া॥ ভূপ
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে সবে রবে। দেহ রূপ দেখিলে সন্দেহ
হবে॥ সতী সত্য স্তুতবন্ত মুদিল নয়ান। ভূপে দেখাইল স
অসতী যে জন॥ দেহ রূপ দেখি ভূপ দুঃখিত অন্ত
রাণীসহ প্রবেশ করিলা অন্তঃপুরে॥ দ্বিজরাজ
রাজা চিন্তা কি কারণ। যে দৃষ্টি করিলা অবে পাইবে
চন॥

রাজপুত্র পলাইবার উদ্যোগ এবং রাজ কন্যার প্রবোধ।

লঘু-ত্রিপদী। তবে রাজসুত, হইয়া চিন্তিত, ভার্য্যা
ধরি কয়। শুন প্রাণেশ্বরী, বুঝি প্রাণে মরি, মোর মনে
লয়॥ জেনেছে রাজন, চোর অন্বেষণ, সংগোপনে সদা
কি হৈতে কি হবে, কি দশা ঘটাবে, বুঝি শেষ প্রাণে মা
এই মনে ভয়, সদা মোর হয়, পাছে মরি এই দেশে।
পিতা মাতা, না পাবে বারতা, মরিবে মন হুতাশে॥

অতি ॥ কাশীরাজ কন্যা, রূপে মহী ধন্যা, ভীষ্ম তারে আ
হরি। নাহি দিল কুল, মজাল দুকুল, ত্যজিল নৃপ কুমারী
হয় কোপানলে, মরণ মরিলে, ভার্য্যা তারে বাঁচাইল
সাবিত্রী কাননে, শমনের স্থানে, মৃত পতি প্রাণ দিল ॥ য
মরে পতি, অনাগে যুবতী, নিজ দেহ দাহ করে। শুনে
কখন, নারীর কারণ, পুরুষ পুড়িয়া মরে ॥ তুমি সেই ন
জাতীয় ব্যাভার, ভুলিতে না পারি বধূ। ভ্রমর যেমন,
যায় কখন, বাসিফুলে খেতে মধু ॥ মধুযুক্ত ফুল, তাহে আ
কুল, অনুকুল অনিবার। ফুরাইলে মধু, সেই শঠবধু, ফিরি
না চাহে আর ॥ তুমি হে যাইবে, কত শত পাবে, না চাহি
পাবে। তোমার বিচ্ছেদে, আমি কেঁদে কেঁদে, নিশ্চয় মরি
প্রাণে ॥ ঘটাবে ঘটন, বিধাতা যখন, হইবে তখন তা
অগ্রে কেন তার, করে অবিচার, মোরে বধ তা সুধাই ॥
প্রাণপতি, যদি হই সতী, তুমি হে থাকিবে সুখে। সেই
পতি, তার কি দুর্গতি, আছে চতুর্দ্দশ লোকে। অ
প্রকারে, বুঝায় কুমারে, সান্ত্বনা করিল সতী। দ্বিজ
বলে, নারী লোভে ভুলে, শেষে দুখ পায় অতি ॥

রাজার প্রতি মন্ত্রির উপদেশ।

পয়ার। তদন্তরে নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে। নিজ
চিত্ররথে ডাকিয়া গুপ্তেতে ॥ মন্ত্রণায় চিত্ররথ ধীষণ সম
ধরিতে তস্কর রাজা জিজ্ঞাসে বিধান ॥ পূর্ব্ব কথা শুনি
কহিছে তখন। তোমার যে কর্ম্ম নয় ধরিতে দুর্জ্জন ॥
জন উপযুক্ত হয় যে কর্ম্মেতে। সেই কর্ম্মে তারে ভূপ
নিয়োজিতে ॥ যার কর্ম্ম তারে সাজে বিদিত ভুবন। অ
অসাধ্য তাহা করিতে সাধন। তাহার কিঞ্চিৎ কহি
রাজন। যাহে যেবা জয়ী তাহা শুনহ যেটন ॥ ধর্ম্মে
মর্ম্মে, মর্ম্ম কর্ম্মে কর্ম্ম বাড়ে। কুর্ম্মে কুর্ম্ম ব্রহ্মে ব্রহ্ম ঘর্ম্মে
পড়ে ॥ রুদ্ধেরুদ্ধ যুদ্ধেযুদ্ধ ক্রুদ্ধেক্রুদ্ধ হয়। বাধ্যা

সাধ্যাসাধ্য আদ্যোআদ্য কয়॥ সভ্যে সভ্য নব্যে নব্য লভ্যে লভ্য হয়॥ ভব্যে ভব্য কাব্যে কাব্য গর্ব্বে গর্ব্বোদয়॥ রাজ্যে রাজ্য পূজ্যে পূজ্য সহ্যে সহ্য মান। ধর্ম্মে ধর্ম্ম ধার্য্যে ধার্য্য বাহ্যে বাহ্য জ্ঞান॥ আদ্যে আদ্য যুদ্ধে যোদ্ধা বুদ্ধে বোদ্ধা বলে। যোগ্য যোগ্য বিজ্ঞে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞে প্রাজ্ঞ মিলে॥ কষ্টে কষ্ট নষ্টে নষ্ট তুষ্টে তুষ্ট করে। মন্ত্রে মন্ত্রি তন্ত্রে তন্ত্রি মন্ত্রে মন্ত্রি ফেরে॥ রঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গে ভঙ্গ সঙ্গে সঙ্গ খুজে। রঙ্গে রঙ্গি সঙ্গে সঙ্গি ভাঙ্গে ভাঙ্গি মজে॥ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্ব সন্ধে সন্ধ মন্দে মন্দ দৃষ্টি। বন্ধে বন্ধ ধন্ধে ধন্ধ অন্ধে অন্ধ দৃষ্টি॥ শান্তে শান্ত কান্তে কান্ত অন্তে অন্ত ঘটে। শান্তে শান্তি ভ্রান্তে ভ্রান্তি শ্রান্তে শ্রান্তি বটে॥ খণ্ডে খণ্ড চণ্ডে চণ্ড দণ্ডে দণ্ড হয়। শক্তে শক্তি মুক্তে মুক্তি ভক্তে ভক্তি কয়॥ কাযে কায সাজে সাজ লাজে লাজ বাড়ে। ধনে ধন জনে জন মনে মন পুরে॥ কুলে কুল মুলে মুল ভুলে ভুল বাড়ে। সখ্যে সখ্য মূর্খে মূর্খ পক্ষে পক্ষ পড়ে॥ লগ্নে লগ্ন মগ্নে মগ্ন ভগ্নে ভগ্ন দশা। নাশে নাশ হ্রাসে হ্রাস আশে আশ আশা॥ সত্যে সত্য মর্ত্তে মর্ত্ত দৈত্যে দৈত্য চায়। ভালে ভাল তালে তাল কালে কাল দায়॥ খাদে খাদ সাধে সাধ বাদে বাদ বাধে। হিতে হিত নীতে নীত রীতে রীত সুখে॥ ফলে ফল বলে বল জলে জল টানে। দলে দল কলে কল ছলে ছল আনে॥ করে কর ডরে ডর জ্বরে জ্বর ঘেরে। ঘোরে ঘোর জোরে জোর চোরে চোর ধরে॥ অতএব এ বিষয়ে বিজ্ঞ যেই জন। তস্কর ধরিতে তারে কর নিয়োজন। কোতয়ালে কহিলে সকলে জ্ঞাত হবে। তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রহিবে॥ অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহ ছিদ্র আর। বুদ্ধিমানে অন্যজনে না করে প্রচার॥ চিত্রাঙ্গদ নামে চিত্রা ভানুর তনয়। চৌর্য্য গুণে গুণোত্তম সর্ব্ব মান্য হয়॥ সেই সে কর্ম্মের কৃতি ভাবিলা রাজন। দ্বিজ কহে ইথে কর্ম্ম হইবে সাধন॥

চিত্রকলার স্থানে চোরের সন্ধান প্রাপ্ত।

দ্রৌপদী। নৃপবর অন্তরে, ডাকি নিজ কুমারেরে, কথা সবিস্তারে, কহে তারে সব বিবরণ। চিত্রাঙ্গদ শুনে, চিন্তিত হইয়া মনে, প্রণমিয়া পিতা স্থানে, অন্তে করিল গমন॥ করে কত অনুমান, কিসে পাব এ সং যাইবে কাহার স্থান, হেন মান কে আর রাখিবে। সঙ্গিনীগণে, এ সব বৃত্তান্ত জানে, নাহি জানে অন্য জনে, স্থানে সন্ধান হইবে॥ বহু মত মনে ভেবে, এই মত ক্ষুব্ধে, উপনীত হৈলা তবে, চিত্রকলা সখীর গোচরে। ভীত হয়ে পরে, ও.রেশিলা দাসী পুরে, অতি ধীরে ভ্রায়ে, বলে চিত্রকলা আছ ঘরে॥ রাজপুত্র কথা শুনি, বহু অনুমানি, মণিহারা ফণী জিনি, ব্যস্তা হয়ে কু জিজ্ঞাসে। ভূমিকম্প কাশীমাঝ, আপনি হে যুবরাজ জানি কিসের কায, উপনীত দাসী গৃহবাসে॥ কেহ হে শু মুখ, দুখ দেখে ফাটে বুক, না জানি কিসের দুঃখ, হয়েছে তব মনে। এত শুনি রাজসুত, পূর্ব্ব কথা বিস্তা কহে অতি দুঃখ যুত, শুনালেন অতি সংগোপনে॥ শু অন্তরে ভয়, চিত্রকলা কান্দি কয়, একি কথা মহাশয়, ব কিছু না জানি বৃত্তান্ত। রাজপুত্র কহে পুনঃ, চিত্রকলা শুন, সজি নাকি ভাল জান, জানি এ সন্ধান আদ্যোপ রাখহ রাজার মান, যাহা চাবি দিব দান, বল মোরে সন্ধান, না বলিলে প্রাণ বিনাশিব। যার অন্নে দেহ তার কর্ম্মে এত ঘোর, তোর সে জানিছ চোর, ধর্ম্ম নারেক না ভাব॥ পূর্ব্বেতে জেনেছে বাপা, সে কথ থাকে ঢাপা, কেন আর রাখ চাপা, তাহে খাপা ভূপ ব তোরে। রাজপুত্র যত বলে, চিত্রকলা নাহি ভুলে, চি ক্রোধে জ্বলে, অলি তোলে, বধিতে তাহারে॥ চাতুরি চোর, তগুণ্ডা হইল তোর, কাঁপে কায়া দুর দুর, ব

কম্পিত হৈল প্রাণ। কুকর্ম্ম কি ছাপা রয়, মনে উপজিল ভয়, কাঁদিয়া কাতরে কয়, দয়াময় দেহ দয়া দান॥ স্তুতি করে সকাতরে, পূর্ব্ব কথা সবিস্তারে, মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে, কহে তারে সব বিবরণ। পুনরায় কহে রায়, কিসে তারে ধরা যায়, করা যায় কি উপায়, সমুচিত কহ সে সন্ধান॥ শুনি চিত্রলেখা কহে, তুমি যাবে রাত্রিকালে, কসে ছলে সুকৌশলে, গুটিকায় করিব হরণ। গুটিকার গুণবশে, দিনে রহে গুপ্ত বেশে, রাত্রে ভোগে নানা রসে, চোর আশে চাতুরী করিব। দেখো, গুহে দয়াময়, শেষে যেন ধর্ম্ম রয়, চিত্রাঙ্গদ হেসে কয়, নাহি ভয় তোরে বাঁচাইব॥ এ কথা শুনিয়া রায়, নিজ অন্তঃপুরে যায়, তথা চিত্রকলা ধায়, উপনীত কুমারীর পুরে। কি কহিব গুণ তারি, গুটিকা করিতে চুরি, আরম্ভিলা সুচাতুরী, নিবারণ তার সঙ্গি চোরে॥

চোর ধরা বিবরণ।

চৌপদী। কুমারীর কম্পিত প্রাণ, সদা রহে সাবধান, পাছে হই অপমান, কিসে প্রাণ বাঁচে এ সঙ্কটে। হেন ভয় কিসে যাবে, কি করিতে কি হইবে, কুমার অন্তরে ভাবে, কালেকাল আইল নিকটে॥ ভাবিয়া ভয়েতে ভীত, সদা রহে সশঙ্কিত, হিতে হয় বিপরীত, অতি আশে পূর্ব্ব আশ নাশে। প্রেমে আছেন এ বিধান, যদি প্রেমে যায় প্রাণ, তবু নহে সমাধান, ত্যজিতে না পারে প্রেমরসে॥ ঐ রাত্রে মনাবেশে, মাতে মদনের রসে, চিত্রা গুটি রাখে পাশে, দৈবদোষে নিজ কর্ম্ম কলে। গবাক্ষ দ্বারেতে থেকে, চিত্রাঙ্গদ সব দেখে, দৈব কর্ম্ম খণ্ডিবে কে, মন্ত্র বলে বান্ধে ইন্দ্রজালে॥ বন্দি করে কুমারেরে, আর ভাজি যায় ঘরে, তদাপরে, ক্রোধভরে, তাহারে প্রহারে পদাঘাত॥ করিলে বিষয় আশ, শেষে হয় সর্ব্বনাশ, বিপদে বুদ্ধের হ্রাস, গুটিকা না পায় অকস্মাৎ॥ পড়িল

প্রহার দেখে, রসবতী অতি দুঃখে, খেদে কান্দে অধোমুখে, সকাতরা হইয়ে অন্তরে। ধরে পদে চিত্রাঙ্গদে, খেদেতে তাহাদের সাধে, ক্ষম মম অপরাধে, নহে মোরে বলি দহ তারে॥ আমিরে ভগিনী তোর, কেন তোর এত জোর, পতি মোর নহে চোর, ছাড় মোর নিশি ভোর হৈল। যেন ধর্ম্ম সেন কর্ম্ম, বুঝি মর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম, ভেদি চর্ম্ম পড়ে ঘর্ম্ম, বৃথা জন্ম আমার হইল॥ মম কান্ত দান্ত শান্ত, জনক নিতান্ত ভ্রান্ত, আদ্যোপান্ত কি দুরন্ত, কৃতান্ত সে প্রাণান্ত করিবে। পিতা পুত্রী পতি হন্তা, তাহি ভ্রান্তি নাহি পন্থা, কিসে কান্তা হবে শান্তা, তাহে চিন্তা চিন্তাধিক হবে॥ অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ, ধরি হাত দেহ সাথ, খোলে তাত দুর্নির্ঘাত, বধি নাথ অনাথী করিবে। আমি সতী কুলবতী, প্রাণপতি মতি গতি, মলে পতি হবে সাথি, অন্তে গতি তোমার হইবে॥ কর রক্ষা ভিক্ষা দান, দেহরে পতির প্রাণ, পরিবর্ত্ত মোর প্রাণ, অস্ত্র আন দেই দেহ কেটে। পাপ রাশি এবে নাশি, হইয়া তোমার দাসী, নিবারিয়া ভয়ো রাশি, রাখ শশী এ রাত্র সঙ্কটে॥ সাগর সিঞ্চিনু করে, যত্নে রত্ন পেয়েছিরে, দূরে যায় দুঃখ হেরে, কেন তারে তুমি ফেল জলে। পতি মোর প্রাণ প্রাণ, যদি তার বধ প্রাণ, তোর অগ্রে নিজ প্রাণ, এখনি ত্যজিব যে গরলে॥ দয়া ধর্ম্ম দান আর, আর পর উপকার, ইহা বই কর্ম্ম আর, তোরে দেখ নাহি ভূমণ্ডলে। অধিক কি কব আর, দয়া দান নাহি যার, বৃথা ছার জন্ম তার, অনিবার জ্বলে পাপানলে॥ অকাতরে সকাতরে, করাঘাৎ করে শিরে, জলি ধারা ধারাধরে, হনে রক্ত বদন হিল্লোলে। অনুমানে আশুরক্ত, বদনে বেষ্টিত রক্ত, যেন আসি কোন ভক্ত, রক্ত পদ্ম দিল চক্র গলে॥ রাজকন্যা যত সাধে, চিত্রাঙ্গদ তত বাঁধে, সঘনে প্রহারে পদে, উপরোধ নাহি তার দয়া। হইল গাতুরি চুর, ভাঙ্গিল অঙ্গুলি ক্ষুর, মাপে দেহ দুর দুর, কাঁপে

পদ্মা তিন্তে, মহামায়া ॥ ভাবিছে নাগর রায়, প্রহারেতে প্রাণ যায়, একি দায় কায় হায়, বাপ মায় না দেখিল মোরে। প্রথমে অনেক দুঃখ, মধ্যে হৈল নানা সুখ, শেষ দুঃখে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ হৈব ফেরে ॥ কহে রাজনারায়ণ, কেন ভাটিল মন, দুঃখে সুখ সংঘটন, আপন কর্ম্মের অনুসারে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, শঙ্করে দুষ্কৃতে ভয়, পাঁচ দিন চোরে লয়, এক দিন গৃহস্থেও ধরে ॥

অথ চিত্রাঙ্গিণীর খেদোক্তি।

ত্রিপদী। পতির প্রহার দেখে, রসবতী অতি দুঃখে, অধোমুখে নিঃশব্দে ধরা। কান্দে সতী সকাতরে, নয়ন নয়নে নীরে, ভাসে ধারাধর জিনি ধারা ॥ মণি হারা ফণী জিনি, বিচ্ছেদে কাতরা ধনী, যেন ইন্দু হারালে চকোরে। অনলেতে দহে অঙ্গ, বিচ্ছেদ আশ্রয়ে সঙ্গ, তবু পোড়া বিচ্ছেদ না মরে ॥ ছিল প্রেমের সাধ, বিচ্ছেদ সাধিছে বাদ, আগুন বিগুণ দিয়া দোষে। কণাগ্র লাগিলে যার, মুক্তি করে ছারখার, সম সেই বিচ্ছেদে না নাশে। যুবতীর পতি গতি, তার দেখি এ দুর্গতি, আমি সতী সহিব কেমনে: প্রাণের বন্ধন দেখে, এতক্ষণ প্রাণ থাকে, কি আর কহিব ধিক প্রাণে ॥ মায় হইল সত্য, তনয়া করি অন্যথা, ধরি দিল নিজ জামা-তারে। ভ্রাতা অতি দুরজ্ঞান, পিতা প্রলয়ের কাল, পুত্রী-ক বধে আত্ম জোরে ॥ অবিচার বিধাতার, বাঁচা ভার বলার, তবু ছার প্রাণ, নাহি যায়। হৈল এত অপমান, মন কঠিন প্রাণ, তার প্রাণ নাহি যায় হায় ॥ কিছার ক-। প্রাণী, সুকঠিন লৌহ জিনি, সেই হৈলে তাপে দ্রব। হেন তাপে নাহি গলে, আর না মরিলে মৈলে, পা-। অধিক দৃঢ় কত ॥ জানে ইহা পরস্পরে, খ্যাত আছে

এ সংসারে,বজ্রাঘাতে পাষাণ বিদরে। প্রাণ কি কঠিন হৈতে, বিচ্ছেদের বজ্রাঘাতে, নাহি ভেদ তাহার শরীরে॥ বজ্রেতে অভেদ যার, তাহে এ চমৎকার, তারে বিদ্ধ করে পুষ্পশরে। বজ্র জিনি দৃঢ়তর,বজ্রাধিক ফুলশর, ফুলশরে হানে বজ্রধরে॥ নীলকণ্ঠ কণ্ঠে বিষ, অঙ্গে ফণী অহর্নিশ, কুলিষ শরীর ত্রিভুবনে। কহে রাজনারায়ণ, বিষ ভক্ষে যেইজন, তার দেহ হানে ফুলবাণে॥

অথ রাজপুত্রকে কারাগারে বন্ধ।

পয়ার। নিশি ভোর করে চোর ধরে ভোর জবে। হস্ত পদ টেনে বান্ধে রায় কান্দে ভাবে॥ গেল ভুর ঢেল ঢুর সব চতুরালি। যাবে কীল মধ্যে খিল কর্ণে লাগে তালি॥ হয়ে খড় করে দণ্ড লণ্ড ভণ্ড বেশ। বাক্য বাণে প্রাণে হানে ধরি টানে কেশ॥ কি দায় হায় হায় রাজসুত ভাবে। পিপাসায় প্রাণ যায় কি উপায় হবে॥ যার আশে মরি শেষে কোথা সে রহিল। অপমান অসম্মান বুঝি প্রাণ গেল॥ কর্ম্ম দোষে অসন্তোষে কোন দোষে মরি। সুপ্রমাদে বাদ সেধে সিংহনাদে ভরি॥ বান্ধে দস্ক ঘন ঝম্প হয় কম্প ভূমি। মহারাজে দেখি সাজে চোর লাজে ভূমি॥ দেখি কায় মহারাজ হয় লাজ মনে। রসকূপ চোর রূপ হেরি ভূপ ক্ষণে॥ কহে দেব অনুভবে দেখি ভাবে ভূপ। অনিমিক নহে আঁখি দেখিল স্বরূপ। হৈয়া মায়া দেব কায়া নাহি ছায়া থাকে। হয়ে নর কি প্রকার মোর ঘরে ঢোকে॥ মনে সন্ধ লাগে ধন্ধ নিরানন্দ হয়ে। কহে চরে রাখ চোরে কারাগারে লয়ে॥ তদন্তর লয়ে চোর অনুচরগণ। রাখে তারে কারাগারে শরীরে বন্ধন॥ দুঃখ যুত রাজসুত মনোগত দুঃখে। নানা ছন্দে দৈব ফান্দে পড়ি কান্দে পাকে॥ কহে দ্বিজ দুঃখ ত্যজ ভজ কালী পদ। যাবে কাল ও জঞ্জাল অকাল বিপদ॥

অথ রাজপুত্রের স্তবে ভগবতীর আগমন।

ত্রিপদী। ভয়ে ভীত রাজসুত, হয়ে চিত্ত ভক্তিযুত, আপনার জেমত, কৈল স্তব কাতর বিশেষে। দুখ দন্ধা মোক্ষধাম, সিদ্ধ হয় মনস্কাম, লইলে শ্রীদুর্গা নাম, ভাবিবাম ভব ভয় নাশে॥ আছে খ্যাত ভব মাঝে, রামচন্দ্র নিজ কাযে, অম্বিকা অকালে পূজে, দেব অরি রাবণ বিনাশে। উদ্ধারিতে দেবতারে, শম্ভুজায়া শুম্ভাসুরে, আঁচরে মারিয়া তারে, শির হবে সংসারে প্রকাশে॥ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী, রক্তবীজ নিসূদিনী, তুমি সর্ব্ব সংহারিণী, নারায়ণী নিস্তারিণী ক্লেশে। স ... দারা পরাৎপরা, জন্ম হেতু যোগহরা, জপিতে তারো গো তারা, নেত্র বারি বহে যার এ দেশে॥ স্তব বিনে কি করে ত্রাণ, লজ্জায় ফাটিছে প্রাণ, অপমান ম্রিয়মাণ, দেহ গো অভয় দান দাসে। না হইয়া মুক্ত সুতে, যদি ত্যজ অরাইতে, তারা নামে ত্রিজগতে, রটিবে অখ্যাতি অবশেষে॥ বন্ধনেতে ফাটে বুক, ক্রন্দনেতে অধোমুখ, দেখিয়া দাসের দুঃখ, না হবে বিরূপ তারা রোষে। জানিলাম সব মর্ম্ম, হেন কর্ম্ম কেন ধর্ম্ম, কণ্ঠে বহে কাল ঘর্ম্ম, কোথা জন্ম মরি কোন দেশে॥ রাজপুত্র স্তব সাঙ্গ, আকাশে খসে স্ফুলিঙ্গ, ঘোর রঙ্গে কম্পে অঙ্গ, ভাবে অঙ্গ কালিকা কৈলাসে। লোমাঞ্চিত হয় গাত্র, বামহস্ত বাম নেত্র, জানি সত্য করে নৃত্য, মুখের তাম্বূল পড়ে খসে॥ ভক্ত দুঃখে ভগবতী, হয়ে বিচলিত মতি, যান্তা অতি শীঘ্রগতি, হৈমবতী জয়ারে জিজ্ঞাসে। মোর মনে হেন লয়, দেবে কি হইল ভয়, অসুরেরা কৈল জয়, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেহ নাশে॥ বিশেষ বৃত্তান্ত গণি, কহ মোরে সত্যবাণী, হেন মনে অনুমানি, কেহ বা প্রহারে মোর দাসে। এত শুনি জয়া সখী কহিবারে সত্য তথ্য, একে একে স্বর্গ মর্ত্য, দেব দৈত্য আদি সমাবেশে॥ ক্ষণেক নিরবে থেকে, বৃত্তান্ত গণিয়া দেখে, কহে তবে কালীকাকে, নরলোকে ডাকে অতি ক্লেশে। অতি-

ভদ্যানগর ধাম, তব ভক্ত প্রিয়তম, বিজয় সুন্দর নাম, কারা বদ্ধ রমণীর আশে ॥ গন্ধর্ব্বের নৃপমণি, চিত্রভানু নাম জানি, তার কন্যা চিত্রাঙ্গিণী তাহারে আনিয়া নিজবাসে। অনুপম রূপ হেরে, ধৈরয ধরিতে নারে, সমাদরে অন্তঃপুরে, রাখি তারে তোষে প্রেমরসে ॥ এ কথা প্রকাশ হলে, ভূপতি ক্রোধেতে জ্বলে, বলে ছলে সুকৌশলে, ইন্দ্রজালে বন্দি কৈল শেষে। ধরে তারে মনোসাধে, লৌহময় শিকলে বাঁধে পতিত হইয়া কাঁদে, মা বলিয়া সেই কান্দে ক্লেশে ॥ কর ইচ্ছা আপনার, করিলে বিলম্ব আর, তার প্রাণ বাঁচা ভার, দুরাচার পাছে বা বিনাশে। ভক্ত নামে ভগবতী, জানি অতি দুঃখী সতী, শীঘ্রগতি ভূপপতি, ক্রোধমতি দুর্ম্মতির দোষে ॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার, মুখে মাত্র মার মার, এ সংসার থাকা ভার, সাধ্য কার অগ্রে স্থির আসে। হস্তে খর্ব্বকেশ শেষ, রক্ত আঁখি রণবেশ, অঙ্গে নাহি দয়া লেশ, মূর্ত্তি যেন শুম্ভনুর নাশে ॥ বিকটাকার দশনা, লোহিত লোল রসনা, ক্রোধে লোহিত লোচনা, সুমগনা বিবসনা বেশে। জানিয়া কালীর কাজ, নিক্ষেপিতে মুণ্ডে বাজ, সজ্জি করে রণসাজ, চলে চিত্রভানু রাজ দেশে ॥ ডমরু ডিণ্ডিম ডঙ্কা, ডাকিনী যোগিনী ঝঙ্কা, সংহারিতে যেন লঙ্কা, নাহি শঙ্কা আকিংক্ষা আবেশে। সঙ্গমাত্য ব্রহ্মদৈত্য, হয় ভয় কৈতে তথ্য, মৈত্র নাশ আশ মত্ত, সমস্ত উন্মত্ত রণ আশে ॥ ভূত প্রেত পিশাচিনী, ডাকিনী হাকিনী জানি, সংহারিণী ভৈরবিনী, সঙ্গিনী যোগিনী মনোল্লাসে। হীন ধব অঙ্গ সব, মুখে মার মার রব, দেখি সব ভাবে ভব, জনরব ভৈরব বিশেষ ॥ ঝঙ্কারিয়া দেয় ঝম্প, প্রলম্ফ উলম্ফ লম্ফ, ভয় ভাবি ভূমিকম্প, বাজে দম্ফ দম্ফ আত্ম-রোষে। সঘনে সংহার শব্দ, ভয়ে দেব-কুল লব্ধ, তেজে তপন স্তব্ধ, আরব্ধ সে শব্দ সর্ব্ব দেশে ॥ ভয়ে ভব টলমল, সপ্ত সাগরের জল, কি হিথল কোলাহল, অমঙ্গল সকল আকাশে।

শিলাবৃষ্টি অকস্মাৎ, শব্দ বৃষ্টি সুনির্ঘাত, উল্কাপাত বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ দিনে তারা খসে ॥ সুরাসুর আদি যত, মহাভয়ে হয়ে ভীত, ভাবে সবে হইল হত, যুগ যুগে বিচিত্র কারণে। মহা ভয়ে মনে বাসি, শিবলোকে উদয় শশী, এককালে রাহু আসি, অভিলাষী তাহার গরাসে ॥ সুরাসুর আদি সবে, মহাভয় ভাবে ভবে, নারদেরে ডাকি কবে, পাঠাইল জানিতে বিশেষ চারি যুগে অবিনাশি, দেব কার্য্যে দেবঋষি, শীঘ্র উপনীত আসি, নাহি ভয় ভবের বিপাকে। স্তুতি নতি যোড়করে, সকাতরে কাতরস্বরে, মৃদুস্বরে অনুস্বরে, কহে তারে কারে দোষ দিবে। এত শুনি ভগবতী, কহেন নারদ প্রতি, দৈব গতি দুর্গতি, চিত্রভাণ্ড বধে মোর দাসে। সেবক সংশয় হয়, মনে মোর এই ভয়, পাছে বা কলঙ্ক রয়, নষ্ট হোক তাহার উদ্দেশে। এ কথা শুনিয়া মুনি, কহে পুনঃ স্তুতি বাণী, ধৈর্য্য হও নারায়ণী, আপনি এ স্থানে রহ বসে ॥ হিতে বিপরীত হবে, অং নামে কলঙ্ক রবে, যেন ভাগ্য তার কবে, তব দেখা নিজবাসে। যদি হয় অনুমতি, যথা গন্ধর্ব্বের পতি, তথা যাই শীঘ্রগতি, দাস কার্য্য করিবেক দাসে। আমি যে কহিব কথা, তাহা হইবে অন্যথা, দিব তার মর্ম্ম ব্যথা, অবকাশে নাশিব সবংশে ॥ যুক্তি সিদ্ধ সুউপায়, শুনি সতী দিল সায়, নারদ সত্বরে যায়, উপনীত গন্ধর্ব্ব নিবাসে। পাত্র মিত্র বসি ভাবে, নারদে দেখিয়া সবে, নৃপতি উঠিয়া তবে, আইস আইস বলিয়া সন্তোষে ॥ ভবানী করুণা যার, ভব ভয় নাহি তার, গন্ধর্ব্ব কিসের ছার, তার অরি নাশে অনায়াসে। ভূমণ্ডলে নাহি স্থান, অতি দীন ম্রিয়মাণ, অন্তে তার কর ত্রাণ, রামনারায়ণ দ্বিজ দাসে। কাল গেল মিছা কালে, মুগ্ধ মন মায়া জালে, কাল কাল হৈল কালে, কাল হারাইলাম কাল বশে ॥

অথ শিবশাপে অশ্বিনীকুমারের মর্ত্যলোকে
জন্ম ও রাজপুত্রের পরিচয়।

পয়ার। তদন্তরে নারদ মুনি জিজ্ঞাসি রাজারে। সৃষ্টি
নাশ হয় বুঝি তব অবিচারে॥ কি দোষে করিলে বন্দ স্বর্গ-
নীর কিঙ্করে। তার দুঃখে দুঃখী নাথ কৈলাস শিখরে॥
সসৈন্যে সাজিলা বধ করিতে তোমারে। মেদিনী কম্পিতা
কম্পে সুরাসুর ডরে॥ তুমি রাজা পুণ্যবান বিদিত সংসারে।
একারণ মম দুঃখ হইল অন্তরে॥ যোড়করে কালীরায়ে বহু
স্তুতি করে। প্রবোধিয়া আইলাম তোমার আগারে॥ অপ-
রূপ মঙ্গল যদি চাহ নৃপবরে। তব কন্যা দেহ বিভা দ্বিজবর
সুন্দরে॥ এত শুনি ভূপতি জিজ্ঞাসে মুনিবরে। কালীর কি-
ঙ্কর দোষ কহ কি প্রকারে॥ এত শুনি মহামুনি কহেন রা-
জারে। সে সব বৃত্তান্ত রাজা শুনহ বিস্তারে॥ এক দিন
সদানন্দ আনন্দ অন্তরে। নিমন্ত্রিয়া দেবগণে আনে নিজা-
গারে॥ তদন্তরে শচীশ্বর সহ পরিবারে। সর্ব্বদেব সঙ্গে ইন্দ্র
প্রণমিলা হরে॥ আশুতোষ সসন্তোষ যত্নেতে অমরে। সমা-
দরে সবাকারে বসায় সত্বরে॥ মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা তিলো-
ত্তমা পরে। ঘৃতাচী রূপসী আসি প্রণমিলা হরে॥ ছন্দ করে
নৃত্য আরম্ভিলা সুখান্তরে। ইঙ্গিতে সঙ্গীত গীত গান মধু
স্বরে॥ জলিতা ব্রহ্মাণ্ড বোধ নৃত্য চমৎকার। ধন্য ধন্য বলি-
য়া প্রশংসে বারে বার॥ অশ্বিনীকুমার ছিল সবার ভিতরে।
নৃত্য দেখি মগ্ন মন দুই সহোদরে॥ লোক লজ্জা ভয় যায়
মদনের শরে। বাহু ধরি উর্ব্বশীরে আলিঙ্গন করে॥ দে-
খিয়া সক্রোধ শিব হইলা অন্তরে। গর্জ্জিয়া সক্রোধ বাণী
কহে দোঁহাকারে॥ দেবতা হইয়া লোভ মনুষ্য আচারে।
নরযোনি প্রাপ্তে যোনি প্রাপ্ত হবে তোরে॥ বিধাতার
ভবিতব্য কে খণ্ডিতে পারে। ষষ্ঠ বিদ্যা ধরি জন্ম ল-
ইবে সংসারে॥ নারী লোভে বহু দুঃখ পাবে দেব-

মুনিবরে। রক্ষা কৈলা মহামুনি বিপদ সাগরে॥ শেষ নন্দ ভূপ তবে চলে কারাগারে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে॥

অথ রাজপুত্রের বিবাহ।

চৌপদী। শুনি নারদের বাণী, চিত্রভানু নৃপমণি, মণি হারা ফণী জিনি, ব্যস্ত অতি দ্রুতগতি চলে। যথা বদ্ধ রাজ সুত, তথা নৃপ উপনীত, দেখে দুঃখে দুঃখাবৃত, সকাতরে কুমারে বলে। ক্ষম মম অপরাধ, না জানিয়া এত বাদ, সাধিব তোমার সাধ, না ভাব বিষাদ মনানলে। না জানিয়া এত দায়, করে রাজা হায় হায়, অশ্রুজলে পড়ে গায়, সহস্তে বন্ধন দিল খুলে॥ না ভাব বিষাদ মন, দৈবে কর্ম্ম অখণ্ডন, পুত্র ভাবে নারায়ণ, যশোদা বান্ধিল উদুখলে। মনেতে না ভাব রোষ, আমার কর্ম্মের দোষ, আছে কর্ম্ম বিধি বশ, আপন কর্ম্মের ফল ফলে॥ এত বলি নৃপবর, হয়ে হরষিত অন্তর, রাজ পুত্র তদন্তর, সমাদরে নিল নিজ কোলে। অনুচরগণ পরে, আসর স্বজন করে, নৃপবর নিজ করে, নেত্রজল ধোয়াইল জলে। শুভ নিশি পোহাইল, মনোদুঃখ দূরে গেল, সুমঙ্গল কোলাহল, সখীগণ কুমারীরে বলে। রাজ্যে দিল সমাচার, তদন্তর নৃপবর, করে শুভ দিন স্থির কন্যা দান করে কুতূহলে॥ রাজ্যে মহা মহোৎসব, বিবাহের কলরব, গন্ধর্ব্বের নারী সব, মহানন্দ মগনা মঙ্গলে। নর্ত্তকী নর্ত্তক কত, করে নৃত্য অবিরত কত কব অবর্ণিত, বুঝহ পণ্ডিত সে কৌশলে॥ ডমরু ডিণ্ডিম বাজে, ঢক্কা ঢোল পাখয়াজে, ঘন ঝাঁজে ভবমাঝে, বীণা বাঁশী বাজে কোলাহল। দ্বিজ রাজনারায়ণ, করে আত্ম নিবেদন, মন হয় অন্য মন, সে বর্ণন করিব কি ছলে॥

পয়ার। এই মত বাদ্য কত বাহুল্য বর্ণিতে। মহা কোলাহল ধ্বনি নগর মধ্যেতে॥ তদন্তর নৃপবর হরষিত হয়ে। পাত্র মিত্র পুরোহিত বন্ধুবর্গ লয়ে॥ সভা করি বসিলেন কন্যা দান

দক্ষে। সভাসদ সকলেতে সবে চারিভিতে॥ দান সঙ্কা বামে পশ্চিমাসা নৃপবর। দক্ষিণেতে বুধগণ হরিষ অন্তর॥ পূর্ব্বমুখে নোমুখে পাত্রে বসাইল। ভূমে আসি যেন শশী উদয় হইল॥ সভার শোভার কথা কি বর্ণিব আর। সুবাস্থুরে ছিল পুরে লাগে চমৎকার॥ সারি সারি পুরনারী করিয়া সুবেশ। স্ত্রী আচারে সবে করে সভায় প্রবেশ॥ দেখিয়া পাত্রের রূপ মোহিত হইল। চিত্রের পুত্তলী প্রায় চাহিয়া রহিল॥ অনঙ্গ দহিল অঙ্গ প্রকাশিতে নারে। বোবার স্বপন সম গুমরিয়া মরে॥ ব্যাকুলা হইয়া সবে স্ত্রী আচার করি। নহে সুখী মনে দুঃখী যায় ধীরি ধীরি॥ ঘরে গেল রাণীগণ বিষাদিত মন। সকলেতে নিন্দে পতি আপন আপন॥ বর্ণিতে সে সব কথা এই ভয় মনে। পুস্তক বাহুল্য হয় বুঝ বিজ্ঞজনে॥ বিবাহ হইল শাস্ত্র শুন তার পরে। বাসরেতে বর কন্যা প্রবেশে সত্বরে॥ রঙ্গরসে রসাভাষে পোহাইল নিশি। পুলকিত হৈল দোঁহে সুখার্ণবে ভাসি॥ ভয় গেল প্রকাশিল নির্ভয় চন্দ্রিমা। কত সুখে সুখী হৈল নাহি তার সীমা॥ নিত্য নানা রঙ্গরসে রঙ্গে দুই জন। শিবচন্দ্রাদেশে রচে রাজনারায়ণ॥

অথ রাজপুত্র ছলে রতি বাঞ্ছা।

ত্রিপদী। এক দিন বাক্যছলে, যুবতীরে করি কোলে, সুকৌশলে কহে মৃদুস্বরে। ঈশ্বরের কিবা লীলা, কি অপূর্ব্ব দেখাইলা, তুমি হৈলে জানিতে অন্তরে। মনে মোর এই ভয়, পাছে কর অপ্রত্যয়, কেহ হয় প্রেয়সী বলিয়া। দৈবযোগে, দিবাভাগে, তব ভাবে অনুরাগে, আলস্যে ছিলাম ঘুমাইয়া॥ নিদ্রায় কাতর অতি, হেনকালে দৈবগতি, দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন। শুন শুন চন্দ্রমুখী, জ্ঞান চক্ষে যেন দেখি, হইতেছে সমুদ্র মন্থন॥ শব্দ সিন্ধু কোলাহল, ভয়ে করে টলমল, জলের হিল্লোল হয় অতি। রত্নাকর মন্থনেতে, আচম্বিতে তথা হৈতে

সুধাকর হইল উৎপত্তি ॥ দেখি চিত্ত চমৎকৃত, প্রাণপাখি পুলকিত, তদন্তে উঠিলা ঐরাবত। নয়নে নিরখী দেখি, অনিমিক হৈল আঁখি, তবে লক্ষ্মী উঠে অকস্মাৎ। তদন্তে উঠিলা সুধা, হেরিয়া হরিলা ক্ষুধা, তাপ প্রাণ শীতল হইল। শেষে দেখি লাগে ভয়, সৃষ্টি যেন লয় হয়, উঠিল এমত হলাহল ॥ আমি যেন হেনকালে, উপনীত সিন্ধুকূলে, দৈববশে বিষেতে ঘারিল। তোমার ভাগ্যের বসে, সৃষ্টি নাশে যেই বিষে, হেন বিষ শরীরে নাহিল ॥ ইহা দেখি পুলকিত, হয়ে মত্ত ঐরাবত, শুণ্ডে করি কুম্ভে বসাইল। তদন্তর সুধাকর, হয়ে হরষিতান্তর, মনোসুখে সুধা আনি দিল ॥ চকোর আমার প্রাণ, সুখে করে সুধাপান, হেনকালে হৈল নিদ্রা ভঙ্গ। দেখহ প্রত্যক্ষ তার, কহিতে সে সুবিস্তার, লোমাঞ্চিত হইতেছে অঙ্গ ॥ শুনেছি লোকের মুখে, দিবসে স্বপন দেখে, আপন ভাণ্ডারে যদি বলে। এ কথা অন্যথা নয়, আছে তাহে সুখোদয়, নিশ্চয় স্বপ্নের ফল ফলে ॥ বিষে জ্বালাতন প্রাণ, সাক্ষাতে দেখহ প্রাণ, দেহ সুধাদান যাকু ব্যথা। শুনিয়া যুবতী কয়, একি কথা মহাশয়, নারী হয়ে সুধা পাব কোথা ॥ কহিছে রসিক রাজ, একি কথা নাহি লাজ, কর কত সব প্রবঞ্চনা। জানিলাম এত দিনে, তুমি অতি সুকঠিনে, নিজজনে থাকিতে দিলেনা ॥ পুনঃ ধনী হেসে কয়, কহ দেখি মহাশয়, তোমাতে অদেয় কিবা আছে। একি ঠাঁই এত লাট, কত মান হাট ঘাট, হেন পাট পেলে কার কাছে ॥ পুনঃ কহে যুবরাজ, ত্যজিয়া আপন লাজ, স্বপ্নকথা দেখহ প্রত্যক্ষে। কি হইবে বাকছলে, সাক্ষাতে দেখিতে পেলে, না মানি সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব পক্ষ ॥ যৌবন সমুদ্র ময়, তাহে সিন্ধু করিব মন্থন। শব্দ কোলাহল হবে, মেদিনী কম্পিবে ভাবে, তোমার নিতম্ব ঘন ঘন ॥ মন্থনেতে তদন্তর, হবে শোভা কি সুন্দর, মুখ রূপ চন্দ্রের উদয় ॥ দেখি নিজ মনে ভেবে, হৃদয় মাঝেতে তবে, পাবে ঐরাবত কুম্ভদ্বয়।

বলে শুন প্রাণ প্রাণ অকারণ কায। সে ভাব ভাবিয়া মোর কেকেতে হয় লাজ॥ বসিয়া ছিলাম আমি অট্টালিকা পরে। হেনকালে সখী এক কহিল আমারে॥ নলিনীর সখা ভানু অম্বর হইতে। কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে পরে রজনীতে॥ নিশিতে নলিনী নীরে আছিল মুদিতা। সখা দুঃখ দৃষ্টি কষ্টে হয়ে বিকসিতা॥ বিকসিতা দুঃখাবৃতা হইয়া দুঃখেতে। ভাবিয়া আকাশে উঠে তদন্ত জানিতে। লাজে নতশিরা হৈল দেখিয়া সঙ্কট। মৃণালে ধরিয়া বলে উঠ উঠ উঠ॥ প্রিয়বাক্য প্রিয় তার উঠিবারে চায়। ধরিয়া অধরা পুনঃ ধরায় লোটায়॥ ধরা সে অধীরা হৈল ধৈরয ধরিতে। কায়ায় কম্পিত হয়ে লাগিল কাঁপিতে॥ মেদিনী কম্পিতা তাহা দূরে হৈতে দেখে গিরিশৃঙ্গ যেন ভঙ্গ কম্পে অধোমুখে॥ মেঘাচ্ছন্ন ছিল শশী পরের দুঃখেতে। আকাশে বিকাশ হয়ে লাগিল কান্দিতে॥ পূর্ণচন্দ্র পৌর্ণমাসী বোধে জলনিধি। উথলিল তদন্তরে চমৎকার বিধি॥ নিশাকর করে দিবাকরে করে ক্ষীণ। তারাগণ পড়ে খসি হইয়া মলিন॥ নিরন্তর সুধাকর সুধা করে দান। তথাচ নলিনী সখা নহে সমাধান॥ এ কথা শুনিয়া আমি গেলাম দেখিতে। গিয়া দেখি কেহ নাই গেছে স্বস্থানেতে॥ সেই হৈতে মহাদুঃখে ফাটে যে হৃদয়। দেখিতে বাসনা মনে হয় অতিশয়॥ ভাবে পতি সতী কথা বুঝিয়া ইঙ্গিতে। বলে হাসি রূপসী সে তোমার সাধ্যেতে॥ কমলিনী তুমি নী আমি জানি তোরে। আমি তব সখা ভানু পড়ি ধরাপরে॥ আছহ যৌবন নীরে হও বিকসিত। আকাশ ভাবিয়া হৃদে উঠহ ত্বরিত॥ ভুজ সে মৃণাল সম তাহে ধরে মোরে। দলিবে উঠিতে মোরে নিতম্ব প্রহারে॥ সেই ছলে উঠিতে চাহিব বারে বারে। পড়িবে উঠিবে মন তব তার ভরে॥ তাহে আর বার বার মেদিনী কাঁপিবে। অর্থাৎ যে অবিলম্বে নিতম্ব দুলিবে॥ সেই ছলে মেরুসঙ্গ কুচ সে দলিবে। যেন

দৃঢ় আচ্ছাদনে ।। এক পদ চিহ্নিত যাইতে দেশান্তরে। পদ হইতে বদ্ধ কুল ভয় ডরে ।। এক মন দুই ঠাঁই ছিল আদ্ধ! কুলে বদ্ধ অন্ধ আর প্রেমে অন্ধ বদ্ধ ।। প্রাণেতে দিও তনু কি কব সে কথা। ওরে প্রাণ আছিলাম জ্যোতলতা ।। দ্বিজ কহে ইথে কেহ করহ সংশয় ;: প্রে রমণী কাছে সুধালে প্রত্যয় ।।

অথ চিত্রাঙ্গিণীর মান।

ত্রিপদী। সতী পতি প্রেমাবেশে, নিত্য নানা নবঃ সন্তোষে করয়ে রঞ্জন। পলকে প্রলয় হয়, মুখে মুখে নয়, নানা কাব্য প্রেম আলাপন ।। যুবরাজ মনে ভ আনে প্রেম বৃদ্ধি হবে, প্রিয়ারে করাব ছলে মান। পর চাহি দান, ইথে রবে দৃঢ় মান, শেষে হবে স্তবে সমাধান। রূপে দুই জনে, আছে প্রেম আলাপনে, রাজপুত্র কহিল দিয়া। কৈতে মনে ভয় বাসি, যদি বলহে প্রিয়সী, তবে বিশেষ করিয়া ।। শুনি ধনী হাসি কয়, অদেয় কি মহ সাধ্য হয় অবশ্য করিব। ধন মন দেহ প্রাণ, সকলি কর দান, আর কি অদেয় তাহা দিব। যুবরাজ তদন্তরে, যুব করে ধরে, মৃদুস্বরে কহিছে বচন। চিত্তহরা নামে দাসী, শশী সুরূপসী, মোর চিত্ত করিল হরণ। তাহার লাবণ্য চ মন যে চকোর কান্দে, করিবারে তার সুধাপান। স তোমার সাধ্য, চিত্তহরা তব বাধ্য, বারেক আমারে দান ।। এ কথা শুনিয়া ধনী, ক্রোধেতে না স্বরে বাণী, যেন দিল বহ্নি মাঝে। মনেতে ভাবে যুবতী, দাসীরে ভু মুক্তি, পোড়া মুখে বল কোন লাজে ।। রুষিয়া পতিরে নাহি কিছু ধর্ম্ম ভয়, মোর ভাগ্যে আর কত হবে। ভার্য্যা সুজীবণ, যোগাইব অন্য জনা, পতির অন্তর ভুলাই তোমারে কি করি রোষ, সকলি ভাগ্যের দোষ, স্বভা

হিক যায় মলে। শর্করায় নিম্বফলে, অঙ্গারেরে দুগ্ধনিচয়ে, তিক্ত কাল নাহি যায় ধুলে॥ সিংহাসনে কুক্কুরেরে, রাখিলে যতন করে, ভস্মাসনে সদা ইচ্ছা তার; শূকরেরে কুর্ণ মূলে, মক্ষিকারে মধু দিলে, তবু চেষ্টা করে কদাচার॥ নারীর কপালে ছাই, আমার মরণ নাই, কত আছে এ ছার কপালে। কুলবধূ কোথা পাব, কিসে প্রাণ যোগাইব, না জানি কি হবে বৃদ্ধকালে॥ শুনিয়া নারীর উক্তি, আরম্ভিয়া ছল যুক্তি, বলে প্রিয়ে শুনহ বচন। বহু রত্ন থাকে যার, ধনাশা কি কায তার, অন্য ধন না করে গ্রহণ॥ শুনিয়া পতির কথা, রসবতী পেয়ে ব্যথা, ক্রোধভরে উপজিল মান। বস্ত্র আচ্ছাদিয়া অঙ্গে, মজিয়া মান তরঙ্গে, মনোদুঃখে ঢাকিল বয়ান॥ দেখি রমণীর মান, রাজপুত্র ম্রিয়মান, ভাবে মনে কুকর্ম্ম হইল। স্বভাবে অভাব দেখি, ক্ষণেক নিরবে থাকি, বিনয়েতে কহিতে লাগিল॥ হাসিতে কপালে ব্যথা, হেন মান পেলে কোথা, হেন মান পেলে কোথা, কর কেন এত অভিমান। রহস্যে, ঔদাস্য করে, করাঘাত কর শিরে, ইথে কি আমার বাঁচে প্রাণ॥ এত কেন রুষ্টা হয়, তুষ্টা হয়ে কথা কও, না বুঝিয়া রহাস্যেতে এত। যে দেখি তোমার রীতি, হইলে লম্পট প্রতি, না জানি কি গতি তব হৈত॥ মিছা সাধে সাধ বাদ, করেছি যে অপরাধ, তাহার বিহিত দণ্ড কর। ত্যজ নিজ মান প্রিয়ে, কথা কহ হৃষ্ট হয়ে, নিজ মন না হয় অপর॥ এতে যদি রুষ্টা হও, নহে মোরে কটু কও, তথাপি এ জ্বালা যুড়াইবে। অগ্নি হইলে সুপ্রবল, স্নিগ্ধ কিম্বা উষ্ণ জল, সিঞ্চনে নির্ব্বাণ বুঝ হবে॥ তোমার বিরহানলে, দেখ প্রায় অঙ্গ জ্বলে, বাক্য জলে করহ নির্ব্বাণ॥ নিজ অনুগত জনে, হৈলে অতি সুকঠিনে, কেমনে যুড়াবে বল প্রাণ॥ যে ছিল প্রণয় শশী, রাগরূপ রাহু আসি, তারে ধরি করিল গ্রহণ। দেখি সেই অবিচার, চকোর যে মনামার, দুঃখী হয়ে করিছে

রোদন।। তুমি যদি মনে কর,রাহু বিনাশিতে পার, ধর অরীর প্রহারে। রাহু হৈলে অপমান, চকোর পাইবে উদিত দেখিলে সে শরীরে।। যুবরাজ যত বলে, যুব হিক ভুলে, মনে ভাবে একি হৈল দায়। নানা ছলে লেতে, কথা কিছু কহাইতে, কত মতে করয়ে উপায়। তীরে করি কোলে, নানামত বাক্য ছলে, যত্ন করে খুচ ক্রোধ। সে কথা না শুনে ধনী, হয়ে রহে অভিমানী, কোথা রহে উপরোধ।। রাজপুত্র অনন্তরে, যুবতীর করে স্তুতি করি সাধিতে লাগিল। হেনকালে অকস্মাৎ, ধনী নিজহাত, পতি অঙ্গে কঙ্কণ ঠেকিল।। যুবরাজ ঐ কাতরে নারীরে বলে, ভার্য্যা হয়ে মারিলে পতিরে। নাহি হেন দাঁড়া, সৃষ্টি ছাড়া কৈল বাড়া, সব পোড়া লেতে করে।। দুঃখে মুখে হাসি পায়, না দেখি না শুনি নারী হয়ে পতি ধরে মারে। মনোমত হৈলে পতি, না এ দুর্গতি, থাকিতাম সদত আদরে।। অপ্রেমিক অরসিক রূপ বিরূপাধিক, ধিক ধিক ধিক বিধাতারে। দাঁড়াইবার নাই, রমণীর মার খাই, এ দুঃখ কহিব আর কারে।। রায় যতকয়, ধনী অভিমানে রয়, ভাবে মনে কি দায় ঘা নিজ মান প্রকাশিয়া, আপনি পশ্চাৎ হয়্যা, ছল করি শ রহিল।। ক্ষণে ফেরে আশে পাশে, যুবতী মনেতে হাসে, ক্রমে কি মান যাজে ভাল। যার কর্ম্ম সেই বিনে, নাহি প অন্য জনে, সে ছল বিকল শেষে হৈল।। তদন্তর অধোমু মৌন হয়ে মনোদুঃখে মনে মনে করয়ে চিন্তন। এই ভাবি মনে, উঠে পুনঃ ততক্ষণে, বরাসনে করিল শয়ন।। দিয়া পতির গতি, যুবতী দুঃখিত অতি, মনে ভাবে কথা কই। পুনঃ ভাবে এই হবে, তাহে মাত্র মান যাবে, অ কিছু কাল সহে রই।। সে উপায় নিরুপায়, ভাবে রায় নায়, পুনরায় পায়ে ধরি সাধে। এত মান কেন প্রাণ, রা

আমার মান, দেহ প্রাণ দান অপরাধে। কি আমারে বিরহে রেখে, কেন থাক অধোমুখে, মনপ্রাণ জ্বলে মনানলে। তুমি মান অপমান, তুমি যদি কর মান, কে সুধাবে প্রিয়তম বলে॥ সঁপেছি তোমারে প্রাণ, রাখ বা বধবা প্রাণ, মান অপমান তব পাশে। তুমি দয়া না করিলে, কে জুড়াবে এ অনলে, গুরুমান কেন লঘুদোষে॥ তোমারি আশাতে আশা, তুমি না পুরালে আশা, আশার আশা কে আর পুরাবে। আশা দিয়ে আনি মোরে, সে আশা নিরাশা করে, কিবা আশে রহিল নিরবে॥ তব আশা পূর্ণ হৈল, মোর আশা ফুরাইল, মান ছলে ত্যজিলা আমারে। মানে মানে মান হত, প্রাণে মান নহে কত, মান লয়ে থাক মান ভরে॥ মান লয়ে রসবতী, সসম্মানে কর স্থিতি, দেহ অনুমতি যাই দেশে। বুঝিয়া পতির মন, রসবতী ততক্ষণ, কহিতে লাগিলা মৃদু হাসে॥ কি কহিলে প্রাণনাথ, একি কথা অকস্মাৎ, দেশে যাবে ত্যজিয়া আমারে। অজস্কান্ত মণি যেই, লৌহ কি ছাড়য়ে সেই, অলি কোথা ত্যজে নলিনীরে॥ অভিমান হৈল ভঙ্গ, কত মত করে রঙ্গ, নানারঙ্গ অপাঙ্গ ভঙ্গিতে। অনঙ্গ হইল সঙ্গ, কব কত রঙ্গ ভঙ্গ, পতি অঙ্গ সঙ্গ আনন্দেতে॥ কহে রাজনারায়ণে, প্রেম বাড়ে অভিমানে, অভিমান প্রেমের তরঙ্গ। প্রেম জানে মর্ম্ম তার, অন্যে পার হওয়া ভার, দেখি রঙ্গ সাগরে তরঙ্গ॥

অথ রাজপুত্রের দেশে গমন।

পয়ার। অবশেষে রসাভাষে হাসি কহে ধনী। চিত্রহরা মনোচোরা হৈল কিসে শুনি। রসিকার রসের বাক্যেতে রসরাজ। বলে ছলে ছলিলাম জানিবারে কায॥ কর কি না কর অভিমান ইহা শুনে। হিতে হৈল বিপরীত না বুঝিয়া মনে॥ রসিকা হইয়া না বুঝিয়া এ চাতুরী।

অকারণ মান কেন করিলা সুন্দরী ॥ শুনি হাসি
সুখী কহে ততক্ষণ। মন মান যেন প্রাণ বুঝিবারে
উভয়ের মনোকথা বুঝিয়া উভয়ে। মনস্তোষে রহে
আনন্দ হৃদয়ে ॥ কিছু দিন এই রূপে বঞ্চিয়া দুজনে।
পুত্র দেশে যাইতে স্থির কৈল মনে ॥ রমণীরে অনন্তরে
নিয়ে কহিল। উভয়ের মনের মানস পূর্ণ হৈল ॥ অতএব
প্রিয়ে আমার বচন। অতঃপর মোর সঙ্গে করহ গমন ॥
বাণী শুনি ধনী অনেক কহিল। প্রিয় বাক্যে প্রিয়া স্থির
তা হৈল ॥ বুঝি মন ততক্ষণ দিলেন সম্মতি। রাজপুত্র
লেন যথায় নরপতি ॥ সম্ভাষ করিলা ভূপ দেখিয়া জাম
বিজয় সুন্দর বলে বিদায়ের কথা ॥ হইল অনেক দি
সেছি বিদেশে। বিশেষত পিতা মাতা মরিবে জ্বা
শুনি ভূপ কুমারেরে কহিছে তখন। পূর্ব্ব অপরাধ বা
রিবে মার্জ্জন ॥ বিজয় সুন্দর কয় এ কেমন কথা। আ
পুত্র মত জানিবা জামাতা ॥ এত শুনি নৃপমণি আন
হৈল। কন্যারে লইয়া যাইতে অনুমতি দিল ॥ তদন্তর
স্থির করিলা রাজন। অশ্ব রথ সৈন্য কত করিলা সাজ
বিদায় হইতে গেল রাজ অন্তঃপুরে। তদন্তরে প্রণ
রাজার রাণীরে। আশীর্ব্বাদ মনে মনে করিল মা
আমার কন্যার বশে থাক দিবানিশি ॥ জামাত
বসিবারে দিলেন আসন। সখী সম্বোধিয়া কপাটের
কন ॥ শুনিয়া শুনিয়া কথা কন ধীরে ধীরে। আর
দিন বাপু থাক মোর পুরে ॥ বাপের অধিক স্নেহ
বালকেরে। মায়ের অধিক স্নেহ বালিকা উপরে ॥
দিয়া পুত্র বাপু পেয়েছি তোমারে। গমনে ডুবিব
দুঃখের সাগরে ॥ চন্দ্র সম মোর ঘর আলোকরে ছি
এত দিনে মোর পুরী আন্ধার করিলে ॥ পুনঃ
নিষেধ করিতে যুক্তি নয় ॥ শ্বশুর বাটীতে কেবা চির

রয় ॥ দুই কিম্বা তিনটি যদ্যপি হৈত মেয়ে। তবু ম
পাঠায়ে আমি থাকিতাম হিয়ে ॥ সর্ব্বদা সংসার [illegible]
থাকিবা যেমন। অভাগী কীর্থের কাক হইল এখন।
বালিকা হইতে মোর কন্যা চিরাঙ্গিনী। বাক্য নাহি গায়ে
সব জাতি সোহাগিনী। সদত করেছে মান মায়ের উপরে।
না জানি কেমনে রবে শ্বশুরের ঘরে ॥ ভাল মন্দ কর্ম্ম কোন
না পারি বুঝিতে। পাছে বা বিরূপ ভাব জানিয়া মনেতে ॥
সে সকল দোষ বাপু আমারে ক্ষমিবে। না জানিলে শাশুড়ী
হত্যার পাপ হবে ॥ যদি কথা রাখ বাপু শাশুড়ী বলিয়া।
মাঝে মন একবার দিও পাঠাইয়া ॥ সখী বলে সে কথা কেন-
মো কও তরে। বাপ মা রয়েছে ওর মাথার উপরে ॥ রাণী
বলে যে বলিলে সত্য এ সকলি। বলিতে দিয়েছে বিধি তেঁই-
দিন বলি ॥ অদন্তরে ডাকি রাণী নিজ তনয়ারে। কাঁদিয়া
কাতরে কিছু কহিছে তাহারে ॥ চলিলে পরের ঘরে সাবধানে
থেকো। ভুলনাকো অভাগী মায়েরে মনে রেখো ॥ যদি
বিধি মেয়ে দেয় তোমার উদরে। তখনি মায়ের মায়া জা-
নিবে অন্তরে ॥ মা হৈলে মায়ের মায়া জানিতে পারিবে।
বলে ছিল মা বটে বলিয়া মনে হবে ॥ সাবধানে সদা থেকো
ওরে বাছাধন। সেখানে হওনা আছ এখানে যেমন ॥ শাশু-
ড়ীর কথা শুন মন যোগাইয়ে। তবেসি তোমারে স্নেহ করি-
বে অন্তরে ॥ ননদী সতীনে যদি কহে কুবচন। হইবে মাটির
মেয়ে না কহে বচন ॥ গুণ শুনে মা বাপের প্রাণ জুড়াইবে।
কলঙ্ক শুনিলে জলে ঝাঁপ দিতে হবে ॥ সতত পতির মন য-
তনে যোগাবে। তবেসি নয়ন আড়ে তোরে হারাইবে ॥ এই
মনে বুঝাইয়া অশেষ প্রকারে। আপনি রথেতে তুলি দিল
তনয়ারে ॥ কাঁদিয়া কহিছে কন্যা হায় কি করিব। মা
বলে সেথায় আমি কার কাছে যাব ॥ তবে রাজা শত রথ
পুরি দিল ধন। বহুতর সৈন্য দিল সঙ্গের রক্ষণ ॥ এইমত

হয় কুসুম দৌধ হানে ফুলবাণ। উঠিলে মদন বহ্নি বারিতে নির্ব্বাণ॥ ত্রিভুবনে হইলে বসন্ত অধিকারী। নিষ্করুণ নিশা কর সঙ্গে সখ্য তারি॥ সময়েতে শশধর শমনে সারথি। সতী জ্বালায় দুঃখে সন্তোষ অসতী॥ এই রূপে সাধুবালা খেদ ছাড়ে। কাক রূপী নাগ রাজ হয়ে গালি পাড়ে॥ এই রূপে খেদ করে সাধুরনন্দিনী। হেনকালে ঘোর বাদ্য কোলাহল ধ্বনি॥ চর আসি সাধুপুরে জানায় সংবাদ। শুনি পতির কথা যুবতী আহ্লাদ॥ ধরিয়া নরের দেহ যত সেনাগণ। সাধুপুরে প্রবেশ করিল সর্ব্বজন॥ রাজপুত্রে হেরি তবে সখা তিন জন। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ করে আলিঙ্গন॥ রাজপুত্র পরে প্রবেশিল অন্তঃপুরে। সমস্ত সংবাদ সুখে কৈল সবাকারে॥ সাধুর পুরের যত পুর নারীগণ। রাজকন্যা সঙ্গে গেল করিয়া যতন॥ সাধুসুতা মনানলে পীড়িতা আছিল সে জ্বালা সতীনে দেখে শীতল হইল॥ ভাবে মনে পতি মো দুখে ছিল ভুলে। আর কি ভ্রমর মধু খায় অন্য ফুলে॥ সে রজনী দোঁহা সহ করিয়া বঞ্চন। দুই ভার্য্যা লয়ে প্রাতে করিলা গমন॥ পরে তিন বন্ধু তথা বিদায় হইল। নিজ নিজ ভার্য্যা লয়ে পথেতে মিলিল॥ নানা ঘোর কান্তার ছাড়াইয়া দেশ। আপনার রাজ্যে আসি করিল প্রবেশ॥ দূত আসি চন্দ্রসেনে কহিল সংবাদ। শুনিয়া ভূপতি হৈল পরম আহ্লাদ॥ তদন্তরে রাজপুত্র উপনীত পুরে। গলবস্ত্র প্রণাম করিল ভূপতিরে॥ পরম আনন্দে রাজা আলিঙ্গন দিল। জননীরে প্রণমিতে অন্তঃপুরে গেল॥ রাজার রমণী শুনে তনয়ের কথা। কান্দি কহে এত দিন ছিলে বাছা কোথা॥ অভাগিনী দুঃখিনী জননী তোর ঘরে। তারা হীন নয়নে ভাসান ভাষ নীরে॥ প্রণমিয়া রাজপুত্র কহে বিবরণ। শুনি রাণী পুরনারী লয়ে ততক্ষণ॥ পুত্রবধূ আনিতে আনন্দে যবে চলে। দেখিয়া নারীর রূপ নারীগণ ভুলে॥ বস্ত্র মধ্যে

ঙ্গল করিল সর্ব্বজন। প্রণমে রাণীর পদে বধু দুই জনা ॥
াবিত্রী সমান হও ধর্ম্মে হউক মতি। আশীর্ব্বাদ করি রাণী
ানন্দিত অতি ॥ অন্তঃপুরে লইয়া চলিল তত্ক্ষণে। চন্দ্র-
ান বহুদান দিল দ্বিজগণে ॥ স্বর্ণে অন্নে বস্ত্র দানে তুষিলেন
নে। রাজা চন্দ্রসেন দান করে হর্ষমনে ॥ পাত্রসুত সাধুসুত
ন্ত্রের নন্দন। নিজ নিজ আলয়েতে করিল গমন ॥ রাজ-
ন্দ্র সমভাবে তোষে দুই নারী। কত দিনে রাজা রাণী গেল
র্গপুরী ॥ অন্ত্যেষ্ট্যাদি যত কর্ম্ম সমাপন করি। বিজয়সুন্দর
হল রাজ্য অধিকারী ॥ দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন।
ানা সুখে বহুকাল করিল যাপন ॥ সময়েতে চারি বন্ধু দেহ
াগ করে। পতি সহ সতীগণ স্বধর্ম্ম আচারে ॥ চিতা মধ্যে
গিযোগে ত্যজিল জীবন। স্বধর্ম্ম সাধিয়া স্বর্গে করিল
মন ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম দাঞীহাট বাস। তার আজ্ঞামতে
হ হইল প্রকাশ ॥

তাম্রধ্বজের বিবাহ।

পয়ার। তদন্তর মুনিবর কহে রাজসুতে। দেবতা হইয়া
ম্মে নারীর লোভেতে ॥ শিব বিষ্ণু আদি আর দিকপাল-
ণ। সদত সন্তোষ সবে নারীর কারণ ॥ দ্বাপরে হইলা হরি
ষ্ণু অবতার। নারী সহ লীলা খেলা করিলা বিস্তর ॥ বিস্তা-
য়া কহে মুনি সে সব ভারতী। বর্ণিতে পুস্তক বাড়ে এই ভয়
তি ॥ কি কব মনের খেদ মনেতে রহিল। বোবার স্বপন
া দেখে প্রাণ গেল ॥ মুনি বাক্য তাম্রধ্বজ হইল সম্মত।
শিখিধ্বজ নৃপতি হইল পুলকিত ॥ বিভা দিয়া তাম্রধ্বজে
া সমর্পিল। মুনিগণে তুষ্ট করি বিদায় করিল ॥ তাম্রধ্বজ